উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৩,৮২৮.৯১ (-২০০.৮৫)

নিফটি : ২২,৩৯৭.২০ (-৭৩.৩০)

মৃত্যু মাগুরার শিশুর

৫ মার্চ বাংলাদেশের মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয় আট বছরের শিশু 'আছিয়া'। বৃহস্পতিবার তার মৃত্যুতে ফুঁসে উঠেছেন পদ্মাপারের প্রতিবাদীরা। » ১১

সেনার দখলে জাফর এক্সপ্রেস

শেষপর্যন্ত বালুচ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে জাফর এক্সপ্রেসের দখল নিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার সারারাত ধরে চলা অভিযানে কমপক্ষে ৩০ জন বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছে। » ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	১৮°	৩৩°	১৮°	৩৪°	১৯°	৩৩°	১৭°

হুমায়ুনকে শোকজ তৃণমূল নেতৃত্বের » ৭

২৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 14 March 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 294

দোলের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই দোলপূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
- প্রকাশক

ছুটিতেও ছুটি নয়

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই শনিবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

উত্তরের খোঁজে

হিমন্তই রোল মডেল শুভেন্দু, শংকরদের

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

গাড়িটা তখন বিধানসভার কাছেই। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সিচালক যে কথাটা বললেন, তা মাথায় গেঁথে থাকার মতো। 'এই নেতারাই দেখবেন আমাদের বাংলায় দাঙ্গা লাগিয়ে দেবে ভোটের মুখে।'

তিনি বিহারের লোক। অথচ বাংলাকেই তাঁর পছন্দ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য। বাংলার কিছু নেতার কাছে যে শব্দটি কার্যত অর্থহীন আজ।

'এই নেতারা' বলতে ট্যাক্সিচালক সেদিন শুভেন্দু অধিকারী, শংকর ঘোষ এবং হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীদের কথাই বলছিলেন। যে বিধায়কদের সাম্প্রতিক মন্তব্য শুনে মনে হবে, এঁরা কি কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় বঙ্গবিভূষণ হতে চান? আমজনতার কেউ এসব কথা বললে তাঁদের জেলে পাঠানোর দাবি উঠত না?

এই জাতীয় মন্তব্যগুলোকে দশ বছর আগেও উসকানিমূলক ধরা হত। এখন তো সামাজিক মাধ্যমে এমন হলাহলেরই ফুলঝুরি। যাঁরা লিখছেন, তাঁরাই সুপার হিরো।

সামনে ইদ, রমজান চলছে, জুম্মাবারেই দোল, উত্তরপ্রদেশে সম্ভল শহরে দোলের দিন সমস্ত মসজিদ ত্রিপলে ঢেকে দিতে হচ্ছে—এসব দেখেশুনেও হুঁশ নেই বাংলার এই উগ্রবাদীদের। ভিনরাজ্যের ট্যাক্সিচালক যা বুঝতে পারছেন, এই বঙ্গজ নেতারা সেটা জানেন না। তাঁরা বোঝেন শুধু ভোট—হিন্দু ভোট, মুসলিম ভোট। এবং এখন এমন নৃতত্ত্বজ্ঞানহীন লোকেরাই রাজনীতি ও সামাজিক মাধ্যমে দলের সম্পদ। দুটো বড় পার্টির শিক্ষিত নেতারা সব দেখেও নীরবতার চাদর গায়ে বসে।

এরপর বারোর পাতায়

অভিষেকের সভার কলেবর বৃদ্ধি নিয়ে চর্চা

কলকাতা, ১৩ মার্চ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাবৈঠকের পর কাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেগা সভা। তৃণমূল নেত্রীর সভা ছিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। অভিষেকের বৈঠক হবে ভার্চুয়াল। সেই বৈঠকের কলেবর এত বাড়ানো হয়েছে যে, তা এখন তৃণমূলের অন্দরেই চর্চার বিষয়। নেতাজি ইন্ডোরের মতো অত বিশাল না হলেও দলের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ডাক পেয়েছেন শনিবারের সভায়।

মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি সভার আলোচ্য একই- ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ। যে কাজ করতে রাজ্য স্তরে কমিটিও গঠন করে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সেই কমিটির একটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। তাতে উপস্থিত ছিলেন না অভিষেক। কিন্তু সেই একই বিষয়ে আলোচনায় দলের প্রায় সমস্ত পদাধিকারীকে থাকতে বলায় বৈঠকটিকে মমতার সমান্তরাল উদ্যোগ বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

ডাক পেয়েছেন মমতার তৈরি করে দেওয়া কমিটির ৩৫ সদস্যও। যে তালিকায় সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসের মতো হেভিওয়েট নেতারা আছেন। ওই কমিটির প্রথম বৈঠকের শেষে অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠকের খবর জানানো হয়েছিল। তখন ঠিক ছিল কোর কমিটির ৩৫ জনের পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতি, চেয়ারম্যানরা এই বৈঠকে থাকবেন। পরে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলাররা ডাক পেয়েছিলেন।

কিন্তু বৈঠকের ৪৮ ঘণ্টা আগে বৃহস্পতিবার জানা গেল,

এরপর বারোর পাতায়

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

জলপাইগুড়ি শহরে একটি কলেজে প্রাক বসন্ত উৎসব। রংয়ের উৎসবে মেতেছে খুদেরাও। ময়নাগুড়িতে। বৃহস্পতিবার। ছবি : মানসী দেব সরকার ও অভিরূপ দে।

বান্ধবীকে ঘরে ডেকে ধর্ষণ

আধাসেনার ক্যাম্পে নিরাপত্তায় প্রশ্ন

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ : জলপাইগুড়ির রানিনগরে আধাসেনার ক্যাম্পের আবাসনে এক স্কুল ছাত্রীকে দু'দিন ধরে আটকে রেখে মাদক খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় অভিযুক্ত আধাসেনার এক জওয়ানের ছেলে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে। ওই নাবালিকা ছাত্রীকে মাদক খাইয়ে নেশায় আচ্ছন্ন করে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। আধাসেনা জওয়ানের ওই নাবালক ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে সে বান্ধবীর বাড়িতেই থাকবে বলে জানিয়ে যায়। এর আগেও এমন হওয়ায় পরিবারের কারও কিছু মনে হয়নি। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়েটি তার বাবাকে ফোন করে জানায়, তাকে রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি কোয়ার্টারে আটকে রাখা হয়েছে এবং তার উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। মেয়ের ফোন পেয়ে ভীত ওই পরিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্যা মমতা সরকার বৈদ্যকে গোটা ঘটনা জানায়। তখনই ফোনে মমতা ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলেন।

জেলা পরিষদ সদস্যার সক্রিয়তায় বুধবার রাতেই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী সহ ক্যাম্পের গেটে যায়। কিন্তু তাদের কাউকেই ওই রাতে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উলটো একাধিক প্রোটোকল রয়েছে বলে টানা চার ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেনা জওয়ানের ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে মাদক খাওয়ার ভিডিও ছিল। (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সমস্ত ভিডিও নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।

বন্ধুত্বে বিপদ

- সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছাত্রীর সঙ্গে সেনা জওয়ানের নাবালক ছেলের পরিচয় হয়
- বান্ধবীর বাড়িতে রাত কাটাবে বলে ওই ছাত্রী রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পে বন্ধুর কোয়ার্টারে যায়
- মাদক খাইয়ে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ
- ঘটনার পর মেয়েটি ফোনে বাবাকে জানায়

জেলা পরিষদের সদস্যা বলেন, 'ভাবতে অবাক লাগছে, যারা দেশের নিরাপত্তা দিচ্ছে, তাদের ক্যাম্পের আবাসনেই মাদক নিয়ে নেশা করা হচ্ছে। কীভাবে নাবালিকার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটল ক্যাম্পের আধিকারিকরা তা দেখলেন না। উলটো গেটে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য এতটা সময় নিলেন।

ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, 'এর আগেও ও বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে থেকেছে। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি। এবারে কী এমন ঘটল যে এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলেকে ক্যাম্পের আবাসনে রেখে ওই আধাসেনা জওয়ান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিহারে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। ছেলে একাই আবাসনে ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব হওয়ার সূত্রে সে ওই ছাত্রীকে আবাসনে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানেই মাদক খাওয়ানো এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে সারা সকাল আধাসেনা ক্যাম্পের কোয়ার্টারগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়। নিগৃহীতার পরিবার ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছে, কয়েকজন মিলে ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, ঘটনায় আরও কারা যুক্ত? তারাও কি ওই ক্যাম্পের বাসিন্দা নাকি বাইরে থেকে আসা অভিযুক্তের বন্ধু? আধাসেনা ক্যাম্পে এত নিরাপত্তা সত্ত্বেও এরকম বড় ঘটনা ঘটে গেল কীভাবে? আধাসেনা আধিকারিকরা কেন দু'দিন ধরে কিছুই জানতে পারলেন না। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'নাবালিকাকে ক্যাম্পের আবাসন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

মমতা এদিন বলেন, 'ভিডিও দেখে যা বোঝা যাচ্ছে তাতে ব্রাউন সুগার সহ একাধিক নেশার আসর বসানো হয়েছিল। ক্যাম্পের ভিতরের ঘটনা যাতে বাইরে না আসে, তাই হয়তো পুলিশকে প্রথমে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে আধাসেনার কয়েকজন আধিকারিক অনেক সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের জন্যই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

স্বপনের বিরুদ্ধে রুল জারি

আদালত অবমাননার অভিযোগ, বকেয়া শোধের নির্দেশ

সৌরভ দেব ও অভিষেক ঘোষ

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ১৩ মার্চ : আদালত অবমাননার দায়ে মাল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টে সশরীরে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই নির্দেশ অমান্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারে উচ্চ আদালত।

মালবাজার শহরের বাসিন্দা ঠিকাদার স্বপন ভৌমিক ২০১৬ সালে মাল পুরসভার একটি সীমানা প্রাচীর তৈরির বরাত পান। কাজের টেন্ডার মূল্য ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হওয়ার পর ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর স্বপনবাবু মাল পুরসভায় ২৫ লক্ষ ৬ হাজার ৯২৬ টাকার একটি বিল জমা দেন। কিন্তু কাজের প্রাপ্য টাকা মেটাতে গড়িমসি শুরু করে পুরসভা। বারবার পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কাছে লিখিত আবেদন করেও ন্যায্য বিলের টাকা পাননি।

> আদালত স্বপন সাহার বিরুদ্ধে রুল জারি করে নির্দেশ দিয়েছে আগামী ৩ এপ্রিলের মধ্যে স্বপন ভৌমিকের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার পাশাপাশি সশরীরে তাঁকে হাইকোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতে পারে।
>
> **সুমন সাহা**
> *স্বপন ভৌমিকের আইনজীবী*

পরবর্তীতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি অমৃতা সিনহার দ্বারস্থ হন। সেই সময় মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ছিলেন স্বপন সাহা।

বকেয়া টাকা পেতে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রথম মামলা রুজু করেন স্বপনবাবু। সেই সময় আদালত মাল পুরসভাকে নির্দেশ দেয় স্বপনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই সময় মাল পুরসভা স্বপনবাবুকে জানায়, বকেয়া টাকা কয়েকটা কিস্তিতে মেটাবে। কিন্তু তাতে রাজি হননি স্বপনবাবু। ২০২৪ সালে তিনি আবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাটি ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে। সেই সময় বিচারপতি মাল পুরসভাকে নির্দেশ দেন, ২০২৪ সালের ৩১ মে-র মধ্যে স্বপনবাবুর বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া জন্য। ২০২৪ সালের ৭ মে মাল পুরসভা ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে পালটা আপিল করে। যদিও পুরসভার মামলা খারিজ করে দিয়ে দুই মাসের মধ্যে টাকা মেটানোর নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

দুই মাসের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করায় আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে মাল পুরসভা। সেইসঙ্গে ওই বছর ১৩ জুন স্বপন সাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু করা হয়।

এদিকে, দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। পরবর্তীতে গত ৩১ জানুয়ারি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নেন উৎপল ভাদুড়ি।

২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর পুরসভার তরফে অনলাইনে ৮ লক্ষ টাকা ঠিকাদার স্বপনবাবুকে দেওয়া হয়। বকেয়া টাকা আদালতের নির্দেশ মেনে ২০২৫ সালের ৬ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মাল পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান।

এরপর বারোর পাতায়

সভাপতি পদে নাম পাঠানো নিয়ে কোন্দল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : জেলা সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে জলপাইগুড়িতে বিজেপির অন্দরে কোন্দল দেখা দিয়েছে। দলের বিরোধী গোষ্ঠীর দাবি, সভাপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের জন্য প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি। জেলা সভাপতি নিজের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের দিয়ে তড়িঘড়ি গোপনে নাম জমা দিয়েছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা সভাপতি পদের জন্য চারজনের মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এসে দলের অতিরিক্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার অনন্তদেব অধিকারীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সদস্যরা। দলীয় সূত্রে খবর, যে চারজনের নাম সভাপতি পদের জন্য জমা পড়েছে তাঁরা হলেন ময়নাগুড়ির শ্যামল রায়, মেখলিগঞ্জের দধিরাম রায়, নাগরাকাটার মনোজ ভুজেল এবং জলপাইগুড়ির চন্দন বর্মন। শ্যামল রায় জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের আপ্তসহায়কের পাশাপাশি জেলা কনভেনারের দায়িত্বে রয়েছেন। বাকি তিনজন প্রত্যেকেই দলের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন।

জেলা সভাপতির প্রস্তাবিত নামের তালিকা নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দলের বিরোধী গোষ্ঠীর অভিযোগ, সভাপতি পদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য বুধবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সেখানে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, কী এমন হল যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি বিজ্ঞপ্তি জারি করে

এরপর বারোর পাতায়

পদ্মে কাঁটা

- জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি পদে চারজনের নাম পাঠানো হয়েছে
- বিরোধী গোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে বর্তমান সভাপতি নিজের ঘনিষ্ঠদের নাম পাঠিয়েছেন বলে অভিযোগ
- যাঁদের নাম জমা পড়েছে তাঁরা হলেন- ময়নাগুড়ির শ্যামল রায়, মেখলিগঞ্জের দধিরাম রায়, নাগরাকাটার মনোজ ভুজেল এবং জলপাইগুড়ির চন্দন বর্মন

রং কালেকশন

ওদের মর্মে লাগে বসন্তের রং

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মার্চ : রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে'। আর একথা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি ওদের জন্য। ওদের মধ্যে কারও একদম জন্ম থেকে, কারও আবার একটু বড় হওয়ার পর এই পৃথিবীর আলো, রং, রূপের সঙ্গে কোনও পরিচিতি ঘটেনি। কোনটা সবুজ আবির, কোনটা লাল, তা তারা বুঝবে কী করে? চোখে দেখতে না পেলেও রাজেশ, দেবাশিসরা কিন্তু দিব্যি রংয়ের খেলায় মেতে ওঠে। রং মাখিয়ে ভূত বানিয়ে দেয় বন্ধুদের। হোলি ওদের কাছেও আসে।

কিন্তু কীভাবে? আলিপুরদুয়ারের সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া রাজেশ ওরাওঁ বাকিদের সঙ্গে 'খেলবো হোলি রং দেব না' গানে মেতে উঠেছিল। তারই এক ফাঁকে জানায়, আবিরের গন্ধ তাদের রং চিনিয়ে দেয়। সবুজ আবিরের একরকম গন্ধ, লালের আরেকরকম। নীল, হলুদ প্রত্যেকটি আবিরেরই আলাদা আলাদা গন্ধ আছে নাকি! তবে রং চিনলেই তো হল না, ধরে মাখাতে হবে তো। নাকের মতোই তখন কাজে লাগে কান। বাকিরা যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন তাদের পায়ের শব্দ, কোথাও ধাক্কা লাগলে সেটার শব্দ কিংবা কোথাও লুকিয়ে থাকলে তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ খুব মন দিয়ে শোনে তারা। ব্যাস। একবার যদি কেউ 'ধরা পড়ে' যায়, তখন আর কোনও ছাড়াছাড়ি নেই, এমন রং মাখানো হয় যাতে সহজে কিছুতেই না ওঠে।

ওদিকে তখন বাজতে শুরু করেছে, 'ফাগুনেরও মোহনায়'। তাতে পা মেলাতে মেলাতে চতুর্থ শ্রেণির দেবাশিস খেরওয়ার, অষ্টম শ্রেণির বিরাজ ভাগওয়ার, হাবিল কুশমা, বিপ্লব বর্মনরা শিক্ষকদের এনে দেওয়া ভেষজ আবিরে রাঙিয়ে দিচ্ছিল একে-অপরকে। তাছাড়া পিচকারি দিয়ে জল ছোটানো তো রয়েছেই।

আর পড়ুয়াদের এই দোল খেলার মধ্যেই যে সমস্ত আনন্দ লুকিয়ে, এমনটা নয়। ওই স্কুলের শিক্ষকরা জানালেন, রং খেলার পর সেটা ধুয়ে ফেলাও যেন রীতিমতো আরেকটা উৎসব। চুলে হলুদ রং লেগে, নাকি বাঁদিকের গালে লাল আবির, আয়না দেখে তা বোঝার উপায় তো নেই অনেকেরই। তখন সাহায্য করে বন্ধুরাই। ক্ষীণ দৃষ্টির পড়ুয়ারা বাকিদের জানিয়ে দেয়, শরীরের কোথায় রং লেগে আছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবল রায়ের কথায়, 'প্রতিবছর পড়ুয়াদের ভেষজ আবির এনে দেওয়া হয়। এছাড়া পিচকারিও থাকে। খোলা মাঠে তাদের খেলার উপকরণ দেওয়া হয়। ওরা খুব আনন্দ করে।'

এই স্কুলে রং খেলা পড়ুয়াদের মনের এতটাই কাছাকাছি যে, অনেকে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পর আর কখনও দোলই খেলেনি। বলছিলেন এখানকার প্রাক্তনী ললিতা পাল। ললিতা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় পিএইচডি করছেন। স্কুল ছাড়ার পর আর হোলি খেলেননি, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসবেও কখনও শামিল হননি। তবে স্কুলের দোল খেলার প্রসঙ্গ উঠলেই এখনও তাঁর গলায় উচ্ছ্বাস। ললিতার কথায়, 'কোনও রকম শব্দ পেলেই সহপাঠীরা কোথায় আছে তা জেনে যেতাম।'

অন্য কাহিনীও আছে। এই স্কুলেরই প্রাক্তনী আলিপুরদুয়ার জংশনের কৃষ্ণা মুধা এখন গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি এখন বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দোল খেলেন। এখনও গন্ধ শুঁকেই আবিরের রং চিনতে পারেন। আর মনের চোখের সামনে ফুটে ওঠে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে রং নিয়ে হুটোপাটি করার স্মৃতি।

আবিরে মাখামাখি।। আলিপুরদুয়ারের সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রং উড়বে গলি গলি
সবার মুখে এখন বাহুবলী

Happy Holi

A quality product from
PAN BAHAR
NO TOBACCO NICOTINE
www.panbahar.in
CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

রং ছড়াল বসন্ত

দিনভর চলল খাওয়া, নাচ-গান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ মার্চ : কোথাও বাজছে বসন্ত এসে গেছে...। কোথাও আবার কচিকাঁচারা একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দিচ্ছে। কোথাও খাবারে স্পেশাল মেনু। হোলির আগেই বৃহস্পতিবার নাচ, গান, রং খেলায় বসন্ত উৎসব জেলাজুড়ে। তবে উৎসবের মাঝেও বাদ যায়নি সচেতনতা কর্মসূচি। এদিন মাদকবিরোধী সমাজ গড়তে বসন্ত উৎসবের মাধ্যমে শপথ নেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার, শনিবার হোলি। রবিবার মিলিয়ে টানা তিনদিন ছুটি। তার ওপর বৃহস্পতিবার বসন্ত উৎসব পালনে দোলের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এদিন নাগরাকাটার বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের খুদেরা একে অপরকে আবির দেয়। আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠানের। মিড-ডে মিলের পাতে ছিল স্পেশাল মেনু। ছাত্রছাত্রীদের অনেকে নিজের হাতে পিচকারিও তৈরি করে আনে।

এদিন ক্রান্তি ব্লকের চেংমারি ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে শপথ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাও ছিল।

ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি সংস্থার তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে। একে অপরকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর সকলে মিলে মেতে ওঠেন আবিরখেলায়। ভোটপট্টি মহিলা ইউনিট পরিচালিত বসন্ত উৎসবে এদিন প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা অংশ নেন। সন্ধ্যায় ভোটপট্টিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গয়েরকাটায় অজয় ঘোষ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দুপুরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে একটি শোভাযাত্রা করা হয়। শোভাযাত্রাটি সমগ্র গয়েরকাটা পরিক্রমা করে। পাশাপাশি গয়েরকাটা চৌপথিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নাচগান পরিবেশন করে। তা দেখতে ভিড় জমে যায়।

মাটিয়ালি ব্লকের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসব পালন করা হয়েছে। পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা রঙের উৎসবে মেতে ওঠেন। হয় নাচ, গানও। হোলির আগেই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হল ওদলাবাড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। নাচে, গানে, আবৃত্তিতে এক আলাদা পরিবেশ তৈরি হয়। অন্যদিকে, ওদলাবাড়ির ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও ললিতকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'নৃত্যবীণা নৃত্যাঙ্গন'-এর তরফে আগামীকাল বসন্ত উৎসব আয়োজন করা হবে বিধানপল্লি ময়দানে। সংস্থার ছাত্রছাত্রী ছাড়াও অভিভাবকরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

রাঙিয়ে দিয়ে যাও...

ময়নাগুড়িতে বসন্ত উৎসবে দুই খুদে। ছবি : শুভদীপ শর্মা।

অবৈধভাবে জমি নামজারির অভিযোগ

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ : অবৈধভাবে জমি নামজারি করে খতিয়ান তৈরির অভিযোগে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়ল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জের আমবাড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটার গোকুলভিটা অঞ্চল মোড়ে।

নিজেকে জমির প্রকৃত মালিক দাবি করে সুব্রত সরকারের অভিযোগ, 'স্থানীয় পরিমল আচার্য আমার নামে থাকা আড়াই ডেসিমাল জমি অবৈধভাবে নিজের নামে করে নিয়েছেন। এটা কীভাবে সম্ভব?' তিনি ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে রাজগঞ্জের বিএলএলআরও-কে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুউদ্দিন আহমেদ জানান, বিষয়টি তাঁর অজানা। খোঁজখবর নিয়ে খতিয়ে দেখে তবেই তিনি মন্তব্য করতে পারবেন। ঘটনায় অভিযুক্ত পরিমলের দাবি, তাঁর কাছে জমির সমস্ত নথিপত্র রয়েছে। তার ভিত্তিতেই তিনি ভূমি দপ্তর থেকে নামজারি করেছেন। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুখেন রায় জানান, একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। সেটি খতিয়ে দেখা হবে। এখনই এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় মল্লিকের দাবি, এলাকার তৃণমূল নেতাদের মদতেই এসব হচ্ছে। ওদের কথাতেই সরকারি আধিকারিকরা চলেন। তৃণমূল নেতা তুষার দত্ত জানান, এ নিয়ে দলে কথা বলা হবে। বিজেপির কথা শুনে লাভ নেই।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

মেডিকেলে কিশোরীর মৃত্যু

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : চিকিৎসার গাফিলতিতে নাবালিকা মৃত্যুর অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। মৃত কিশোরীর নাম কমলিকা রায় (১৩)। বাড়ি কোচবিহার জেলার পারমেখলিগঞ্জ এলাকায়। পরিবারের দাবি, এদিন আইসিইউতে স্থানান্তরিত করার কথা বলা হলেও প্রায় এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেলেও কোনওরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এতেই রোগীর মৃত্যু হয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'ওই রোগীকে খুবই সংকটজনক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তার সিভিয়ার অ্যানিমিয়া ছিল। সিসিইউতে স্থানান্তরিত করতে বলা হলে সেই বেড রেডি করা হচ্ছিল। সবসময় তো খালি থাকে না। তবে, চেষ্টা চালিয়ে তাড়াতাড়ি সব আয়োজন করা হয়। কিন্তু সিসিইউতে ঢোকানোর মুখেই তাঁর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।'

কিশোরীর পরিবার এদিন সন্ধ্যায় হাসপাতালের এমএসভিপিকে লিখিত অভিযোগ জানায়। মৃতার কাকা তপন রায় বলেন, 'বুধবার রাতে পাশের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। সেখান থেকে এসে বেশ ভালোই ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় মেখলিগঞ্জ সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

> তার রোগীর সিভিয়ার অ্যানিমিয়া ছিল। সিসিইউতে স্থানান্তরিত করতে বলা হলে সেই বেড রেডি করা হচ্ছিল। সবসময় তো খালি থাকে না। তবে, চেষ্টা চালিয়ে তাড়াতাড়ি সব আয়োজন করা হয়। কিন্তু সিসিইউতে ঢোকানোর মুখেই তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান,** এমএসভিপি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

সেখানে স্যালাইন দিতে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সেখান থেকে রেফার করলে তড়িঘড়ি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় দুপুর প্রায় ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ।'

কমলিকার বাবা অরুণ রায় বলেন, 'দুপুরে মেয়েকে ভর্তি করার পর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। নার্স সহ চিকিৎসককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকি। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক আইসিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার কথা জানান। কিন্তু প্রায় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পেরিয়ে গেলেও আইসিসিইউতে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আমার মেয়ে। আমি চাই কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোনও পরিবারকে এই দিন দেখতে না হয়।' কমলিকার কাকা বলেন, 'কোনওরকম চিকিৎসা না পাওয়ায় এত অল্প বয়সে মেয়েটাকে চলে যেতে হল। আমরা এর প্রকৃত তদন্ত চাই।' জলপাইগুড়ি মেডিকেলে প্রসূতি থেকে নাবালিকার মৃত্যু, সবক্ষেত্রেই চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলছে রোগীর পরিবার। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো নিয়ে। রেফার হওয়া রোগীদের এখানে নিয়ে আসা হয় ভালো চিকিৎসার জন্য। কিন্তু বারবার রোগীর মৃত্যুতে পরিকাঠামোর পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়েও বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মনিটরিং কমিটি না হওয়ায় সমস্যা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের থেকে প্রতিনিধিদের নাম না পাঠানোয় ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার মনিটরিং কমিটি গঠনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোনের মনিটরিং কমিটি গঠন না হওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনও এলাকা চিহ্নিতকরণে কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না। জলপাইগুড়ি জেলার মহানন্দা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য ও জলপাইগুড়ির গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা চিহ্নিত না হওয়ায় চিন্তিত এই এলাকায় জমি কিনে রাখা শিল্পপতিরা। তাঁদের কেনা জমিতে ভবিষ্যতে আদৌ শিল্প কারখানা তৈরি করা যাবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা।

দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীন এমন কিছু ইকো সেনসিটিভ জোন রয়েছে যার কিছু অংশ জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পড়েছে। মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা জঙ্গলের সীমানা থেকে ৫ কিলোমিটার রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ এলাকা বনাঞ্চলের সীমানার ১ থেকে ১৭ কিলোমিটারের মধ্যে পড়েছে। দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগ ও শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসন মহানন্দার ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন থেকে এখনও নিজেরা আলোচনা করলেও দুই জেলাতেই ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়নি।

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির একাধিক শিল্পপতি জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে জানতে চেয়েছেন, ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা কীভাবে নির্ধারিত করা হচ্ছে। শিল্পের জন্য তাঁদের কিনে রাখা জমির ভবিষ্যৎ কী হবে। মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার অংশে কীভাবে নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে তা বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিসে শিল্প সংক্রান্ত বৈঠকে শিল্পপতিরা জানতে চান। এমনকি গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোন ১ থেকে ১৭ কিলোমিটার হওয়ায় কোন এলাকায় কীভাবে তা কার্যকর হবে, তাও জানতে চান শিল্পপতিরা।

ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়ে চিন্তা

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ইকো সেনসিটিভ জোনে নতুন কোনও নির্মাণ হলে সেটা পরিবেশবান্ধব হতেই হবে। এমনকি মনিটরিং কমিটির অনুমতিও প্রয়োজন হবে। কিন্তু কমিটি না হওয়ায় কিছুই করা যাচ্ছে না।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া বলেন, 'শিলিগুড়ির বৈঠকগুলিতে আমরা অংশ নিয়েছি। জলপাইগুড়ি জেলায় ইকো সেনসিটিভ জোনের কিছু অংশ পড়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোনও রয়েছে। তাঁদের শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে শিল্পপতিরা ধোঁয়াশায় রয়েছেন। তাই জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী বলেন, অনেকের জমি দুই জেলার ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়েছে। আমরা এখন কী করব, সেই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি প্রশাসন রাস্তা দেখালে ভালো হয়।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, মহানন্দা অভয়ারণ্যের ইকো সেনসিটিভ জোনের এলাকা দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের মধ্যে পড়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ইকো সেনসিটিভ জোনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিস্তারিত বোঝানো হয়েছে। ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটিতে বিভিন্ন দপ্তরের থেকে প্রতিনিধি চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা এই বিষয়ে বৈঠকে বসব। বিভিন্ন মহলের মতামত নেওয়া হবে।

বারুণীমেলার প্রস্তুতি

মানিকগঞ্জ, ১৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গের শতাব্দীপ্রাচীন ঢোলগ্রামের বারুণীমেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মেলা কমিটি। প্রতি বছরের মতো এবারও চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ব্রাজপুর মালকানিপাড়া ঢোলগ্রামে বারুণীমেলার আয়োজন করা হবে। আগামী ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত মেলা হবে। বৃহস্পতিবার মেলা প্রাঙ্গণে বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়।

চোলাই নষ্ট

বেলাকোবা, ১৩ মার্চ : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হোলির আগের দিন বৃহস্পতিবার ধোপেরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার কাঠা জমির গাঁজা গাছ নষ্ট করল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর শিকারপুর অঞ্চলের ধোপেরহাটে কেশব দাসের বাড়িতে চোলাই মদ তৈরির খবর পেয়ে বেলাকোবার পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ওই এলাকায় যায়। ৩৫ লিটার চোলাই নষ্ট করা হয়েছে।

ফলের ব্যবসায় লাভ

চালসা, ১৩ মার্চ : রমজানে ফল ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে। ব্যবসা ভালো চলায় তাঁরা খুশি। পবিত্র রমজান মাস চলছে। রমজান মাসে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সারাদিন না খেয়ে রোজা পালন করেন। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ইফতারের মাধ্যমে সারাদিনের রোজা শেষ হয়। ইফতারের সময় থালিতে নানা ধরনের ফল থাকে। তাই এই সময়ে ফলের চাহিদা অনেক বেশি থাকে। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের ফল ব্যবসায়ী কানু দাস, আপন রায়রা জানান, রমজানের এক মাস ভালো ব্যবসা হয়। বিক্রি ভালো হয়। তাই ফলের দাম একটু বেশি থাকে। বর্তমানে আঙুর, আপেল, কলা, বেদানা ও খেজুর ইত্যাদি ফলের চাহিদা খুব বেশি।

এক মাস ফলের ব্যবসা ভালো চলে। বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এই এক মাস অনেকে শুধু ফলের ব্যবসা করেন। মেটেলি ব্লকের মেটেলি বাজার, চালসা, বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা, বিধাননগর সহ বিভিন্ন এলাকার বাজারে গেলে অনেক ফলের দোকান চোখে পড়বে। চাহিদা থাকায় ফলের দাম অনেকটা বেড়েছে।

নিখোঁজ ফিরল

মালবাজার, ১৩ মার্চ : গত চারদিন ধরে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না জুরন্তি চা বাগানের মারিয়ানিস মুন্ডার। কেরল থেকে জুরন্তি চা বাগানে বাড়ি ফেরার সময় ডামডিমে তাঁর পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয়। তারপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বুধবার রাতে মারিয়ানিস বাড়ি ফেরেন। মারিয়ানিস বলেন, 'ট্রেনে আমি চা খাওয়ার পর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে অসমের কোনও এক স্টেশনে। স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ আমাকে এনজেপি যাওয়ার ট্রেনে উঠিয়ে দেন।' বুধবার তিনি এনজিপি পৌঁছে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

স্পেশাল ড্রাইভ

বেলাকোবা, ১৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার ও রাজগঞ্জ ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহার নেতৃত্বে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে পেট্রলিং। এই অভিযানে বেশ কিছু মদ্যপ ব্যক্তিকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে।

খুলল জলঢাকা হিমঘর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ : অবশেষে সময়ের মধ্যে জলঢাকা হিমঘর খুলে গেল। বর্তমানে হিমঘর খুলে কোল্ড চেম্বার সহ অন্য প্রয়োজনীয় মেশিন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। নতুন যে মালিকরা হিমঘরের দায়িত্ব নিয়েছে, তাঁরা চলতি মাসে সব বন্দোবস্ত করে হিমঘর খুলে দেবেন। এতে একদিকে যেমন আলু সংরক্ষণে কৃষকদের চিন্তা মিটবে, তেমনি সরকারিভাবে আলু কিনে হিমঘরে মজুত করতে সুবিধা হবে। এদিকে, জলঢাকা হিমঘর খুলে যাওয়ায় স্বস্তিতে কৃষি বিপণন ও কৃষি দপ্তর। জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা দেবাঞ্জন পালিত বলেন, 'হিমঘর খুলে যাওয়ায় কৃষকদের বাড়তি সুবিধা হবে। স্থানীয় চাষিদের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে না। তবে গতবারের হিসাব ধরলে গড়ে প্রতিটি হিমঘরের ধারণক্ষমতার ১৩ শতাংশ ফাঁকা ছিল। একইসঙ্গে জেলাজুড়ে হিসাব ধরলে ধারণক্ষমতা এবং উৎপাদনের নিরিখে সব ঠিক থাকবে।'

ধূপগুড়ি গাদং এলাকার একটি হিমঘর মালিক নিলামে অংশগ্রহণ করে জলঢাকা হিমঘরের দায়িত্ব নিয়েছেন। নতুন মালিকপক্ষের প্রতিনিধি রাহুল চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'হিমঘরের সমস্ত কাজ প্রায় শেষ। খুব শীঘ্রই আলু সংরক্ষণের কাজ শুরু হবে। পুরোনো কর্মীদের নিয়ে হিমঘর চালানো হবে।'

হিমঘর সূত্রে খবর, জলঢাকা হিমঘরে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার প্যাকেট আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ ২১ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন আলু মজুত করা যাবে। হিমঘর

> হিমঘর খুলে যাওয়ায় কৃষকদের বাড়তি সুবিধা হবে। স্থানীয় চাষিদের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে না। তবে গতবারের হিসাব ধরলে গড়ে প্রতিটি হিমঘরের ধারণক্ষমতার ১৩ শতাংশ ফাঁকা ছিল। জেলাজুড়ে হিসাব ধরলে ধারণক্ষমতা এবং উৎপাদনের নিরিখে সব ঠিক থাকবে।
>
> **দেবাঞ্জন পালিত,** সহ কৃষি অধিকর্তা, কৃষি বিপণন দপ্তর

বন্ধ থাকায় বিপুল পরিমাণ আলু মজুত নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় কৃষক সরেনচন্দ্র রায়ের কথায়, 'হিমঘর বন্ধ থাকায় অনেক কৃষককে অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ দিয়ে দূরের হিমঘরে যেতে হত। কৃষকরা সমস্যায় ছিলেন। তবে হিমঘর খুলে যাওয়ায় আমরা খুশি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা গোপাল মালিক - কে 16.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46H 32315 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল যা আমি আর্থিক সমস্যার কারণে পূরণ করতে পারছিলাম না। এখন আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই কারণ আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে একজন কোটিপতি হয়েছি। এখন আমি আমার স্বপ্ন পূরণের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবো। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডাইরেক্টরেট অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস্
১৪, বেলেঘাটা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৫

প্রফেশন ট্যাক্স, (বৃত্তিকর) সম্পর্কিত ঘোষণা

জরুরি বিজ্ঞপ্তি !!

প্রফেশন ট্যাক্স-এর এনরোলমেন্ট আছে এমন ব্যক্তিদের জানানো হচ্ছে

আপনার এনরোলমেন্ট এর প্রেক্ষিতে চলতি এবং বিগত বছরগুলির জন্য কোন প্রফেশন ট্যাক্স বকেয়া থাকলে তা অবিলম্বে (অবশ্যই ৩১ শে মার্চ, ২০২৫ এর মধ্যে) জমা করুন। না হলে আইন মোতাবেক, এই ট্যাক্সের উপর ৫০% হারে জরিমানা ধার্য্য হতে পারে।

আপনার বকেয়া প্রফেশন ট্যাক্স দেখে নিন https://professiontax.wb.gov.in "My Payment Status" ট্যাব থেকে এবং সেই বকেয়া ট্যাক্স জমা করুন ওই ওয়েবসাইট থেকেই "Quick Pay" ট্যাবের মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী রয়েছে এমন নিয়োগকর্তা (employer)-রা জেনে রাখুন

সরকারী আধিকারিক ব্যতীত সকল নিয়োগকর্তা, যাঁদের এই রাজ্যে কর্মচারী রয়েছে তাঁরা, আইন মোতাবেক প্রফেশন ট্যাক্সের রেজিস্ট্রেশন নেবেন। এক্ষেত্রে প্রদেয় ট্যাক্স প্রতি মাসে জমা করতে হবে এবং বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

যে সমস্ত নিয়োগকর্তা আইন মোতাবেক দায়বদ্ধতা (liability) আসা সত্ত্বেও এখনও প্রফেশন ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন নেননি, তাঁরা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিন এবং চলতি ও বিগত বছর গুলির জন্য আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য বকেয়া ট্যাক্স সত্বর জমা করুন (অবশ্যই ৩১শে মার্চ, ২০২৫-এর মধ্যে) অন্যথায় জরিমানা ও আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রফেশন ট্যাক্স সম্পর্কিত যেকোন পরিষেবা তৎক্ষণাৎ পেতে নিজেই লগ-ইন করুন এখানে ঃ
https://professiontax.wb.gov.in

কমিশনার, প্রফেশন ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ

ওলটাল গাড়ি, হোলির আগে লুট মুরগি

মালবাজার, ১৩ মার্চ : কথায় আছে 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। এই প্রবাদ বাক্যই যেন ফলে গেল মালবাজারে। কী ঘটনা? বৃহস্পতিবার ভোরে মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান নিউ মাল টার্নিংয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। হোলির আগে এই সুযোগ কি কেউ হাতছাড়া করে? তাই গাড়ি উলটে যাওয়ার খবর চাউর হতেই নিমেষে ভিড় জমে যায় সেখানে। দেদারে চলল মুরগি লুট। যে যার মতো করে মুরগি নিয়ে ছুটলেন বাড়ির দিকে। কয়েকজন তরুণকে বলতে শোনা গেল, 'হোলিতে জমিয়ে পার্টি হবে।' আবার ঘটনার নিন্দাও করেছেন অনেকে।

এদিন ভোরে মালবাজার থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল মুরগিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে নিউ মাল টার্নিংয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। চালক ও সহযোগীকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সহযোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও, চালক আকবর বড়াইলি (৪০) হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর হাতে চোট লেগে লেগেছে।

এদিকে, দুর্ঘটনায় কিছু মুরগি মারা গেলেও বেশিরভাগই জীবিত ছিল। চালক, সহযোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই শুরু হয় মুরগি লুট। একাংশ লোকজনকে তখন পায় কে। হোলির আগে হাতের সামনে 'খাজানা' পেয়ে তখন তাঁদের পোয়াবারো! বাচ্চা, তরুণ-তরুণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা- বাদ গেলেন না কেউই। অনেকে হাতে মুরগি নিয়ে দৌড়োলেন, আবার কেউ অতশত না ভেবে একেবারে বাজারের ব্যাগে পুরে ছুটলেন বাড়িতে। এমনই লুট চলল যে শেষপর্যন্ত পিকআপ ভ্যানের মধ্যে পড়ে ছিল মাত্র চার-পাঁচটি মুরগি। পরে পুলিশকর্মীরা গাড়িটি থানায় আনেন।

এক তরুণ মজা করে বললেন, 'হোলির আগে মেনুতে মুরগি বাড়তি পাওনা।' আবার আরেক পক্ষ বলছে, 'এটা তো কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।' শহরের ব্যবসায়ী কৌশিক দে-র বক্তব্য, 'বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, খাদ্যদ্রব্যবোঝাই গাড়ি উলটে গেলে কিছু লোক সেই সামগ্রী লুটের প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু ব্যবসায়ীর কতটা ক্ষতি হল, সেকথা কেউ চিন্তা করেন না।'

এদিকে, নিউ মালের টার্নিং বর্তমানে যানচালক ও পথচারীর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। মোতায়েন করা হয়নি ট্রাফিক পুলিশ। মাল থানার তরফে জানানো হয়েছে, তারা প্রতিদিন নজরদারি চালাচ্ছে।

'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'

মুরগিবোঝাই গাড়িটিকে সোজা করার পর লুটপাট।

> বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি, খাদ্যদ্রব্যবোঝাই গাড়ি উলটে গেলে কিছু লোক সেই সামগ্রী লুটের প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু ব্যবসায়ীর কতটা ক্ষতি হল, সেকথা কেউ চিন্তা করেন না।
>
> **কৌশিক দে** *ব্যবসায়ী*

টেন্ডার নোটিস নং. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-এমআইএস-২০২৫-০৪র বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার(গণ)/ফার্ম(সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে আমন্ত্রণ করা মুক্ত টেন্ডার এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং এবং কাজের নাম	আনুমানিক রাশি (টাকায়)	টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়
১	টেন্ডার নোটিস নং সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-এমআইএস-২০২৫-০৪	২০৪৩৭৮২৪১.৯৭	১৮-০৩-২০২৫এর ১৪.৩০ টায় ১৮-০৩-২০২৫এর ১৫.০০ টায়

কাজের নামঃ রাণীনগর জলপাইগুড়ি জংশন - নিউ ময়নাগুড়ি খণ্ডের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার খণ্ড গতিবেগ বৃদ্ধির হেতু ট্র্যাকের ফেন্সিং।

সিপিএম/জিএস/এমএলজি/এন.এফ.রেলওয়ে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Ministry of Culture Government of India

BIRLA INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL MUSEUM
(A Unit of National Council of Science Museums)
Ministry of Culture, Government of India
19A, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019

NOTICE INVITING E-TENDER
TENDER No : BM-6(195)/Adm/Cafeteria/Siliguri/2025

Online e-tenders are hereby invited from reputed and established restaurants, caterers and similar agencies having at least 5 years working experience, in operating Cafeteria for selling of food items at North Bengal Science Centre (NBSC), Transport Nagar, Matigara, Siliguri, Pin. 734 010. Interested agencies may download the tender paper from Central Public Procurement Portal (CPPP): http://eprocurement.gov.in/eprocure/app by using Tender ID : 2025_NCSM_853108_1

বিএসকে-তে সেরা উত্তরের তিন

কোচবিহার, ১৩ মার্চ : বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের (বিএসকে) মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হলেন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক দপ্তরের বিএসকে কর্মী উমা দাম। একই দপ্তর থেকে রাজ্যে তৃতীয় হয়েছেন আর এক কর্মী বিশ্বজিৎ চন্দ। একই বিভাগে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল পুরসভার বিএসকে কর্মী মিসবাহুল ইসমাল। উত্তরবঙ্গ থেকেই তিনজন সেরা হওয়ার পাশাপাশি কোচবিহার সদর মহকুমা থেকে দুজন এই পুরস্কার পাওয়ায় খুশি দপ্তরের সকল আধিকারিক এবং কর্মীরা।

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য থেকে এবারই প্রথম এই বিভাগে পরিষেবা প্রদানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় দুজনই আমাদের দপ্তরের কর্মী। খুবই ভালো লাগছে।'

বিএসকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। ভোটার লিস্টে নাম তোলা ও সংশোধন, যে কোনও সরকারি লাইসেন্স, সরকারি শুল্ক জমা দেওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন বিএসকে থেকে বিনামূল্যে করা যায়। এছাড়াও বিদ্যুতের বিল জমা, জমির খাজনা জমা, জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য আবেদন সহ বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়া যায় বিএসকে থেকে। কোচবিহারে জেলা শাসকের দপ্তর, সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর ও কোচবিহার পুরসভায় দুজন করে মোট ছয়জন বিএসকে কর্মী রয়েছেন। কোচবিহার জেলায় এই কর্মীর সংখ্যা প্রায় দুশো।

জানা গিয়েছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত কাজের নিরিখে রাজ্য থেকে মোট তিনজন বিএসকে কর্মীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোষণা করা হয়েছে। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে এই দুই কর্মী নির্দিষ্ট এই সময়ের মধ্যে মোট ৫ হাজার মানুষকে পরিষেবা প্রদান করেছেন বলে জানা গিয়েছে। অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করেছে মোট ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৬০ টাকা। এসব বিভিন্ন দিক বিচার করেই এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

> রাজ্য থেকে এবারই প্রথম এই বিভাগে পরিষেবা প্রদানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় দুজনই আমাদের দপ্তরের কর্মী। খুবই ভালো লাগছে।
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *মহকুমা শাসক, কোচবিহার সদর*

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
ADVERTISEMENT

1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and passport size photograph for the following posts alongwith a demand draft of Rs 250/- in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **24 Mar 2025**. Preference will be given to experienced candidates. Interview will be held on **28 Mar 2025 at 09.00 A.M** in the School. Age limit should not exceed 40 years in respect of candidates who do not have any work experience.

Ser No	Post	No of Post/ existing Vacancy	Term of Engagement	Qualification
(a)	LDC	01	Contractual	Graduate or ten years of service as a Clerk (for Ex-Servicemen). Computer literate. Typing with a minimum speed of 40 WPM. Knowledge of Computer MS Office (Speed 12000 key depression per hour) with a basic knowledge of accounting. Salary – Rs 16,100.00
(b)	Receptionist	01	Contractual	Graduate or ten years of service as a clerk (for Ex-Servicemen). Computer literate. Knowledge of Computer MS Office (Speed 12000 key depression per hour). Basic knowledge of accounting. Good communication skill. Salary – Rs 16,100.00
(c)	Science Lab Attendant	01	Contractual	10+2 with Science and Computer Literate. Salary – Rs 13,100.00
(d)	Group 'D'	13	Adhoc for 11 Months	Preferably matriculate or 10 years service for Ex-Servicemen. Salary- Rs 10,000.00

2. No Call letter for interview will be issued.
3. Computer Proficiency Test will be held at APS Sukna in the same day of the interview. Maximum 55 years and 57 years of ESM.
4. Applications duly completed should be sent direct to **Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009.**

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 13 Mar 2025

Sd/ xxxxxxxxxxx
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

সিগন্যালিং ইকুইপমেন্টের লাইটনিং ও সার্জ প্রোটেকশন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৪-কে-৩৬, তারিখঃ ১১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের রাঙ্গাপানি (আরএনআই) স্টেশনে আরডিএসও সাম্প্রতিক টিএএন গাইডলাইন অনুযায়ী সিগন্যালিং ইকুইপমেন্টের লাইটনিং ও সার্জ প্রোটেকশন। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৯,৬৬,৬৮২/-, বায়নার অর্থঃ ১,৫৯,৩০০/-। ই-টেন্ডার ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BOLERO ON SALE
BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI.
CON: 9678072087

ত্যাজ্যপুত্র
আমি শ্রী অচিন্ত বোস শ্রীমতী গোপা বোস আমার পুত্র শ্রীতন্ময় বোসকে ওর অসৎ ব্যবহারের জন্য গত ২৮/০২/২০২৫ তারিখ হইতে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলাম। শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিড-এর মাধ্যমে, তারিখ -28/02/25. (C/115637)

অ্যাফিডেভিট
ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB 7120080883789)-এ আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় ১১/০৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Krishna Biswakarma, পিতা-J. Biswakarma থেকে Kishan Singh, পিতা Jetha Singh হলাম। (C/115506)

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/সিএমসি এসি/২০২৪-২৫, তারিখ: ১০-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নংঃ ইএল১ডিবিডব্লিউ১-সিএমসি-এসি-২৪-২৫-৭৯। কাজের নাম ঃ ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে- তিন বছরের জন্য বিভিন্ন ক্ষমতার এবং তৈরির স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের জন্য সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২,৩৫,০৪৯.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০২-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই/ডিবিডব্লিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রেম দিয়ে মানুষের সেবা

Notice Inviting Quotation No. 07 (2024-2025)
Sealed Quotations are invited from the reputed suppliers/ concerns for supply of stationary items to the office of the undersigned for the financial year 2025-2026. Details may be obtained from the office of the undersigned within 02/04/2025 during office hours. Last date of submission of quotation is 03/04/2025 upto 3 P.M.
Sd/-
District Educational Officer
Samagra Shiksha Mission,
Siliguri Educational District

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK
GAZOLE: MALDA
email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No BDO/GZL/NIET- BDO/GZL/NIET- 19(e) of 2024-25, Dated- 12.03.2025
BDO, Gazole Dev.Block, Malda, invites E-tender for various Development work under, MPLADS-2023-24, from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in
Sd/- Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole, Malda

e-Tender Notice
DDP/N-41/2024-25 & DDP/N- 41/2024-25
e-Tenders for 12 (Twelve) no. of works under 15th FC, BEUP, SBM (G) & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-41/2024-25 is 07.04.2025 at 12.00 Hours & NIT DDP/N-42/2024-25 is 02.04.2025 at 14.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/১৮০, তারিখ ঃ ০৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং ঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৮১১-আর; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ২টি স্টেশনে (নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া) ডিস্ট্রিবিউটেড ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং এবং ৪টি স্টেশনে (শ্রীপুরিয়া গাঁও, শিমলুগুড়ি, আমগুড়ি ও টিটাবর) ইয়ার্ড সহ প্রচলিত ধরণের প্যানেল ইন্টারলকিং প্রতিস্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৩৩,০৫,১১৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,১৬,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৩০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রেম দিয়ে মানুষের সেবা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে আগামীকালের বিশেষ অনুষ্ঠান

অভিনেত্রী বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট। এই পর্বে লোকশিল্পী দীপান্বিতা আচার্য রাঁধবেন বেরেস্তা বাটা মাটনের গ্রেভি।

জি বাংলা সোনার সংসার সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ময়না, ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ বারুদ, সন্ধে ৭.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ, ১.০০ বেদেনীর প্রেম
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.১৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ১০.১০ রাধাকৃষ্ণ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ৩.০০ আজকের সন্তান, ৫.৩০ চিতা, রাত ১.৩০ চকোলেট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেঘ কালো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম
জি সিনেমা : সকাল ৯.৫৪ জওয়ান, বিকেল ৫.০৩ সূর্যবংশী, রাত ১১.০০ সিম্বা
অ্যান্ড পিকচার্স : বিকেল ৪.৪৭ ধমাল, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যায়া, রাত ১০.৫৮ মুন্না মাইকেল
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সন্ধে ৬.৩৪ বার বার দেখো, রাত ৯.০০ ঘুমর, ১১.২৮ বদলাপুর
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ দিল বেচারা, ২.৪৫ মোহ মায়া মানি, বিকেল ৪.৩০ ডলি কি ডোলি, সন্ধে ৬.১৫ বাবুল, রাত ৯.০০ কলঙ্ক, ১১.৪৫ ডিয়ার ড্যাড

আনন্দ আশ্রম
বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

মনমর্জিয়াঁ বিকেল ৩.৫৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৪.৪৯ মুভিজ নাউ

হোলিতে ৭টি স্পেশাল ট্রেন

নিউজ ব্যুরো

১৩ মার্চ : হোলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে সাতটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর কথা জানিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। মোট পাঁচটি রুটে এই সাতটি ট্রেন চলাচল করবে। বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ট্রেনগুলির রুট এবং সময়সীমা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি মূলত নয়াদিল্লি থেকে কাটিহার, আনন্দ বিহার থেকে যোগবাণী, নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যা এবং চণ্ডীগড় থেকে কাটিহারের মধ্যে চলাচল করবে। এর মধ্যে নয়াদিল্লি থেকে কামাখ্যার মধ্যে পরপর দু'দিন দুটি ট্রেন, আনন্দ বিহার থেকে যোগবাণীর মধ্যে দুটি ট্রেন এবং বাকি রুটগুলিতে একটি করে ট্রেন যাতায়াত করবে বলে জানানো হয়েছে।

মতুয়া সম্মেলন

শামুকতলা, ১৩ মার্চ : অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বাৎসরিক ভক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। শামুকতলা লোকনাথপুর ডাঙ্গি এলাকায় সেই সম্মেলনে ৮টি দলের অন্তত ৫০০ জন মতুয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক নির্মলকুমার বালা বলেন, 'মতুয়া মহাসংঘ একটি ধর্মীয় সংগঠন। এই সংগঠনের কেউ কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। মতুয়াদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার আমরা বিরোধিতা করছি। আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নেই।' তাঁর অভিযোগ, মতুয়াদের শিক্ষা এবং আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা রয়েছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে মতুয়া গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করার দাবি উঠেছে এদিন।

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide e-NIT No.-32(e)/EO/K-I PS of 2024-25 Dated-10.03.2025 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of Tender submission 21.03.2025 upto 15:00 hours.
Sd/-
Executive Officer, Kaliachak-I Panchayat Samity, Malda

NOTICE FOR INVITING QUOTATION
Sealed quotation is invited from reputed suppliers for supplying of 50 Sets of Toolkits for Embroidery Craft under O/o the DC(Handicrafts) Ministry of Textiles, Govt. of India. The last date of quotation submission is 29-03-2025 at M/s. KKVTC Handicrafts Producer Company, Mukdampur, Dist- Malda, PIN- 732103 for details visit the website www.kkvtc.org or call 09932379093.
Sd/-
Assistant Director (H)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 1164/ KCK-IIIP SI No-01 to 4, e-NIT Memo No-1168/ KCK-III Dated-13.03.2025, Sl. No-01 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 20.03.2025 and 27.03.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

কমান্ডান্ট কার্যালয় : ৭২ বিএন বিএসএফ
পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অব্যবহারযোগ্য সরকারি দোকানের জিনিসগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম সংঘটিত হবে ২০ শে মার্চ ২০২৫ ১১.০০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার্র, ৭২ বিএন, বিএসএফ, গ্রাম - শান্তিনগর, পোস্ট ঃ পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭৩৩২০৮-এ, নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুসরণের দ্বারা বিশদ বোর্ড আধিকারিকের উপস্থিতিতে ঃ-

শর্তাবলি ঃ-

১. সমস্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের নির্ধারিত তারিখ এবং সময় অনুসারে উপস্থিত থাকতে হবে।
২. যদি, ২০ শে মার্চ ২০২৫ তারিখে, রাজ্যে কোনও প্রকারের বন্ধ/ধর্মঘট অথবা দুটি ঘোষণা করা হয়ে থাকে তবে নিলামটি সংঘটিত হবে এর পরবর্তী দিনে।
৩. নিলাম শুরু করার আগে, প্রত্যেক দরদাতাকে নিলামের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে টাঃ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) জমা দেওয়ার মাধ্যমে কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফ-এর কাছে নিবন্ধন করতে হবে। শুধুমাত্র, দোকানগুলির জন্য নিলাম শুরু হওয়ার আগে অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত টাকা, অগ্রিম অর্থরূপে নিলাম সমাপ্তির পর প্রত্যর্পণ/সমন্বয় সাধন করা হবে।
৪. যেই পরিমাণের অর্থমূল্য দরদাতাগণ একবার জমা করে দেবেন, সেই সমপরিমাণের অর্থমূল্য দর দেওয়ার সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরে ফেরত দেওয়া হবে।
৫. বিক্রয় মূল্য অনুসারে জি.এস.টি. ধার্য/চার্জ করা হবে।
৬. দপ্তরের নিয়ম এবং শর্তাবলি অনুসারে, নিলামটি সংঘটিত হবে।
৭. দরদাতাদের যদি কোনওপ্রকারের সংশয়/জিজ্ঞাসা অথবা স্পষ্টতার প্রয়োজন হয় এই নির্দিষ্ট বিষয়ে, তবে, কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফ/বোর্ডের আধিকারিকরা দরদাতাদের প্রয়োজনীয়তা মান্যতা দিয়ে ওই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত দেবেন।
৮. দোকানগুলি নিলাম করা হবে, 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'।
৯. সর্বোচ্চ দরদাতা জি.এস.টি. সহযোগে নিলামের অর্থমূল্য নিলাম সম্পূর্ণ হওয়ার পর জমাপ্রাপ্তির পরমুহূর্তে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দোকানগুলি নিজের অধীনস্থ করবেন নতুবা, ভূমি কর এবং ক্ষমতায়ন কর তার জমাপ্রাপ্ত অর্থের উপর ধার্য করা হবে। দোকানগুলি স্থানান্তরে/অধীনস্থ করার জন্য ৭২ বিএন বিএসএফের দ্বারা কোনওপ্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে না।
১০. যদি কোনোভাবে, দরদাতারা দোকানগুলির জন্য অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে, তার অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১. হঠাৎ কোনও ঘটে যাওয়া বিষয়ের উপর কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্ত মুখ্য সিদ্ধান্ত বলে ধার্য করা হবে।
১২. প্রত্যেক দরদাতাকে তাদের মালিকানাধীন পরিচয়পত্র, জিএসটি নং., আসল প্যান কার্ড সঙ্গে শেষ আয়কর রিটার্নের নথির প্রমাণপত্র, বাসস্থান প্রমাণপত্র জমা করতে হবে। এগুলি জমা দিতে তারা ব্যর্থ হলে তাদের নিলামে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।
১৩. কমান্ডান্ট ৭২ বিএন বিএসএফের কোনোরকম কারণ না জানিয়ে দর গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যানের সমস্ত প্রকারের অধিকার রয়েছে।

(পি. এল. মিনা) ডিসি (কিউএম)
কমান্ডান্ট ৭২
বিএন বিএসএফের জন্য

CBC 19110/11/0125/2425

বিজ্ঞপ্তি
কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল সংস্থা, আঞ্চলিক কার্যালয়, জলপাইগুড়ির আওতাধীন তিনটি জেলার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত গ্রাহককে তাদের আধার মোবাইল নং লিংক করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইউএএন (UAN) এর সঙ্গে লিংক করুন। ইউএএন (UAN) সক্রিয় করুন, আপনার কেওয়াইসি (KYC) সম্পূর্ণ করুন এবং ই-নমিনেশন (E-Nomination) ফাইল করুন।
সমস্ত নিয়োগ কর্তাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যনিধি সদস্যদের এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন করুন এবং তাদের সহযোগিতা করুন, যাতে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন (ই.পি.এফ.ও) প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবাগুলি আরও সহজলভ্য এবং সুযোগগুলির লাভ পেতে পারেন।
আঞ্চলিক ভবিষ্যৎ তহবিল কমিশনার
আঞ্চলিক কার্যালয়, জলপাইগুড়ি

চেরলাপল্লী এবং নাহরলগুণের মধ্যে হোলী বিশেষ রেলের চলাচল

হোলী ২০২৫ এর সময়ে যাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে রেল নং. ০৭০৪৬/৪৭৬ চেরলাপল্লী-নাহরলগুণ-চেরলাপল্লী হোলী বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

রেল নং ০৭০৪৬ চেরলাপল্লী থেকে ১৫, ২২, ২৯ মার্চ ২০২৫ থেকে (শনিবার) ট্রিপস= ০৩ টি

রেল নং ০৭০৪৭ নাহরলগুণ থেকে ১৮, ২৫ মার্চ, ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে (মঙ্গলবার) ট্রিপস= ০৩ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
শনিবার	—	০৮.৪০	চেরলাপল্লী	২১.৩০	—	বৃহস্পতিবার
	১৪.২৫	১৪.৩৫	বিজয়ওয়াড়া জংশন	১৩.৪০	১৩.৫০	
রবিবার	০৮.১৫	০৮.২০	ভুবনেশ্বর	২৩.৫০	২৩.৫৫	বুধবার
	২৩.১০	২৩.২০	মালদা টাউন	০৮.৫৫	০৯.০৫	
সোমবার	০৩.০০	০৩.১০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৩.৩৫	০৩.৪৫	
	০৭.৩৫	০৭.৪৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	২২.৩৫	২২.৪৫	মঙ্গলবার
	০৯.৫৫	১০.২০	রঙ্গিয়া জংশন	১৮.৩০	১৮.৫৫	
	১২.৫৫	১৩.০০	রাঙ্গাপারা নর্থ	১৫.৫০	১৬.০০	
	১৬.০০	---	নাহরলগুণ	---	১৩.০০	

গঠনঃ এসি-২ টায়ার (একটি), এসি-৩ টায়ার (পাঁচটি), স্লীপার শ্রেণী (দশটি), ব্রেক, লাগেজ কাম জেনেরেটর কার (একটি), এসএলআরডি (একটি) = ১৮ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহঃ নলগোণ্ডা, মিরয়ালগুডা, নাদিকুদে জংশন, সত্তেনাপল্লে, গুন্টুর জংশন, ইলুরু, রাজামুন্ড্রি, সামালকোট জংশন, এলামাঞ্চিলি, আনাকাপল্লে, দুয়াডা, সিমহাচলম নর্থ, কোট্টাবালাসা, বিজিয়ানগরম জংশন, শ্রীকাকুলাম রোড, পালাসা, ব্রহ্মপুরী, বালুগাঁও, খুর্দা রোড জংশন, কটক, জাজপুর কেওনঝার রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর জংশন, আন্দুল, ডানকুনি, বর্দ্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন, রামপুর হাট, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝার, বরপেটা রোড, গুয়াহাটি, হারমটি।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর পরামর্শে উপকৃত হবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃষ :** প্রেমের জটিলতা কাটায় মানসিক শান্তি। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** খেলাধুলোয় সফলতা আসবে। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** আর্থিক সমস্যা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। **সিংহ :** বিদেশ যাওয়ার সুযোগ মিলবে। দাঁতের সমস্যা বাড়বে। **কন্যা :** বাড়িতে পুজোর আয়োজনে মনে শান্তিলাভ। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা :** ঠিকাদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসতে পারে। **বৃশ্চিক :** কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে যাবেন না। **মকর :** খুব শান্ত থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **কুম্ভ :** বাড়ি সংস্কারের কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। মায়ের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। **মীন :** কাউকে কটু কথা বলে ফেলে অনুশোচনা। কোনও বন্ধুর পরামর্শে জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২৩ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ, ২০২৫, ২৯ ফাগুন, সংবৎ ১৫ ফাল্গুন সুদি, ১৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৫।৪১। শুক্রবার, পূর্ণিমা দিবা ১১।৩৫। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৫৭। শূলযোগ দিবা ১।৮। ববকরণ দিবা ১১।৩৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই প্রাতঃ ৫।৫৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ১১।৩৫ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৫০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। দিবা ১১।৩৫ মধ্যে দোলপূর্ণিমা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫৬ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।৮ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৮ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।৫১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

STYLE BAAZAR
HELLO
STYLE BAAZAR
ফ্যাশন উৎসব
ফ্যাশন শুরু ₹149 থেকে
HOME FOCUS
₹229-এ
ফ্রাই প্যান
₹2499 শপিং করলেই
MRP 899
cello
₹299-এ
ডিনার সেট
₹4999 শপিং করলেই
MRP 1899
VIP
PRIORITY
₹1999-এ
হার্ড ট্রলি
₹7999 শপিং করলেই
MRP 10350 & above
CELEBRATING 200 STORES
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
শুভ উদ্বোধন: বর্ধমান-এ 19 মার্চ। আমরা এখন ব্যারাকপুর, ডোমকল ও বারুইপুর (শিবানী পিঠ)-এ আছি।
QR কোডটি স্ক্যান করুন নতুন সামার কালেকশনের জন্য
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধুপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা। রায়গঞ্জ। রতুয়া
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। কলকাতা (অ্যাক্রিস মল · গড়িয়াহাট · বাগুইআটি · বেহালা · মেটিয়াবুরুজ · মেট্রো সিনেমা হল · ঠাকুরপুকুর · হাতিবাগান)। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। বারুইপুর
বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বন্ধ ডায়ালিসিস ইউনিট

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : মেশিন খারাপ হওয়ায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিট ফের বন্ধ হয়ে গেল। ১৫ দিন আগে ডায়ালিসিস ইউনিটের জল পরিশোধনের মেশিনটি বিকল হওয়ার কারণে প্রায় তিনদিন পরিষেবা বন্ধ ছিল। মেরামতি করে পরিষেবা চালুর পর ফের বুধবার সন্ধের পর সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছে। যার ফলে মেডিকেল কলেজের জেলা হাসপাতাল বিভাগে ডায়ালিসিস পরিষেবা পাওয়া রোগীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

ডায়ালিসিস ইউনিট থেকে রোগীদের বলা হচ্ছে অন্য কোনও হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। বারবার পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডায়ালিসিস মেশিনের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'জেলা হাসপাতাল ইউনিটে পিপিপি মডেলে চলা ডায়ালিসিস ইউনিটের

মেশিন খারাপ হওয়ার কারণে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এই রোগীদের অন্য কোনও জায়গা থেকে ডায়ালিসিস করিয়ে দেওয়ার জন্য। ডায়ালিসিস ইউনিট থেকে জানানো হয়েছে দুই-একদিনের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীনে দুটি জায়গায় ডায়ালিসিস ইউনিট পিপিপি মডেলে চলে। যার মধ্যে একটি সুপারস্পেশালিটি বিভাগে ও আরেকটি জেলা হাসপাতাল বিভাগে। দুটি ইউনিটের মধ্যে জেলা হাসপাতাল বিভাগের ইউনিটটি সবথেকে পুরানো। যে কারণে এই ইউনিটের মেশিনগুলি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় তার কার্যক্ষমতাও কমে গিয়েছে। বেসরকারি সংস্থার তরফে জেলা হাসপাতাল বিভাগের ডায়ালিসিস ইউনিট ইনচার্জ নবীন সাঁতরার কথায়, 'দুটি মেশিনের মধ্যে একটি মেশিন সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে মেশিনটি চালু রয়েছে সেটি দিয়ে সমস্ত রোগীর পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। মেশিন খারাপের বিষয়টি কলকাতা অফিসে জানিয়েছি। কলকাতা থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার আসতে পারেন। যদি ইঞ্জিনিয়ার চলে আসেন সেক্ষেত্রে শনিবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

জেলা হাসপাতাল বিভাগের ডায়ালিসিস ইউনিটে একসময় পাঁচটি মেশিন চালু ছিল। মেশিনগুলো পুরোনো হয়ে যাওয়ায় কার্যক্ষমতা কমে গিয়ে বর্তমানে দুটি মেশিন সচল রয়েছে। ময়নাগুড়ি এলাকার এক ডায়ালিসিস রোগী বলেন, 'মাঝেমধ্যে মেশিনগুলি বিকল হয়ে যাচ্ছে। অনেক দিনের পুরোনো মেশিন হওয়ার কারণে কার্যক্ষমতা আগের মতো নেই। আমরা চাইছি নতুন মেশিন দিয়ে উন্নত পরিকাঠামো তৈরি করা হোক। কারণ আমাদের মতো রোগীরা এই ডায়ালিসিস নিয়ে বেঁচে আছি।' আরেক রোগী জানান, এই ইউনিট থেকে আপাতত আমাদের অন্যত্র গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে বলা হয়েছে। আমরা চাইছি মেডিকেল কলেজ থেকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। তাতে আমাদের মতো রোগীদের হয়রানি কমবে।

ক্রেতা সুরক্ষায় শিবির

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : বহু সময় কোনও জিনিস কিনতে গিয়ে ক্রেতা হিসেবে প্রতারিত হতে হয় সাধারণ মানুষকে। এবার তার প্রতিকারে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। এক্ষেত্রে ক্রেতারা কী করবেন, কীভাবেই বা অভিযোগ জানাবেন তার রাস্তা দেখাতে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে শিবির করে চলছে সচেতনতা সহ অভিযোগ জমার প্রক্রিয়া। চলতি মাসেই হোলির পরই এমনই ক্যাম্প বসতে চলেছে রাজগঞ্জ ব্লকের একাধিক জায়গায়। জেলার ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক ডিরেক্টর দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'কোনও কিছু কিনলেই বিল নেওয়া আবশ্যক সহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানো সহ ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি সম্পর্কে তাঁদের অবগত করানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

তৃণমূলের বোর্ড গঠন

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ : সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চার কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা একেবারে পঞ্চায়েত ভোটের ধাঁচে প্রচার চালিয়েছিলেন। ফলে, সমবায় সমিতিগুলিতে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জেতেন। মণ্ডলপাড়া, বড়ুয়াগছ, টেংনাপাড়া ও আকালুগছ সমবায় সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বোর্ড তৈরি করতে যাচ্ছে তৃণমূল।

নষ্ট চোলাই

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : বুধ ও বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগান এলাকার বাংলাদেশ সীমান্তে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক হাজার লিটার চোলাই নষ্ট করল আবগারি দপ্তর। চোলাই তৈরির স্পিরিটও নষ্ট করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে চোলাইয়ের অনেক সরঞ্জাম। কোতোয়ালি থানা এলাকার বাংলাদেশ সীমান্তে সাতকুড়ার চিলডাঙ্গা, রায়পুর চা বাগানের প্রধানপাড়া ও ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে ভাটালাইনে অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন জেলা আবগারি দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শরৎচন্দ্র মিশ্র।

গ্রেপ্তার তরুণ

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ : নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে বছর ১৪-এর ওই কিশোরী। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। এ বিষয়ে ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুষ্টিকর খাবার

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের আবেদনে সাড়া দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী টিবি-মুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে নিক্ষয় মিত্র প্রকল্পে জেলার চার যক্ষ্মারোগীর জন্য আগামী ছ'মাস পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নেওয়া হল।

উচ্ছেদের আতঙ্ক গজলডোবায়

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ : তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ডানপ্রান্ত বরাবর গজিয়ে ওঠা স্থায়ী, অস্থায়ী দোকানগুলিকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। আর এতেই ঘুম ছুটেছে এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০ জন ব্যবসায়ীর।

গজলডোবা ১০ নম্বর কালী মন্দির থেকে পূর্ত সড়ক ধরে তিস্তা ব্যারেজের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাস্তার দু'ধারে দীর্ঘদিন ধরেই দোকান রয়েছে এলাকার কিছু বাসিন্দার। কেউ মুদি দোকান, কেউ গ্যারাজ, কেউ মিষ্টির দোকান বা পানের গুমটিতে ব্যবসা করছেন গত ১৫-২০ বছর। দোকানের আয়েই সংসার চলে তাঁদের।

স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় মিস্ত্রির সারাদিনে আয় গড়ে ৩০০ টাকা। তা দিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ সামলে পাঁচজনের সংসার চালান তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঞ্জয়ের দোকান থেকে একটু এগোতেই দেখা বয়স্ক দোকানি শৈলেন বিশ্বাসের সঙ্গে। দুজনেই বলেন, ১৫ বছর ধরে দোকান করছি। এখন যদি সরে যেতে হয় তবে যাব কোথায়?

গোপাল সরকার নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'এলাকায় যে ১০টি ভাতের হোটেল আছে সেগুলিরও মূল খরিদ্দার বাইরের মানুষজন। এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল সকলের পরিবার। উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে বিপদে পড়েছি। কী করব, ভেবে পাচ্ছি না।'

তিস্তা লেফট ব্যাংক ডিভিশনের অধীন সাব-ডিভিশন-৭'এ-এর এসডিও নারায়ণ সাহা কিছুদিন আগে দোকানদারদের নোটিশ জারি করে অবিলম্বে তাঁদের সমস্ত কাঠামো সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। আগেও তাঁরা এ ধরনের নোটিশ পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছু হয়নি। এই ভেবে এবারও বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেননি এলাকার ব্যবসায়ীরা। কিন্তু গত ২ মার্চ ক্রান্তি আউটপোস্টের পুলিশ গজলডোবায় এসে দোকানিদের সরে যেতে বলার পর টনক নড়েছে সকলের।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ধারের এই জমি রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কোনও কাজে ব্যবহার করা হলে ব্যবসায়ীরা সরে যাবেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি, এই মুহূর্তে সড়ক সম্প্রসারণ বা উন্নয়নমূলক কোনও কাজের পরিকল্পনা এই এলাকায় সেচ বা পূর্ত দপ্তরের নেই। তবে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে এতগুলো পরিবারের পেটে লাথি মারার চেষ্টা কেন করা হচ্ছে বোধগম্য হচ্ছে না।'

গ্রামপ্রধানের হস্তক্ষেপ দাবি করে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষ বলেন, 'গজলডোবার বাসিন্দাদের স্মারকলিপি পেয়েছি। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

সেচ দপ্তরের আধিকারিক নারায়ণ সাহা বলেন, 'এর আগেও ব্যবসায়ীদের সরকারি জমি থেকে সরে যেতে বলেছিলাম। এবার নোটিশ জারি করার পরও তাঁরা সরেননি। বাধ্য হয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছি। পরবর্তীতে কী হবে, তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

উচ্ছেদ আতঙ্কে গজলডোবায় ক্যানালের ধারের দোকানদাররা।

উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা

- তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানালের ডানপ্রান্ত বরাবর গজিয়ে ওঠা দোকানগুলি সরিয়ে দিতে তৎপর প্রশাসন
- এতেই ঘুম ছুটেছে এলাকার ছোট-বড় মিলিয়ে ৪০ জন ব্যবসায়ীর
- সংসার কীভাবে চালাবেন সেই চিন্তায় ব্যবসায়ীরা মগ্ন

টাকা গায়েব

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : ফোন করে কেওয়াইসি আপডেটেড করার বার্তা। তা না হলে কোনওভাবেই আর টাকা আদানপ্রদান করা যাবে না। এরপরই ব্যাংক ডিটেলস দিতেই একাধিকবার ওটিপি পাঠিয়ে মেসেজ। আর সেই ওটিপি বলতেই গায়েব আট হাজার টাকা। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকপোস্ট এলাকার বাসিন্দা মিলি বাড়রি বৃহস্পতিবার সাইবার ক্রাইম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মেরামতি শুরু

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ : জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ের ডিভাইডারের লোহার কাটা অংশ দিয়ে পারাপার করছেন মানুষজন। এতে ঘটছে দুর্ঘটনা। এই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। ডিভাইডারের রেলিং মেরামতি শুরু করল ট্রাফিক পুলিশ। বৃহস্পতিবার এশিয়ান হাইওয়ের মাঝে ডিভাইডারের কাটা রেলিংগুলি ঝালাই করে জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির

মালবাজার, ১৩ মার্চ : সরকারি কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার মাল পঞ্চায়েত সমিতির প্রেক্ষাগৃহে শিবিরটি হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলম। সেখানে বিডিও অফিস, শিক্ষক সহ আরও সরকারি কর্মীদের রক্তচাপ, সুগার পরীক্ষা করা হয়।

মহানামযজ্ঞ

মেটেলি, ১৩ মার্চ : মেটেলি হাটখোলা রাধাগোবিন্দ মন্দির কমিটির উদ্যোগে ৫০তম বর্ষের মহানামযজ্ঞ উৎসব শুরু হল। বৃহস্পতিবার নগর সংকীর্তন ও কলস যাত্রার মাধ্যমে ওই উৎসবের সূচনা হয়। এদিন ওই নগর সংকীর্তন ও কলস যাত্রাটি মন্দির থেকে বের হয়ে গোটা মেটেলি বাজার এলাকা পরিক্রমা করে।

জয়ী তৃণমূল

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ : ময়নাগুড়ি খাগড়াবাড়ি-১ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে নয়টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ছিল। এদিন নয়টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীরা ছাড়া আর কেউ মনোনয়নপত্র জমা দেননি।

উদ্বোধন

ক্রান্তি, ১৩ মার্চ : পথশ্রী প্রকল্পে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে উত্তর সারিপাকুরি এলাকা পর্যন্ত ছয় কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজের উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। এর জন্য দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মালতী টুডু, উপপ্রধান আজিজার রহমান, জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা রায় প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সবে মিলে করি কাজ।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দীপক অধিকারী।*

কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা বিজিবি'র

বালুরঘাট, ১৩ মার্চ : সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবির বাধার মুখে পড়ল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার ভুলকিপুরে কাঁটাতার দিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বিএসএফ নিয়োজিত শ্রমিকদের। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা। এই নিয়ে এখনও সীমান্তে রয়েছে তীব্র উত্তেজনা। এলাকার মানুষকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অরক্ষিত সীমান্তে বিএসএফের তরফে বাড়তি নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বিএসএফ ও জেলা পুলিশ প্রশাসন। শুরু হয়েছে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে আলোচনা।

বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকিপুর গ্রাম। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে সেই গ্রামটি। যেখানে প্রায় ৫৭টি আদিবাসী পরিবার বাস করে। ওই এলাকায় অধিকাংশ জায়গায় কাঁটাতার থাকলেও কয়েকশো মিটার অরক্ষিত আছে। সেই জায়গা ঘেরা এবং ওপারে থাকা ভারতীয় গ্রামকে এপারে নিতে গ্রামের ওপার দিয়ে কাঁটাতার দেওয়ার চিন্তাভাবনা করে বিএসএফ। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে খুঁটি পোঁতার কথা ছিল বিএসএফের। ঠিকাদার কাজ শুরু করতেই তা আটকে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি, চাষের জমি নষ্ট করে নয়, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ও অব্যবহৃত জমিতে কাঁটাতার দেওয়া হোক। এতে একদিকে যেমন তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে, ঠিক তেমন জমির ক্ষতিও হবে না। এরপর আজ ওই এলাকায় বিএসএফের তরফে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এদিন শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে তা বন্ধ করে দেয় বিজিবি। তাদের দাবি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে কোনওরকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই সীমান্তে কাঁটাতার কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না। এই বলে তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত মুর্মু বলেন, 'আজ সকাল থেকেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল শ্রমিকরা। সেই সময় কাজ বন্ধ করে দেয় বিজিবি। এখন সীমান্তে কাউকেই যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ।'

ছাগল বিতরণ

মালবাজার, ১৩ মার্চ : মাল পঞ্চায়েত সমিতির তরফে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ছাগল বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাল বিডিও অফিসে চত্বরে মাল ব্লকের ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ১০০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ তৌফিক আলম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর, সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ প্রমুখ।

ছোট তারা

শিবানী ওরাওঁ আপালচাঁদ ফরেস্ট ভিলেজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। শিবানী পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা, নাচ ও খেলাধুলাতে পারদর্শী।

মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ

গয়েরকাটা, ১৩ মার্চ : বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া খুট্টিমারি বস্তির বাসিন্দারা অনেকদিন ধরেই রাস্তার সমস্যায় ভুগছেন। ওখানে পথবাতির সমস্যাও রয়েছে। রাস্তার দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে আবেদন জানান। তারপর সমীক্ষা হলেও কাজ শুরু হয়নি। এনিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে।

গয়েরকাটা থেকে দুরামারি রাজ্য সড়কে নোনাই সেতু লাগোয়া খুট্টিমারি বস্তি। এখানে রয়েছে ৫০টি পরিবার। এই রাস্তা থেকে এক কিমি দীর্ঘ এই রাস্তার বেশিরভাগটাই কাঁচা। অতীতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মাত্র ২০০ মিটার রাস্তা পাকা করা হলেও সেটি বর্তমানে ভাঙতে বসেছে। এই কাঁচা ও এবড়োখেবড়ো রাস্তায় সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী। সবচেয়ে সমস্যা হয় রোগী সহ অ্যাম্বুল্যান্স বা অন্য গাড়ির যাতায়াতে। অনেকদিন ধরেই প্রশাসনের নানা মহলে রাস্তাটি তৈরির দাবি জানানা এলাকাবাসী। তবে সমস্যার সমাধান হয়নি। এনিয়ে গত বছরের ডিসেম্বরে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইনে আবেদন জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ফাগু ওরাওঁ।

স্থানীয় বাসিন্দা রবিন খেরোয়ার, রামদয়াল ওরাওঁরা জানান, রাস্তাটি জঙ্গল ঘেঁষা। রাতে বন্যপ্রাণী হানার আশঙ্কা থাকে। এমন বেহাল রাস্তার জন্য যাতায়াতে সমস্যা হয়। এভাবে যাতায়াত বিপজ্জনক। দ্রুত রাস্তাটি তৈরি হলে স্থানীয়দের খুবই উপকার হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের নানা মহলে জানিয়েও কাজ হয়নি। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ফাগু ওরাওঁ বলেন, 'রাস্তাটি তৈরি খুব জরুরি। এজন্য দৈনিক ২৫০-৩০০ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে আবেদন জানিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার এসে রাস্তাটি দেখেও গিয়েছেন। কিন্তু তারপর আর কাজ এগোয়নি।' শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন ওরাওঁকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরবিন্দ রায় সরকার জানান, বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

ওদলাবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : যাতায়াতের একমাত্র গ্রামীণ রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ওয়াশাবাড়ির চা শ্রমিকদের। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওয়াশাবাড়ি মোড় থেকে রেললাইন পেরিয়ে যে রাস্তাটি সোজা শ্রমিক মহল্লা হয়ে পুরোনো বাজারের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে ইদানীং খানাখন্দগুলো বড় গর্তের চেহারা নিয়েছে। যে কারণে বাইক, স্কুটার বা টোটো নিয়ে চলাচলের সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়েছে স্থানীয়দের।

বসন্ত বিশ্বকর্মা নামে এক টোটোচালক বলেন, শুখা মরশুমেই এই পথে চলাচল করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বর্ষায় কী হবে তা ভেবে আশঙ্কা বাড়ছে। গ্রামবাসী প্রদীপ মাঝি বলেন, 'অবিলম্বে রাস্তাটির পুনর্নির্মাণ জরুরি।' বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম লোহার বলেন, 'ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের

> ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের মূল সড়কটি নতুন করে তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্ষার আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
>
> **পুনম লোহার**
> *প্রধান, বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত*

মূল সড়কটি নতুন করে তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্ষার আগেই সমাধান হবে বলে আশা।'

উদ্বোধনের অপেক্ষায় নেতাজি সুভাষ মঞ্চ

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ : কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালে। মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে ১৯ বছর। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় মাঝে কয়েক বছর কাজ বন্ধ থাকায় অনেক কিছুরই সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে। সেই কাজ করে অবশেষে উদ্বোধনের অপেক্ষায় ওদলাবাড়ির বিশাল কমিউনিটি হল। স্থানীয়দের দাবি মেনে জেলা পরিষদের তরফে নির্মিত ওই কমিউনিটি হলঘরের নাম রাখা হয়েছে 'নেতাজি সুভাষ মঞ্চ'। বুধবার মঞ্চের নাম হলঘরের সামনে টাঙানো হয়েছে।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'ওদলাবাড়িতে জেলা পরিষদ নির্মিত নেতাজি সুভাষ মঞ্চ'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনক্ষণ এখনও ঠিক করা হয়নি। উদ্বোধনের পর এই মঞ্চ পরিচালনার ভার কার হাতে তুলে

দেওয়া হবে সে সব বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সংস্কৃতি মহলের দাবি মেনে ওই কমিউনিটি হলঘর তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল বাম আমলে। শুরু থেকেই ধীরগতিতে কাজের ফলে তিতিবিরক্ত সকলে। কোনওভাবে হলঘরের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্মাণকাজ শেষ হতেই রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়ে তৃণমূল শাসন শুরু হয়। ততদিনে দু'দফায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা হলঘরের নির্মাণকাজে খরচ করে ফেলেছিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

এরপর মাঝে কয়েকবছর কাজ বন্ধ থাকে। অব্যবহৃত কমিউনিটি হল আগাছায় ভরে যায়। সন্ধ্যা হতেই সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হত। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ শেষ করে হলঘর চালুর দাবিতে সরব হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা প্রমুখের নেতৃত্বে জেলা পরিষদের বাস্তুকারদের একটি দল কমিউনিটি হল পরিদর্শন করে জরুরি সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন। সেইমতো আরও ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হলঘর সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের। যদিও দর্শকাসনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে অভিযোগ। উদ্বোধনের আগেই যাতে পর্যাপ্ত চেয়ারের বন্দোবস্ত করা যায় সে বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য সেলিনা ছেত্রী।

চালুর দাবি

- কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালে
- অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় মাঝে কয়েক বছর কাজ বন্ধ থাকায় অনেক কিছুরই সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে
- সেই কাজ করে অবশেষে উদ্বোধনের অপেক্ষায় ওদলাবাড়ির বিশাল কমিউনিটি হল

স্বীকার প্রসূনের

ট্যাংরা কাণ্ডে স্ত্রী, মেয়ে ও বৌদিকে তিনি খুন করেছেন। পুলিশের কাছে এই স্বীকারোক্তি দিলেন প্রসূন দে। দাদা প্রণয় দে'র কিশোর পুত্র প্রতীপ দে-কেও তিনি খুনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রায় ৯ কোটি

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬০৭ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী।

২৯ মার্চ আসছেন শা

২৯ মার্চ রাজ্য সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কর্মসূচি চূড়ান্ত না হলেও সূত্রের খবর, নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতির 'অভিষেক' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন শা।

গ্রেপ্তার ছাত্র

যাদবপুর কাণ্ডে সৌম্যদীপ মোহান্ত নামে এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শিক্ষাবন্ধু সমিতির অফিসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় বুধবার রাতে ডেকে পাঠিয়েছিল যাদবপুর থানা।

হলদিয়া দখলে রাখতে মরিয়া শুভেন্দু

কলকাতা, ১৩ মার্চ : হাতছাড়া হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই খোলনোলচে বদলে হলদিয়া দখলের লড়াই শুরু করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে সেই হলদিয়াকে ফেরাতে গড়রক্ষায় এদিন হলদিয়ায় কর্মীসভা করলেন শুভেন্দু। আর সেই সভা থেকেই তাপসীর উত্তরসূরি হিসেবে মলয় সিংহের নাম ঘোষণা করে দিলেন। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তমলুক জেলা সভাপতি নামের সিলমোহর এখনও পড়েনি।

একইসঙ্গে জেলার ৫ মণ্ডল সভাপতির মধ্যে হলদিয়া ৪ ও ৫ মণ্ডলের দুই সভাপতিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। হলদিয়া ৪ মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন দেবাশিস ভুঁইয়া। তাঁর জায়গায় মণ্ডল সভাপতি করা হয়েছে কেশবচন্দ্র দাসকে। আর ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন সূর্যকান্ত ভুঁইয়া। তাঁকে সরিয়ে নতুন সভাপতি করা হল কার্তিক চন্দ্র দাসকে। যিনি সম্প্রতি তাপসীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে শুভেন্দুর কাছে মণ্ডল সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন।

এদিন হলদিয়ায় দলের বর্ধিত কর্মীসভায় নতুন জেলা সভাপতির নাম জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মলয় সিংহ দলের বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত নেতা।' এদিন গোটা রাজ্যেই দলের জেলা সভাপতি মনোনয়নের দিন নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে তমলুক জেলা সভাপতি হিসেবে একটি নামই জমা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই তাপসীর উত্তরসূরি হিসেবে মলয়ের নাম ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপি জেলা সভাপতির আচমকা দলবদলে হলদিয়ায় দলের কর্মীদের মধ্যে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, মূলত সে ব্যাপারে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে এদিন সভা করেন শুভেন্দু।

তাপসী তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় হলদিয়া সহ জেলায় যে কোনও প্রভাব পড়বে না, সেই বার্তা দিতে সভায় শুভেন্দু বলেন, 'কে এল, কে গেল তাতে কিছুই হবে না। লোকসভা ভোট থেকে হলদিয়া দখল করার জন্য পিসি-ভাইপো চেষ্টার কোনও কসুর করেনি। তারপরও তমলুকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও কাঁথিতে সৌমেন্দু অধিকারী জিতেছেন।' লোকসভা ফলের নিরিখে শুভেন্দুর জেলার ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১৫টি-তে এগিয়ে বিজেপি। দলে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ হিসেবে তমলুকের জেলা সভাপতির পদও পেয়েছিলেন তাপসী। তারপরও তাপসীর দলবদলে স্বাভাবিকভাবেই সংশয় তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে।

সেই সংশয় দূর করতেই এদিন সভা থেকে আগামী কয়েকদিনের হলদিয়া ও জেলাজুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু।

অন্যরকম। *রং নয়, ফুল দিয়ে একে অপরকে রাঙাল ওরা। কলকাতার একটি দৃষ্টিহীন স্কুলে আয়োজিত বসন্ত উৎসব। বৃহস্পতিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

ফের শুভেন্দুকে ধর্ম নিয়ে চ্যালেঞ্জ

হুমায়ুনকে শোকজ তৃণমূল নেতৃত্বের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বেলাগাম মন্তব্যের জন্য তৃণমূলের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে শোকজ করল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হুমায়ুনকে তাঁর বক্তব্যের লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দিল তৃণমূল।

সম্প্রতি ধর্মীয় ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূলের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ফেলে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারই পালটা হিসেবে হুমায়ুন বলেন, গুঁতো দেওয়া ও বিধানসভার বাইরে বুঝে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় সেই প্রশ্নে বিজেপি সরব হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তারপরও বৃহস্পতিবার ফের বিধানসভার বাইরে শুভেন্দুকে নিশানা করেন হুমায়ুন।

এদিন হুমায়ুন বলেন, '৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে বিরোধী দলনেতাকে মুর্শিদাবাদে ঢুকতে দেব না।' পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করে হুমায়ুন বলেন, 'শুভেন্দু এইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণ

শুভেন্দু এইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আক্রমণ করছেন অথচ পুলিশ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? আমার কাছে ধর্ম আগে, তারপর দল।

হুমায়ুন কবীর

করছেন অথচ পুলিশ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? আমার কাছে ধর্ম আগে, তারপর দল।'

বিধানসভার বাইরে হুমায়ুনের এই মন্তব্যকে লুফে নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপিও। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে হুমায়ুনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীর, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, হামিদুর রহমানরা হিন্দু বিধায়কদের আক্রমণ করবেন আর মুখ্যমন্ত্রী ঘরে তাঁদের বকবেন এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এই ঘটনার নিন্দা করতে হবে। ফিরহাদ হাকিম, হুমায়ুন কবীরদের ক্ষমা চাইতে হবে।'

এদিন হুমায়ুন শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে গিয়ে সরাসরি পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা করায় সরাসরি তা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই সমালোচনা বলে তোপ দেগেছে বিজেপি। এই ঘটনা অস্বস্তি বাড়ায় তৃণমূল শিবিরে। শেষপর্যন্ত রাশ টানতে তৎপর হল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে তাঁর বক্তব্যের জন্য শোকজ করেন। তৃণমূলের শোকজকে কটাক্ষ করে বিজেপির মুখ্য সচেতক বলেন, 'লোকসভা ভোটের সময় উনি যখন ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তখন হুমায়ুনকে শোকজ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে শোকজ করতে হল এই কারণেই, এবার তিনি বলেছেন দলের চেয়ে ধর্ম বড়। এতেই টনক নড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। আসলে তৃণমূলের কাছে দেশ নয়, দলই বড়।'

অবশেষে অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলার শুনানি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মার্চ : আড়াই বছর ধরে চলা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা এই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভান্সড লিস্টে এল। সেইদিক থেকে আগামী ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। কারণ, ওইদিন ডিএ মামলার শুনানির দিন স্থির হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলা ৯৫ নম্বরে আছে। স্বভাবতই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মনে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

এতদিন সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। আড়াই বছর অপেক্ষার পর সর্বোচ্চ আদালতের অ্যাডভান্সড লিস্টে ডিএ মামলা আসায় তাঁরা সুরাহার কথা মনে করছেন।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির দিন চূড়ান্ত হওয়ায় রাজ্য সরকারি মহলে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। এই মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষে দিল্লিতে যে ক'জন বিশিষ্ট আইনজীবী রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নবান্নে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা যোগাযোগ শুরু করেছেন। আইনজ্ঞদের সঙ্গেও রাজ্য সরকারের কথা হচ্ছে। কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে মলয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন পর সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি অ্যাডভান্সড লিস্টে এসেছে। সেদিক থেকে ২৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

ক্ষমা চাইতে অস্বীকার শংকরের

ফের নথি পাবেন বিজেপি বিধায়করা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিন থেকেই উত্তপ্ত হচ্ছে বিধানসভা। পরপর চার দিন বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেছে বিজেপি। বিধানসভায় কাগজ ছেঁড়ার জন্য বিজেপি বিধায়কদের 'বিজনেস পেপার্স' না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর শর্ত, বিজেপি বিধায়করা কাগজ ছিঁড়বেন না, তাঁদের এই ব্যাপারে কথা দিতে হবে। একইসঙ্গে বিধানসভায় 'অভব্য' আচরণের জন্য তাঁদের ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও জানিয়ে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সোমবার থেকে এই শর্তে তাঁদের বিধানসভার কাগজপত্র দেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেন বিমান। কিন্তু বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বা বিজেপি বিধায়করা অভব্য আচরণ করেননি। তাই তাঁরা ক্ষমাও চাইবেন না।

সোমবার বিধানসভায় তুমুল হইহট্টগোল করেন বিজেপি বিধায়করা। মঙ্গলবারও বিধানসভায় একইভাবে কাগজ ছোঁড়ায় বিজেপি বিধায়কদের কাগজ না দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বিমান। কিন্তু বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কাগজ ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন। এই ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষ। কিন্তু বিধানসভায় সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে বিজেপি বিধায়কদের ফের কাগজ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিমান।

বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে বিমান বলেন, 'আপনারা বিধানসভার নিয়ম মানুন। রুলিং মানুন। আপনারা গণতান্ত্রিক নিয়ম মানুন। সোমবার থেকে কাগজ দেওয়া হবে। প্রত্যাশা করব কাগজ ছেঁড়া বন্ধ করবেন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলবেন।' বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ ফের বিধানসভা ভাঙার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'যাঁরা বিধানসভায় চেয়ার টেবিল ভেঙেছেন, তাঁদের কেন বিধানসভায় বসতে দেওয়া হয়?' পরে শংকর বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন লোকসভায় উপাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে কাগজ ছুঁড়েছিলেন। তাঁরা কী করে কাগজ না ছোঁড়ার উপদেশ দেন? আমরা বিধানসভায় কোনও অসৌজন্যমূলক আচরণ করিনি। তাই ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আমরা ক্ষমা চাইব না।'

তবে রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পরপর চার দিন যেভাবে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে কক্ষ ত্যাগ করল তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।' এদিন বিজেপি বিধায়করা কক্ষত্যাগ করলেও একমাত্র বিরোধী বিধায়ক আইএসএফের নৌশাদ সিদ্দিকী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

হিরণকে দুঃখপ্রকাশের নির্দেশ

কলকাতা, ১৩ মার্চ : টাকার বিনিময়ে রাজ্য সরকার স্কচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এই মন্তব্য করার জন্য বিজেপি বিধায়ককে দুঃখপ্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য আগেই হিরণের বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দিয়েছিল তৃণমূল। সেই মতো বৃহস্পতিবার বিধানসভায় হিরণ তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তখনই অধ্যক্ষ বলেন, 'বিধায়ক এটা প্রথমবার ভুল করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তবে এই ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য বিধায়কের দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।' তবে হিরণ অধ্যক্ষের নির্দেশ মেনে দুঃখপ্রকাশ করবেন কি না, তা এদিন স্পষ্ট করেননি। বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এই নিয়ে আমরা কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। যিনি এই কথা বলেছেন, এব্যাপারে যা বলার তিনিই বলবেন।'

ভারতীয় সেনাবাহিনী
www.joinindianarmy.nic.in
অগ্নিপথ পরিকল্পনার অধীনস্থ সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীরদের নিয়োগের হেতু তথ্য প্রদান
(২০২৫-২৬ বছরের নিযুক্তিকরণের জন্য নিবন্ধীকরণের সূত্রপাত ১২ মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত

লক্ষণীয় বিষয়বস্তু
(নিম্নে উল্লেখিত তথ্যগুলি শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতা এবং প্রস্তুত গণনাকারীদের জন্য)
(নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিফিকেশন প্রকাশিত হবে :- www.joinindianarmy.nic.in-এটি একমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তির স্থান
অগ্নিবীর নিযুক্তিকরণের জন্য

শ্রেণিবিভাগ	বিবরণ	বিস্তারিত নোটিশের অনুচ্ছেদ নং
নিয়োগের প্রকার	১. অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটি ২. অগ্নিবীর কারিগরি ৩. অগ্নিবীর ক্লার্ক/কারিগরি স্টোররক্ষক ৪. অগ্নিবীর ট্রেডসম্যান (দশম শ্রেণি এবং অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ) ৫. অগ্নিবীর মহিলা সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী সামরিক পুলিশের জন্য **দ্রষ্টব্য :-** অগ্নিবীর আবেদনপ্রার্থীরা শুধুমাত্র দুটি শ্রেণিবিভাগের জন্য আবেদন করতে পারবেন (উপরে উল্লেখিত যোগ্যতা অনুসারে)	প্যারা-১ এবং নোট (এ)
বয়স	১৭½/-২১ বছর (সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়সের মানদণ্ড গণনা করা হবে, ০১ লা অক্টোবর ২০২৫ এর হিসেবে)। **শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য** সর্বোচ্চ বয়সের মানদণ্ড শিথিলীকরণ করা হবে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত (প্রশিক্ষণে যোগদানের তারিখ অনুসারে) শুধুমাত্র কর্মকালীন সময়ে মৃত প্রতিরক্ষা কর্মীর বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।	প্যারা-১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রার্থীদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ভারত সরকার অনুমোদিত স্বীকৃত বিদ্যালয় শিক্ষার বোর্ডগুলি সঙ্গে ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বোর্ডের তালিকায় থাকা যেকোনো একটি বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।	
দৈহিক পরিমাপগত মানদণ্ড (উচ্চতা, ওজন এবং বুকের সম্প্রসারণ)	অঞ্চল অনুসারে শিথিলীকরণ	প্যারা-৩
দৈহিক উপযুক্ততা পরীক্ষণ	দৈহিক উপযুক্ততা পরীক্ষণে (পিএফটি) যোগ্য হওয়া নিবাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনিবার্য। **পুরুষদের জন্য ঃ** ১.৬ কিমি দৌড়, বিম (পুল আপ) এবং ৯ ফিট ডিচ এবং ডিজজ্যাগ ব্যালেন্সে যোগ্য হওয়া অনিবার্য। **মহিলাদের জন্য ঃ** ১.৬ কিমি. দৌড় এবং ১০ ফিট লং জাম্প এবং ৩ ফিট হাই জাম্পে যোগ্য হওয়া অনিবার্য। **দ্রষ্টব্য ঃ** প্রার্থী যারা অগ্নিবীর প্রযুক্তিগত এবং অগ্নিবীর ক্লার্ক, স্টোররক্ষক প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আবেদন করেছেন তাদের সমস্ত পরীক্ষায় যোগ্য হওয়া অনিবার্য।	প্যারা-২৩ (এ)
বৈবাহিক অবস্থা	পুরুষ ঃ অবিবাহিত শুধুমাত্র	প্যারা-১৮
	মহিলা ঃ অবিবাহিত, বিধবা, আইনগতভাবে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত ডিভোর্সি মহিলা যার কোনো সন্তান নেই তারা এই যোগ্যতা পূরণ করতে যোগ্য বলে নির্বাচিত।	প্যারা-১৮ এবং প্যারা-১ (বি)
নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া	অনলাইন রেজিস্ট্রেশন -অনলাইন সিইই -রিক্রুমেন্ট র‍্যালি (পিএফটি এবং পিএমটি) - মেডিকেল - ডকুমেন্টেশন	প্যারা-১৯
প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ	আনুমানিক সময়সূচি জুন ২০২৫ এ (মুখ্য তারিখগুলি অবগত করা হবে আলাদাভাবে)	
কমন এন্টান্স এগজাম	কমন এন্টান্স এগজাম (সিইই) অনুষ্ঠিত হবে ১৩টি ভাষায় (ইংরেজি, হিন্দি, মালয়ালম, কানাড়া, তামিল, তেলুগু, পঞ্জাবি, উড়িয়া, বাংলা, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি এবং অসমিয়া)	প্যারা ২১ (এফ)
প্রশিক্ষণের সময়কাল	৩১ সপ্তাহ	
ছুটি	অগ্নিবীরদের জন্য ৩০ দিনের ছুটি বছরে ধার্য করা হবে। সঙ্গে অসুস্থতা হেতু ছুটির আবেদন করা যাবে উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের উপর নির্ভর করে	প্যারা-১১
বেতন, বৃত্তি এবং এর সম্বন্ধযুক্ত সুবিধাগুলি	বছর / কাস্টমাইজড প্যাকেজ (মাসিক) / হাতে (৭০%) / অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে অর্থপ্রদান (৩০%) / ভারত সরকারের দ্বারা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে অর্থপ্রদান সমস্ত সংখ্যাগুলি টাকা রূপে (মাসিক অবদান) (আনুমানিক) ১ বছর: ৩০,০০০/- / ২১,০০০/- / ৯,০০০/- / ৯,০০০/- ২ বছর: ৩৩,০০০/- / ২৩,১০০/- / ৯,৯০০/- / ৯,৯০০/- ৩ বছর: ৩৬,৫০০/- / ২৫,৫৫০/- / ১০,৯৫০/- / ১০,৯৫০/- ৪ বছর: ৪০,০০০/- / ২৮,০০০/- / ১২,০০০/- / ১২,০০০/-	প্যারা-১৩ এবং ১৪
সেবানিধি	মোট অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে চার বছর পর অর্থ প্রদান: টাঃ ৫.০২ লক্ষ / টাঃ ৫.০২ লক্ষ চার বছর পর বেরিয়ে গেলে: সেবানিধি প্যাকেজ অনুসারে আনুমানিক টাঃ ১০.০৪ লক্ষ (সম্পূর্ণ অর্থ সুদবিহীন)	প্যারা-১৪
জীবনবিমা	তাদের কর্মের সময়কাল অনুসারে অগ্নিবীরদের অ-প্রদায়ক ৪৮ লক্ষ টাকার জীবনবিমা প্রদান করা হবে।	প্যারা-১৫
মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ	৪৮ লক্ষ টাকার জীবনবিমা পূরণের সহিত অনুগ্রহবশত এককালীন সময়ের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হেতু প্রদান করা হবে, নিকট আত্মীয়দের (এনওকে)।	প্যারা-১৫
স্বাস্থ্য এবং সিএসডি সুবিধা	ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্মকালীন সময়ে অগ্নিবীরদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যেকোনও রকমের সুবিধা সি.এস.ডি এর বিধান অনুসারে পরিষেবা প্রদানকারী হাসপাতালগুলি থেকে দেওয়া হবে।	প্যারা-১২
অগ্নিবীরদের কর্ম মেয়াদ	০৪ বছর, ভারতীয় সেনাবাহিনী ০৪ বছরের কর্ম মেয়াদের অধিক সময়ের বেশি অগ্নিবীরদের কাজ করাতে বাধ্য নয়।	প্যারা-৮
সৈনিকরূপে নিয়োগ ক্যাডার নিয়মিত	চার বছরের কর্ম মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং সংস্থার সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয়তা এবং নীতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট ব্যাচ থেকে ২৫% অগ্নিবীর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন নিয়মিত ক্যাডার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।	প্যারা-৮

দাবি

বিজ্ঞপ্তিটির সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং আদেশগুলি ভারত সরকারের দ্বারা সময় বিশেষে প্রকাশিত হবে। এটি শুধু যোগ্য প্রার্থীদের জন্য গ্রহণযোগ্য।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার যেকোনও স্তরে কোনও কারণ না জানিয়ে আবেদন খারিজ/সমস্ত নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সংশোধনের অধিকার রয়েছে।

পরীক্ষার সময়কালে যদি কোনও পরীক্ষার্থীকে কোনওপ্রকার অসৎ আচরণ/অন্যায্য কার্যকলাপ করতে দেখা যায় তবে তাকে সেই মুহূর্তে চিরকালের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হবে। নিবন্ধীকরণের সময় আবেদনকারী সেই তথ্যগুলি দেবে সেটি চূড়ান্ত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হবে এবং যার পরবর্তীতে কোনও রকম পরিবর্তন করা হবে না, ভুল তথ্য প্রদানের হেতু আবেদনকারীকে বাতিল করা হবে।

CBC 10601/11/0064/2425

হোলির কেনাকাটা। *বৃহস্পতিবার বড়বাজারে রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

নারী উন্নয়ন বোর্ডে তাপসী

কলকাতা, ১৩ মার্চ : সোমবারই বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল পতাকা ধরেছেন হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। তিনদিনের মধ্যেই তাঁকে সরকারি পদ দেওয়া হল। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা নারী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে তাঁকে। এই বোর্ডে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ৬ জন আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসার। তাপসীর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ড্যামেজ কন্ট্রোলে বৃহস্পতিবারই হলদিয়ায় সভা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভায় শুভেন্দুকে নিশানা করে তাপসীর হুঁশিয়ারি, 'শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছি। মিটিং করছেন করুন, কিন্তু তাঁকে কী করে হারাব তা আমি ঠিক করে রেখেছি।'

১ লক্ষ টাকা পেয়েও নিতে অনীহা

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ মার্চ : কাউকে ফোন করতে গেলে রিং ব্যাক টোনের বদলে প্রথমেই ভেসে আসছে সতর্কবার্তা। বড় অঙ্কের পুরস্কার সহ নানা প্রলোভন দেখানো সাইবার জালিয়াতদের খপ্পরে যেন কোনওমতেই মানুষজন না পড়েন, সেইজন্যই এই সতর্কবার্তা।

শুধু ফোন নয়, খবরের কাগজ, টিভি সহ সর্বত্রই সরকারের তরফে এই সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকদিন প্রচার মাধ্যমে বহু সাইবার জালিয়াতির খবর সামনে আসছে। কিন্তু সাইবার জালিয়াতির আতঙ্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পুরস্কার প্রাপ্তির খবর জেনেও ভয়ে যোগাযোগ করছেন না পুরস্কার প্রাপকদের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মনস্তত্ত্ব বিভাগে অনার্সে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমদের পুরস্কার দেওয়া নিয়ে।

কলকাতার নামকরা ইউরো গাইনিকলজিস্ট মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বড় অঙ্কের টাকা দিয়েছেন ইংরেজি ও মনস্তত্ত্ব বিভাগে ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিতে। সেই টাকায় প্রতি বছর ওই দুই বিষয়ে ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর যিনি পাবেন, তাঁদের এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে।

২০২৪ সালে অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফোন পেয়েও ছাত্রীদের পরিবারের তরফে খবরটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তাঁরা বারবার পালটা প্রশ্ন করেছেন, 'কে বলল আমার মেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে? ছাত্রদের না দিয়ে কেন শুধু ছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে? এভাবে ফোনে বললে আমরা

সাইবার জালিয়াতির আতঙ্ক

বিশ্বাস করতে রাজি নই।' শেষমেশ কেউবা বলেছেন, 'ঠিক আছে পরে যোগাযোগ করব।' কিন্তু এপর্যন্ত কেউই যোগাযোগ করেননি।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি বছর দেড়েক ধরে চেষ্টা করে তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দিতে গেলে তার অনেক নিয়মকানুন রয়েছে। সেই নিয়মের গেরো অনেক কষ্টে পার হয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০ লক্ষ টাকা সম্প্রতি দিতে পেরেছি। ওই টাকা থেকে প্রতি বছর ইংরেজি ও সাইকোলজি অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোন পেয়েও কেউ বিশ্বাস করে ওই টাকা নিতে আসছেন না।'

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকেই মনে করছেন, এবিষয়ে উপযুক্ত প্রচার থাকা দরকার। প্রচার না থাকার জন্যই আচমকা এই ধরনের পুরস্কার পাওয়ার খবরে কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩১

সংঘাতই যেন ভবিতব্য

নযযৌ ন তস্থৌ! অমিত শা'র কড়া পদক্ষেপেও কাজ হয়নি। বরং বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো হয়ে আছে মণিপুর। সড়ক যোগাযোগ কিংবা জীবনযাত্রায় অচলাবস্থা রয়েই গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার লক্ষণ নেই। আলোচনার মাধ্যমে জট কাটানোর পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তারা কুকি-জো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরপর দু'দিন বৈঠক করে ফেললেন। কিন্তু সমস্যার তিলমাত্র সমাধান হয়নি।

মূল দাবি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী নয় কুকি-জো নেতৃবৃন্দ। সেই দাবিটি হল, মণিপুরের কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক প্রশাসন কায়েম। সেই প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আপত্তি নেই। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনে একেবারেই আস্থা নেই কুকি-জো জনগোষ্ঠীর। যার ফলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ৮ মার্চ থেকে মণিপুরে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত কুকি অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে দেয়নি সেখানকার সাধারণ মানুষই।

কিছু পণ্য পরিবহণ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মণিপুরের সাধারণ মানুষের রাজ্যের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলাচলের উপায় নেই। সরকারি ফতোয়া চাপিয়ে দিলেই যে জাতিগত বিরোধের মীমাংসা হয় না, মণিপুর তার আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর হিংসাত্মক সংঘাত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে অনেকদিন। মণিপুরের প্রশাসন মেইতেইদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ বলে কুকিদের অভিযোগ। ফলে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মুডেই নেই কুকি-জো জনগোষ্ঠী। বরং সংঘাতের মুড অনেক বেশি স্পষ্ট।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করলেও মেইতেই ও কুকিদের বৈরিতা এখন চরমে। আলাদা রাজ্য দাবি না করলেও কুকিরা আর মেইতেইদের সঙ্গে একই প্রশাসনের অধীনে থাকতে নারাজ। এই বৈরিতার পিছনে ধর্মীয় উপাদান আছে বটে। কিন্তু জাতিগত শত্রুতা প্রধান হয়ে উঠেছে। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের ইস্তফা ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধান করা যায়নি।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংঘাত প্রধান হয়ে উঠলে পরিস্থিতি যেমন হয়, মণিপুরে এখন ঠিক তাই চলছে। কোনও অবস্থাতেই সহাবস্থানের মানসিকতা আর নেই। দমনপীড়ন বা বলপ্রয়োগে সেই মানসিকতা বদল অসম্ভব। আলাদা প্রশাসনের দাবি থেকে কুকি-জো সম্প্রদায়কে সরাতে হলে শুধু নিয়মতান্ত্রিক বৈঠক ফলপ্রসূ হবে না। দরকার সহৃদয় আলোচনা। যাতে ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে মণিপুরের সমস্ত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জরুরি। এরকম একটি কাজ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে গীধগ্রামে প্রায় ৩০০ বছরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এলাকার শিব মন্দিরে পুজোর অধিকার চেয়েছিলেন দলিতরা। তাঁরা হিন্দু। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেদের সেই অধিকার দেওয়ায় ঘোর আপত্তি ছিল। শেষপর্যন্ত সংযতভাবে প্রশাসনের দু'পক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনায় জট কেটেছে। রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল সদর্থক। ফলে ওই মন্দিরে দলিতদের পুজোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ এই ঘটনাটি যে কোনও বৈরিতার সমাধানে মডেল হতে পারে।

অন্যথায় কতটা ভয়ংকর অবস্থা অপেক্ষা করে থাকতে পারে, হাতের কাছে তার বেশ কয়েকটি উদাহরণ মজুত। যেমন জাতিগত সংঘাতে পাকিস্তানে একটি ট্রেনের যাত্রীদের পণবন্দি করেছে বালুচ বিদ্রোহীরা। ওই ঘটনায় শামিল বিদ্রোহী ৩৩ জনকে পাক সেনা মেরে ফেলতে পারলেও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। ২১ জন ট্রেনযাত্রী ও কয়েকজন সেনা জওয়ানকে নিকেশ করেছে বালুচ জঙ্গি দল।

হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিরোধে আবার বাংলাদেশে খুন, মারামারি, ধর্ষণ, মন্দিরে হামলা ইত্যাদি হল বেশ কয়েকদিন। তীব্রতা কিছুটা কমলেও হিংসার বীজ বাংলাদেশে রয়েই গিয়েছে। বালুচিস্তান কিংবা বাংলাদেশে এই সমস্যায় নতুন করে বিস্ফোরণ অসম্ভব নয়। মণিপুরেও তাই। দোলপূর্ণিমার আগে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠী যেমন প্রয়োজনে সংঘাতে প্রস্তুত, তেমনই যিশুর শান্তির বাণী উপেক্ষা করে ধর্মে খ্রিস্টান কুকিরা হিংসার পথে পা বাড়িয়েই আছে।

অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। কাঁকড়ার মধ্যে যে অপূর্ণতা তা সাপের মধ্যে নেই। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

সারা রা-রা থেকে ছন্দে ছন্দে রং বদল

দোল পালটেছে সময়ের সঙ্গে। দোলের খাবার ছিল মালপোয়া ও মাংস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ হয়ে উঠত দোল।

রামসিংহাসন মাহাতো

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয়....। কবিরা বড় ভালোমানুষ। তাই সহজে তাঁরা এসব কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা যাঁরা ট্রাফিক সিগন্যালের আইকন মার্কা ছাপোষা সাধারণ মানুষ, তাঁদের কবির কথা ধরে চললে হয় না। আমাদের রঙের ব্যাকরণ আমাদের সুবিধামতো। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তা পালটে পালটে যায়।

স্কুলবেলায় রায়গঞ্জে দেখেছি দোলের দিন আমাদের বাড়িতে দুপুরে ভাত হত না। হত মালপোয়া আর মাংস। বড় কাঠের বারকোশ আর বড় বড় গামলাগুলোতে থাকত মালপোয়া, আর কড়াইতে ধরবে না বলে ভাতের হাঁড়িতে রান্না হত মাংস। তখন ব্রয়লার মুরগির চল হয়নি। আর কচি পাঁঠা আমাদের বাড়িতে আসত না। হোলির দিন রান্না হত প্রচুর চর্বিওয়ালা বড় বড় পিস করা খাসির মাংস। হাঁড়িতে শিলপাটায় বাটা শুকনো লংকা আর চর্বি মিলেমিশে টগবগ করে ফুটত লাল রং। এই রং আমাদের জীবনে এমন মর্মে মিশেছিল যে বাবা-মা আমি এবং ভাইয়ের জন্য অত মালপোয়া আর মাংস কেন, এই প্রশ্ন কোনওদিনও মাথায় আসেনি। শুধু দেখেছি, বাড়িতে দু'তিনটে যোগীরার দল আসত। তারা গোল হয়ে ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে, আবির উড়িয়ে, নাচ-গান জুড়ে দিত। এই দলে জাকিরও থাকত। হিন্দুদের উৎসবে ওকে কখনও কুণ্ঠিতভাবে রং মাখতে বা মাখাতে দেখিনি। আধ ঘণ্টা ধরে চলত ওদের হুল্লোড়।

যোগীরা সারা রারা রারা।

এই গান শুধু বিহারের নয়, গোটা হিন্দি বলয়ের ফাগুয়ার লোকগান। ভোজপুরি, বেনারসি, অওধি, রাজস্থানি সহ এতে প্রায় পঞ্চাশটি আঞ্চলিক ভাষার উপাদান মিশে আছে। আর মালদার গম্ভীরায় যেমন নানা অর্থাৎ শিবকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন সামাজিক অনাচার তুলে ধরা হয়, তেমনি ফাগুয়ার এই গানেও কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সুবিধাবাদী রাজনীতি ও নানা সামাজিক অনাচারের কথা উঠে আসে। বসন্ত পঞ্চমী থেকে প্রতি রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মহড়া চলত। উদযাপন হত হোলির দিন। চর্যাপদের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কবিরা যেমন হঠযোগ সাধনার জন্য সান্ধ্য ভাষায় পদ রচনা করতেন (কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল...) তেমনি বৈরাগ্যের অবস্থান থেকে এই যোগীরাও হঠযোগ সাধনার জন্যই এই সান্ধ্য পদগুলি রচনা করেন। সান্ধ্য মানে এর প্রকাশ্যে একটা অর্থ রয়েছে আর অন্তর্নিহিত অন্য অর্থ আছে। এই গানের একটি অংশ খুব ভালো লাগত। সেখানে প্রশ্নোত্তর ছিল। যে বৃত্ত ঘিরে গান চলত, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দলের একজন প্রশ্ন করতেন--

কেকরা খাতির পান বনল বা (কার জন্য পান সাজানো হয়েছে),

কেকরা খাতির বাঁশ (কার জন্য রাখা হয়েছে বাঁশ),

কেকরা খাতির পুরি-পুয়া (কার জন্য লুচি মালপোয়ার আয়োজন),

কেকর হোই সত্যানাস (কার সর্বনাশ হবে)? যোগীরা সারা রারা রারা রারা।

প্রশ্নকর্তা মাঝখান থেকে সরে যেতেই আর একজন লাফিয়ে মাঝখানে এসে তার উত্তর দিতেন--

নেতবন খাতির পান বনল বা (নেতাদের জন্য পান সাজানো হয়েছে),

পাবলিক খাতির বাঁশ (জনগণের জন্য বাঁশ),

অফসর খায়ে পুরি-পুয়া (অফিসাররা খাচ্ছেন পুরি ও মালপোয়া),

সিস্টেম ভইল সত্যানাস (আর বিধি ব্যবস্থার সর্বনাশ হচ্ছে)।

ফাগুয়ার গান আর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে হুল্লোড় করে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ত যোগীরার দল। তাঁদের মালপোয়া আর মাংস দেওয়া হত। তার সঙ্গে থাকত কয়েক লোটা ভর্তি ভাংয়ের শরবত।

আমাদের জীবনে সেই হোলি আর নেই। এখন দোলপূর্ণিমা মানেই নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার।

আগে বাড়ির আশপাশে ফাঁকা জায়গা বা খোলা মাঠের অভাব ছিল না। সেখানে দোলের আগের দিন হত বুড়ির ঘর পোড়ানো বা নাড়া পোড়া। কাঠখড় জোগাড় করে ফাঁকা মাঠে দুপুর থেকেই সেই ঘর তৈরির আয়োজন চলত। হিন্দি বলয়ে যেটা হোলিকা দহন নামে পরিচিত, বাংলায় সেটাই চাঁচর উৎসব বা নাড়া পোড়া। হোলি উৎসবের সঙ্গে আগুনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আসলে হোলি হল পৃথিবীর প্রাচীনতম উৎসবগুলির একটি। বেদের আমল থেকে চলে আসছে। আর তখন অগ্নি ছিলেন প্রধান দেবতা। অথর্ব বেদে এর উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধদেবের বাণীর সংকলন 'উদানবর্গ'-এও এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর এই বর্ণনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব নিজে। তার মানে তখন হোলি খেলার ভালোই প্রচলন ছিল। ২৩০০ বছর আগের ছত্তিশগড়ের সীতাবেঙ্গ গুহায় কাটা দেওয়ালের উপরের দিকে ব্রাহ্মী লিপিতে দুই লাইনের একটি শিলালিপি বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এটা তখন মূলত মহিলাদের উৎসব ছিল। ২০০০ বছর আগে সাতবাহন রাজা হলের লেখা 'গাথাসপ্তশতী' গ্রন্থে তো একে অপরের দিকে রং এবং জল ছুড়ে হোলি খেলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে পিচকারি মারছেন মহিলারা, পুরুষরা নন। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দমিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবল হতেই রঙের পিচকারি মহিলাদের হাত থেকে চলে এসেছে পুরুষের হাতে।

ইতিহাস বলে, পশ্চিম ভারতের উৎসব 'হোলি' বঙ্গদেশে এসেছিল সেন রাজাদের আমলে। আদতে পশ্চিমী হোলি ছিল বিষ্ণুকেন্দ্রিক উৎসব। কিন্তু গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের হাত ধরে সেখানে কৃষ্ণের প্রবেশ ঘটে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে হোলি রূপান্তরিত হয়েছে কৃষ্ণের দোলে। পরবর্তীতে চৈতন্যদেব দোলকে নতুনভাবে সাজালেন। নৃত্য, গীত, কীর্তন, পদযাত্রায় উৎসবের ছোঁয়া লাগল। আবির, কুমকুমে দোল হয়ে উঠল রঙের উৎসব।

এই রঙের উৎসবে কতটা ধর্ম থাকবে, আর কতটা ব্যবসা, তা নিয়েই বিভিন্ন সময়ে নানা পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে এতে। হোলিকে কেন্দ্র করেও অন্য উৎসবের মতো বাণিজ্য চলে পুরোদমে। রং, আবির থেকে শুরু করে মিষ্টি বা জামাকাপড়ের বিক্রি তুঙ্গে ওঠে। কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর হিসেব বলছে, হোলি উপলক্ষ্যে এবার দেশে ৬০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। গত বছর এই অঙ্ক ছিল ৫০ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা বাড়বে প্রায় ২০ শতাংশ। এর মধ্যে রাজধানী দিল্লিতেই ব্যবসা হতে পারে ৮ হাজার কোটি টাকার। রাজধানী অনেক দূরের ব্যাপার, আমাদের কোচবিহারের উদাহরণ ধরা যাক। এ শহরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তই মদনমোহনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এখানকার মানুষের শয়নে স্বপনে মননে আছেন মদনমোহন। তাঁকে উৎসর্গ না করে এ শহরের মানুষ আবির খেলেন না। সবাই দোলের দিন আবির দিতে যান মদনমোহনকে। আর মদনমোহনবাড়িতে তো শুধু আবির নিয়ে যাওয়া যায় না। দেবতার জন্য দুটো সন্দেশ নিয়ে যেতেই হয়। সব মিলিয়ে দোলে রাসমেলার মতো টন টন সন্দেশ বিক্রি না হলেও, যতটুকু হয় তা উত্তরবঙ্গের আর কোনও শহরে সারা মাসেও বিক্রি হয় না। তার মানে মদনমোহনের প্রতি কোচবিহারের মানুষের ভক্তি বাড়ছে এমনও নয়। হাতের মুঠোয় কথা বলা ও ছবি তোলার যন্ত্র চলে আসায় সোশ্যাল মিডিয়ায় জোয়ার শুরু হয়েছে। তাতে আমাদের উপস্থিতি জাহির না করলে মান থাকে না। সেজন্য সেখানে আগে পৌঁছানোর তাগিদ থাকে। তাই প্রি-হোলি ফেস্ট। এখন কোচবিহার শহরে মদনমোহনকে বাদ দিয়েই আগাম বসন্ত উৎসবে আবির উড়ছে। বদলে যাচ্ছে কোচবিহারের দোলের পরম্পরাও। আর শুধু কোচবিহার কেন, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, মালদা, বালুরঘাট সব শহরেরই দোলচিত্র বদলে গিয়েছে।

প্রথমেই বলেছি, আমাদের রঙের ব্যাকরণ সুবিধেমতো পালটে পালটে যায়। আগে লাল রঙের আবির মেখে আমরা ভাবতাম, সাম্যবাদ চলে এসেছে। আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনও ভেদ নেই। এখন জানি ছন্দে ছন্দে সব রং বদলায়। তাই লাল নয়, গৃহলক্ষ্মীর হাত ধরে হাজার বারোশো যাই হোক, মাল আসুক ঘরে। সাধা লক্ষ্মী ঠেলে ফেলতে নেই।

আজ

১৮৭৯ আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৫ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আমির খান।

আলোচিত

শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হওয়ার পর অনুপ্রবেশের চেষ্টা ৮০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে গত অক্টোবরে। ওই মাসে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় সীমান্তে ধরা পড়েছে ৩৩১ জন বাংলাদেশি। গত অগাস্ট থেকে ২০২৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ধরা পড়েছে ১৫৮৪ জন।

- নিত্যানন্দ রাই

ভাইরাল/১

চেন স্মোকাররাও তার কাছে হার মানবে। চিনের নানিং চিড়িয়াখানায় গোরিলার ধূমপানের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। এক দর্শনার্থীর ছোড়া সিগারেট কুড়িয়ে চিড়িয়াখানার এক কোণে মনের সুখে সুখটান দিচ্ছে গোরিলা। দেখে নড়েচড়ে বসেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

ভাইরাল/২

বছর বারোর স্কুল পড়ুয়ার এসইউভি চালানোর ভিডিও ভাইরাল। থানের ভিড় রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছাত্রটি। গাড়িতে বসে আরও ৫-৬ জন পড়ুয়া। বাচ্চার হাতে গাড়ি দেওয়ায় সমাজমাধ্যমে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জনমন
জনমত

সংযোজিত ওয়ার্ডে ভোগান্তি

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'নিস্পৃহতার মুখোশ খোলার দিন এল' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে মনে হল, সত্যিই আমরা শিলিগুড়িবাসী কত নিস্পৃহ ও উদাসীন। শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করার দাবি কখনও সেভাবে ওঠেনি।

১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয় ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে। এই ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলায়। এই ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ডের মানুষকে জমিজমা সংক্রান্ত বা অন্য যে কোনও সরকারি কাজে জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। এই এলাকার এমএলএ এবং এমপি থাকেন জলপাইগুড়িতে। তাঁদের দেখাও মেলে না। রাজ্যের সরকার ও কর্পোরেশনের ক্ষমতাসীন দল বদল হল, মেয়র বদল হল, কিন্তু সংযোজিত এলাকার মানুষ যে অন্ধকারে ছিলেন, সেই অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছেন।

এনজেপি রেলওয়ে স্টেশন, সেবক রোডের অধিকাংশ, শিলিগুড়ি বাইপাস সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করে এই সমস্যার সমাধানের দাবি কেউ তোলেননি। পশ্চিমবাংলায় জেলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু শিলিগুড়ির নাম তার মধ্যে নেই। আসলে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত ওয়ার্ডে। সেজন্যই কি তাঁদের গরজ কম?

দুর্জনেরা বলেন, উত্তরবাংলার নেতাদের দাবি কলকাতার বড় নেতা বা মন্ত্রীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় না। আবার বিধানসভার ভোট আসছে। কিছু নেতার মুখে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি উঠবে রাজনৈতিক স্বার্থে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের কথা হবে না। কিন্তু শিলিগুড়িকে আলাদা জেলা করে সংযোজিত এলাকার এত মানুষের সমস্যার সমাধানের কথা কেউ বলবেন না? শিলিগুড়ির সব মানুষ একযোগে এই দাবি না তুললে হবে না। একজন ভুক্তভোগী মানুষ হিসেবে, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সমাধানের আশা করছি।

আশিস রায়চৌধুরী, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

নেতাজিপল্লিতে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা

ইসলামপুর পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত ১৫ নম্বর ওয়ার্ড শনিমন্দির সংলগ্ন নেতাজিপল্লি। এই পাড়ায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। নর্দমায় আবর্জনা জমে তাতে মশা, মাছি ও নানান পোকামাকড়ের উপদ্রবে স্থানীয় মানুষজনের নাজেহাল অবস্থা। এমনকি নর্দমা থেকে পোকামাকড় ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছে। ফলে এলাকাটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিণত হয়েছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থানীয় মানুষজনের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। সারাবছরই জরাব্যাধি লেগে থাকছে। ঠিক কবে পুরসভার উদ্যোগে নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে সেই কথা কেউই বলতে পারছেন না। অন্যান্য ওয়ার্ড বা এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড উদাসীন।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছাত্র নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্ন থেকেই যায়

যাদবপুরে অশান্তিতে ছাত্র নির্বাচন নিয়ে আবার প্রশ্ন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে একদলীয় ব্যবস্থা রাখার চেনা ছক বহু বছরের।

দীপালোক ভট্টাচার্য

সালটা ২০০১। বিধানসভা নির্বাচনে ১৯৬ আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল বামফ্রন্ট। এর বছর দুয়েক পর আমি কলেজে ভর্তি হই। উত্তরবঙ্গের এক জেলা সদরের কলেজ। ২০০৩ থেকে ২০০৬ – এই তিন বছর কলেজে পড়েছি। আমার ওই তিনটে বছর কলেজে পড়াকালীন সময়ে, যদি স্মৃতি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে, মাত্র একটি বছর ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

পেয়েছিলাম মানে, সে বছর অন্য সংগঠনের জনা কয়েক ছাত্র মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পেরেছিল। তবে এতসব কসরত করে লাভ খুব একটা হয়নি। নির্বাচনে গোহারা হেরে যায় তারা। আর মনোনয়নপত্র দাখিল করার 'সাহস' দেখানোর পরিণতি মোটেই ভালো হয়নি, এটুকু মনে আছে। বাকি দু'বছর ইলেকশনের বদলে সিলেকশন। মানে, একটিমাত্র ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েমের সেই চেনা গল্প।

তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, বামফ্রন্টের সেই প্রবল 'সুসময়'-এর সময়েও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সেরকম কোনও অস্তিত্বই ছিল না আমাদের কলেজে। শুধু আমাদের কলেজ নয়, এখন হয়তো অনেকে বিশ্বাস করবে না, সেসময় বামফ্রন্ট বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে এতগুলো আসন পেলেও এসএফআই 'নমিনেশন ফাইল' করতে পারত না অনেক কলেজেই। ছাত্র পরিষদের 'দাপট' ছিল এতটাই। সেসময় বেশ কিছু পুরসভা ছিল বিরোধীদের দখলে। এসএফআই কর্মীরা ছাত্র পরিষদের হাতে মার খেয়েছে, এটা দেখে খুব একটা অবাক হত না কেউই।

২০০৬। বিধানসভা নির্বাচনে এবারেও বামের জয়জয়কার। ২৩৭টি আসন বামফ্রন্টের দখলে। তৃণমূল কংগ্রেস ৩১, কংগ্রেস ২৪। সেই বছরেই আমার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা। ২০০৬ থেকে ২০০৮ – এই দু'বছর কাটিয়েছি সেখানে। এই দু'বছরেও আমাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ হয়নি। এখানেও সেই একই চেনা গল্প। এসএফআই ছাড়া অন্য কোনও ছাত্র সংগঠন ভোটের আগে মননয়নপত্র জমা দিত না। হইহই করে আমরা ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে গেলাম। কোনওরকম রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়া দিব্যি কাটিয়েছিলাম দুটো বছর।

তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পাঁচ বছর সময়কালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল একটিবার মাত্র। সে সময় প্রতি বছর নির্বাচন হওয়াটাই ছিল দস্তুর। কিন্তু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম রাখার চেনা ছবিটাই ঘুরেফিরে আসছে আমার স্মৃতিতে।

কাট টু বর্তমান সময়। ক'দিন আগে ধুন্ধুমার হল কলকাতায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার নতুন করে দাবি উঠছে, ছাত্র নির্বাচন নিয়ে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবি নিয়ে সরব বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি।

তো, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, এই দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, তাহলেও আমার পুরোনো স্মৃতিগুলো আবার ফিরে আসছে কেন? সত্যিকারের নির্বাচন হবে তো নিয়ম মেনে, যেমনটা হওয়া উচিত?

যে কোনও দল এবং মতের ছাত্র সংগঠন মনোনয়ন দাখিল করতে পারবে তো কোনওরকম বাধা ছাড়া? নাকি মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন 'বহিরাগত অছাত্র'রা দাপিয়ে বেড়াবে ক্যাম্পাস? মার, পালটা মার, আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি, অধ্যক্ষ বা উপাচার্য ঘেরাও, তারপর সন্ধে হলেই ছাত্র সংগঠন কিংবা তাদের মূল দলীয় নেতৃত্বর নিউজ চ্যানেলের টক শো জুড়ে শব্দতাণ্ডব।

পরিত্রাণের কি কোনও উপায় নেই?

(লেখক জলপাইগুড়ির শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। ঈশ্বর, দেবতা, পাচক বামুন,পুরোহিত ৩। ফলবিশেষ, সাধারণ ৫। শাঁখ, শঙ্খ ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৮। কন্যা, অবিবাহিত মেয়ে, দুহিদা, কুমারী ১০। চমক, আড়ম্বর, জেল্লা,চড়াইপাখি ১২। লোপ, ক্ষয়, ধ্বংস, মৃত্যু ১৪। চুল, বৃহস্পতির পুত্র ও শুক্রাচার্যের শিষ্য ১৫। দুর্গার রূপবিশেষ, কোপনস্বভাবা স্ত্রী ১৬। নূপুর, মল,পায়ের অলংকারবিশেষ ।

উপর-নীচ : ১। ননদ ২। বিভিন্ন প্রকার, নানা রকম ৪। শস্য জমা রাখার বড় আধার, গোলা ৭। তিন ফোঁটাযুক্ত, তাস ৯। স্বত্ব, অধিকার ১০। ছানা ও ক্ষীরের তৈরি অল্পরসের মিঠাইবিশেষ ১১। অন্যকথা, কথা বলার ফাঁকে, কথা কাটাকাটি ১৩। বাতিল, রদ।

সমাধান ■ ৪০৮৮

পাশাপাশি : ১। গরদ ৩। বারিধারা ৪। গদর ৫। কোষাগার ৭। মউ ১০। লক ১২। কনকন ১৪। কবুল ১৫। দলাদলি ১৬। হন্দর।

উপর-নীচ : ১। গণ্ডগ্রাম ২। দগড় ৩। বারকোশ ৬। গাড়ল ৮। উদ্যান ৯। মানকলি ১১। কলেবর ১৩। কলহ।

বিন্দুবিসর্গ

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি শহরের বাসিন্দা আরাধ্যা রায় ময়নাগুড়ি সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ২০২৪ সালে কলকাতায় ন্যাশনাল যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে সে তৃতীয় হয়।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

আজকাল নির্দিষ্ট দিনে দোল উৎসবের আগেই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা ক্লাবের তরফে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাই ব্যবসাও শুরু হয়ে যায় বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। রংয়ের বাজারের হাল কেমন, খোঁজ নিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিরা।

আকাশছোঁয়া দরে নাজেহাল শহরবাসী

উৎসবের বাজারে আগুন আমিষ

অনীক চৌধুরী ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : দু'দিন হোলি আর তার পরের দিন রবিবার। মানে বলা যেতে পারে তিনদিনের এক্সটেনডেড হোলি উৎসব। এমন উৎসবের আবহে জলপাইগুড়ি শহরের বাজারে মাছমাংসের দামে আগুন।

এদিন বাজার ঘুরে দেখা গেল, মুরগির মাংস কেজি ২২০-২৫০ টাকা ছুঁইছুঁই। আর পাঁঠার মাংস তো হাজার পার। এর মাঝে রয়েছে ৮৫০ টাকা কেজি খাসি। দাম যেমনই হোক, দোকানের সামনে ভিড় মোটেও কম ছিল না। দিনবাজার, স্টেশনবাজার, বয়েলখানা বাজার সহ একাধিক বাজারের দামের খুব একটা হেরফের নেই।

তবে সেই তুলনায় মাছের দাম কিছুটা হলেও কম। কাতলা যাচ্ছে ৫০০ টাকা, রুই ২০০-৫০০ টাকা প্রতি কিলো বিকোচ্ছে দিনবাজার, স্টেশন বাজারে। মাছ বিক্রেতা মাধব রায়ের কথায়, 'দোলে আগে মাছ কিনতে লাইন পড়ত। কিন্তু এখন দেখছি মাছের কদর সেভাবে নেই। মাংসের দিকেই নজর সকলের।' তবুও পাবদা, চিংড়ির দাম অন্যদিনের তুলনায় কেজি প্রতি ২০ টাকা বেশি বলে জানাচ্ছেন দোকানিরা। ইলিশ কেজিতে ১২০০-১৪০০ টাকা, চিতল ১০০০ টাকা এবং চিংড়ি বিকোচ্ছে ৫০০-৬০০ টাকা কেজিতে।

গত সপ্তাহ থেকেই মাংসের দাম ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু দোলের আগেরদিন বাজারে মুরগির মাংসের দাম এক ধাক্কায় ৫০-৭০ টাকা এবং পাঁঠার দাম ১০০-১২০ টাকা বেড়ে যায়। ফলে এক কিলোর বদলে ৭০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস নিয়ে ফিরতে দেখা গেল অপূর্ব সরকারকে। তাঁর কথায়, 'মাছে তাও হাত দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মাংস কিনতে গিয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। দোল বলে দাম কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু পাঁঠা হাজার পার করেছে। এটা মানা সম্ভব?' দাম বেড়েছে খাসির মাংসেরও। এদিকে, সাধারণত রবিবার করে খাসির মাংসের দাম অন্য দিনের তুলনায় ২০-৩০ টাকা বেশি থাকে। তবে দোলের আগের দিন সেটাও বেড়েছে ৮০-১০০ টাকা। বিক্রেতা নাজির মহম্মদ বললেন, 'পাইকারি বাজারে হঠাৎই দাম বেড়েছে। সেকারণে আমাদেরও দাম বাড়াতে হয়েছে। দাম বাড়লেও বিক্রি বেড়েছে। যাঁরা অন্য সময় ৫০০-৬০০ গ্রাম নেন, তাঁরাও এক কেজির ওপর নিচ্ছেন। নতুন ক্রেতারাও আসছেন। দোল উপলক্ষ্যে বিক্রিও বেশি।'

বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৩ মার্চ : দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে রংবেরংয়ের আবির, পিচকারি, মুখোশ ও টি-শার্টের দেদার বিক্রিতে খুশির হওয়া শহরের ব্যবসায়িক মহলে। শহরের মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মোহিত শিকদার ও সৌরভ ঘোষ জানান, এটা অবশ্যই আনন্দের বিষয় যে, অনলাইনের যুগে এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি বাড়ছে। এটা শহরের জন্য খুবই ভালো দিক। উৎসব সবাই ভালোমতো কাটাক। ব্যবসায়ীরাও ভালো থাকুক।

পাইকারি ব্যবসায়ী দুলাল সেনও বললেন, 'গত বছরের চাইতে এবছর রংয়ের উৎসবে যাবতীয় জিনিসপত্রের চাহিদা বেশি। দামটা সামান্য বেড়েছে কিন্তু চাহিদা ব্যাপক।' তবে বিক্রেতাদের মধ্যে একটা বড় অংশ খুশি হলেও, আরেক অংশ বলছে ব্যবসা এখনও জমেনি। তাও আশা ছাড়ছেন না তাঁরা, কারণ হাতে দু'দিন সময় রয়েছে। খুচরো ব্যবসায়ী দীনেশ গোস্বামী বলেন, 'চাহিদা দেখে মন হচ্ছে, ব্যবসা এবছর ভালোই হবে। তবে হাতে আরও দু'দিন রয়েছে।'

এদিন ঘড়ি মোড়, ডেইলি মার্কেট, সুভাষ মোড়, বাজার রোডে পসরা নিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে নানা ক্রেতাদের দেখা গেল পিচকারি, টি-শার্ট এবং রংয়ের দামাদামি করতে। প্রায় সব দোকানেই বেশ ভিড় ছিল। শিক্ষক অনুপ দাসের কথায়, 'বাড়ির কচিকাঁচাদের জন্য পিচকারি, টি-শার্ট এবং মুখোশ কেনার জন্য মার্কেটে এসেছি। এত পরিমাণে জিনিসপত্র এসেছে যে, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব সেটাই ভাবছি।' তাঁর কথায় সায় জানালেন সরকারি কর্মচারী সৌমিত্র ঘোষ। এরই মধ্যে স্কুল পড়ুয়া ধৃতিস্মিতা চৌধুরী বলল, 'নানান রংয়ের আবির ব্যবহার অনুষ্ঠানকে আরও রঙিন করে তোলে।'

এদিকে, মাধ্যমিক শেষ হয়ে উচ্চমাধ্যমিক চলছে। উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র বিদ্যুৎ ঝা'র কথায়, 'পরীক্ষা চলছে। মনটা উঁকিঝুঁকি দেবে জানলার বাইরে। অল্প হলেও আবির মেখে সেলফি তুলব।' তবে রংয়ের উৎসবে আনন্দ করবে জানাল সদ্য মাধ্যমিক দেওয়া মৈনাক ঘোষ।

বৃষ্টি নিয়ে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ি শহরে উৎসবের আমেজ ছিল। দৈনিক বাজারে তেমন ভিড় দেখা যায়নি বটে, তবে রকমারি আবির ও রং খেলার আনুষঙ্গিক উপকরণে ছেয়ে গিয়েছিল বাজার। ফুটপাথেও বেশ কিছু অস্থায়ী রংয়ের দোকান বসেছে। সেই সব দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ও বেশ ভালো ছিল। পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিতা দাস বললেন, 'ছেলেকে নিয়ে এসেছি আবির কিনতে। কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা মুখোশ কিনবেই। বাধ্য হয়ে ১৫০ টাকা দিয়ে হনুমানের মুখোশ কিনতে হল।'

এদিন থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে আবির, পিচকারি, মুখোশ এবং বিভিন্ন ধরনের টুপি ও পরচুলার। আবিরের ছোট প্যাকেট ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ টাকা পর্যন্ত। মুখোশের দামও ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া পিচকারিও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের, দাম ৩০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। ব্যবসায়ী বুম্বা দেবগুপ্তর কথায়, 'বিভিন্ন ধরনের ভেষজ আবির রয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিকের পিচকারি এবং মুখোশের চাহিদাও বেশ ভালো।' ব্যবসায়ীদের মধ্যে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশ। বিকেলের পর ফের আকাশের মুখ ভার। মূল বিক্রি শুক্রবার দিন। শুক্রবার সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার না হলে ব্যবসা মার খেতে পারে বলে জানালেন ব্যবসায়ী শ্যামল সরকার। সবমিলিয়ে সকলেই তাকিয়ে আকাশের দিকে।

উৎসব না হলেও জমল বাজার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ : রাজ্যজুড়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় ধূপগুড়িতে এবছর বসন্ত উৎসব হবে না। তাই বলে অবশ্য দোলের বাজারে একটুও ভাটা পড়েনি। বিভিন্ন দোকানে আবির, রং, পিচকারি বা বাচ্চাদের খেলনা মুখোশ দেদার বিক্রি হচ্ছে। ফলে বিক্রেতাদের মুখেও হাসি ফুটেছে।

এক বিক্রেতা অভিজিৎ রায় বলেন, 'ভেষজ আবিরের চাহিদা বেশি রয়েছে। কিছু নতুন ধরনের স্প্রে আবিরও বেশ জনপ্রিয়। বাচ্চাদের খেলনা পিচকারি ও মুখোশও ভালোই বিক্রি হচ্ছে।' অপর ব্যবসায়ী মানিক সাহার কথায়, 'ধূপগুড়ি উৎসব হবে না শুনে বাজার কতটা জমবে তা নিয়ে একটু সংশয় ছিল। তবে মাইক না বাজিয়ে পাড়ার অলিগলিতে দোল পালন হবে।'

কদর ভেষজ আবিরের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : রাত পোহালেই সকলে মেতে উঠবেন রংয়ের উৎসবে। তবে রং নিয়ে বেশ সচেতন জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। এদিনও দিনবাজার, কদমতলা, স্টেশন বাজারে বিভিন্ন ধরনের আবির নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু বাজার ঘুরে দেখা গেল, ক্রেতারা খুঁজছেন ভেষজ উদ্ভিদ ও ফল দিয়ে তৈরি আবির। এক দোকানদার সেকথা স্বীকার করে বললেন, 'এখন কেউ আর রাসায়নিক মিশ্রিত আবির কিংবা ব্র্যান্ডের আবির নয়, বরং ৫-১০ টাকা বেশি দিয়ে ভেষজ আবির নিচ্ছেন।' বিক্রেতাদের মতে, এখন মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব ভেষজ আবিরের দিকেই ঝুঁকছেন। আর এই ভেষজ আবিরের জোগান দিতে কিছুটা হলেও বেগ পেতে হচ্ছে বিক্রেতাদের।

টেম্পল স্ট্রিটের বিক্রেতা সঞ্জয় সাহার কথায়, 'আগে যে আবির পাওয়া যেত সেটা রাখার পাশাপাশি ভেষজ আবির রাখছি। এখন ক্রেতারা অনেকটা সচেতন। একটু বেশি টাকা লাগলেও তাঁরা ভেষজ আবির ছাড়া নিচ্ছেন না। অন্যান্য কোম্পানির আবির কীভাবে শেষ হবে বুঝছি না।'

এদিনের বৃষ্টি দোকানিদের কিছুটা চাপে ফেললেও হাল ছাড়তে নারাজ তাঁরা। দিনবাজারের বিক্রেতা জ্যোতি আগরওয়াল ২০০ গ্রামের প্যাকেটে আবির ভরতে ভরতে বললেন, 'মাত্র একটা দিন বাকি। বৃষ্টি হওয়ায় আজ ক্রেতার চাপ কম। তাই আগে থেকেই প্যাকেট করতে শুরু করেছি। যাতে বিকেলে বা কাল ক্রেতার চাপ বাড়লে সামলানো যায়।'

অন্য দোকানদাররাও জানালেন, এখন কেউ কৌটোর রং কিনছেন না। ভেষজ আবিরই ক্রেতাদের ফার্স্ট চয়েস। ছেলের জন্য আবির কিনতে এসে সৌমালোক চক্রবর্তী বললেন, 'রাসায়নিক মেশানো কৌটোর রংয়ের দিন শেষ। এখন সচেতনতাও বাড়ছে। ছেলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তাই ভেষজ আবির নিচ্ছি। আর দোলের পরের দিন অফিস, রং গায়ে লেগে থাকলে অকোয়ার্ড লাগে। কৌটোর রং গায়ে লাগলে, সেগুলো উঠতে চায় না। তাই রং খেলার পর সহজেই ভেষজ রং পরিষ্কার করা যায়। সেজন্য এটা নিচ্ছি।'

শহরের বাজারে ১০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত প্যাকেটজাত আবির পাওয়া যাচ্ছে। তবে সবুজ, গেরুয়া, হলুদ, লাল, নীল সহ বিভিন্ন রংয়ের ভেষজ আবিরের দাম ২০০-৩০০ টাকার মধ্যে। তাই মানুষ ঝুঁকছেন ভেষজ আবিরের দিকেই।

নাচে-গানে-রংয়ে গা ভাসাল চার শহর

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ মার্চ : দোল উপলক্ষ্যে শুক্রবার স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবারই রংয়ের উৎসবে মেতে উঠলেন আট থেকে আশি। যদিও হোলি প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দোল উপলক্ষ্যে প্রতিটি শহরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মোবাইল ভ্যান, উইনার্স টিম, পিঙ্ক পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ সকলেই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এদিন থেকে নেমে পড়েছে। সকলে রং খেলুন, কিন্তু কোনওভাবেই মদ্যপান করে গাড়ি চালাবেন না।'

এদিন জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একে অপরকে আবির মাখিয়ে বসন্ত উৎসবে শামিল হলেন। অন্যদিকে, ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা শিক্ষক ও বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল প্রাঙ্গণে আবির খেলায় মেতে ওঠে। এছাড়া মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর তরফে প্রাক বসন্ত উৎসব হল বান্ধব নাট্যসমাজের মিনি হলে। সেখানে নাচে-গানে মেতে ওঠেন সকলে।

অন্যদিকে, এদিন মালবাজার শহরে দোল উপলক্ষ্যে কিশলয় নার্সারি স্কুলের তরফে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়। সেইসঙ্গে স্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। শহরের জাতীয় তরুণ সংঘ এবং এটিও ক্লাবের তরফে শুক্রবার বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। থাকছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা। এদিকে, মাড়োয়ারি সমাজের তরফে শহরের বজরঙ্গবলী মন্দিরের অপর পাশে 'হোলিকা দহন' পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। মালবাজার শহরের বিভিন্ন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে এদিন বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে আবিরের রঙে রাঙা হয় আট থেকে আশি সকলেই। অন্যদিকে, এদিন ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হয়। শুক্রবার যেহেতু সরকারি ছুটির দিন সেই কারণেই এদিন গোটা শহর ছিল উৎসবমুখর। শহরের দেবীনগরপাড়া এবং সিনেমা হলপাড়ায় একাধিক বেসরকারি স্কুলে আবির খেলায় মেতে ওঠেন অনেকেই।

এবছর উচ্চমাধ্যমিকের কারণে ধূপগুড়ি পুরসভা বসন্ত উৎসব বাতিল করায় একটা বাড়তি হতাশা ছিলই। তবে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি অভিভাবকদের অংশগ্রহণ দেখে মনে হয়েছে বসন্ত উৎসবের ঘাটতিটুকু মেটাতে চেয়েছেন তাঁরা। শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বৈরাতিগুড়ি কালীবাড়ি এসপি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এছাড়া ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দক্ষিণ বৈরাতিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়া প্রাইমারি স্কুলেও বসন্ত উৎসবে মাতেন পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

হোলি হ্যায়

- পিডি উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরা শামিল হয়েছিলেন বসন্ত উৎসবে
- মালবাজরে হোলিকা দহন পুজোর আয়োজন
- ময়নাগুড়িতে একাধিক বেসরকারি স্কুলে আবির খেলা চলে
- ধূপগুড়িতেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন

তথ্য সহায়তায় : অনসূয়া চৌধুরী, সুশান্ত ঘোষ, অভিষেক ঘোষ, সপ্তর্ষি সরকার, বাণীব্রত চক্রবর্তী

ভেজাল মদ রোধে তৎপর পুলিশ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ : হোলি আসতেই চোলাই সহ বেআইনি ও ভেজাল মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্তারা বেশ তৎপর। তবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা মদের জোগানের ব্যবস্থাও রাখছেন। তাই জোরদার অভিযান সত্ত্বেও আন্ডারগ্রাউন্ড কারবারিরা নানা উপায়ে রঙের উৎসবে ব্যবসা জমিয়ে তোলার সুযোগ ছাড়ছে না। সরকারি নিয়মে কমিশনারেট এলাকায় ১৪ এবং ১৫ মার্চ এবং বাকি এলাকায় শুধুমাত্র ১৫ মার্চ সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হোলি উপলক্ষ্যে অনেকেই অগ্রিম মদ সংগ্রহ করছেন। লাভের বাজারে বিশাল এই চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে শহর এবং শহরতলির বহু জায়গায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদ মজুত করা হয়েছে।

এর সবটাই যে আসল মদ এমন গ্যারান্টি অবশ্য নেই। অতিরিক্ত লাভের আশায় নকল বা ভেজাল মদও স্টক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এছাড়া ব্যবসা আরও বাড়াতে এক ফোনেই মদের বোতলের স্পট ডেলিভারিরও ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য অবশ্য ক্রেতাদের নির্ধারিত দামের থেকে কিছুটা বেশিই খরচ করতে হবে। ফলে চাহিদা বুঝেই আসলের সঙ্গে জাল হলোগ্রাম লাগানো, স্থানীয়ভাবে সিল করা বোতলবন্দি নকল মদও বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে।

এবিষয়ে লাইসেন্সপ্রাপ্ত এক ব্যবসায়ী বলেন, 'বছরের এই সময়টায় কমবয়সি কয়েকজন বিশেষ সাইজের বিশেষ ব্র্যান্ডের মদ বেশি করে কিনতে চাইলেই সন্দেহ হয়। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বোঝা যায় তারা মদ মজুত করে হোলিতে হোম ডেলিভারি করবে। তবে সমস্যা হল, এদের মধ্যে অনেকেই আসল বোতলের মতো দেখতে প্রায় হুবহু এক নকল মদও মজুত করছে। সেটা খেলে এক মুহূর্তে মানুষের চরম ক্ষতি হতে পারে।'

হোলির সময় ১৮০ এবং ৩৬০ মিলিলিটার সাইজের মদের বোতলের সবথেকে বেশি বিক্রি হয়। তাই ব্যাপক চাহিদা অনুসারে নির্ধারিত দামের থেকে ৫০ এমনকি ১০০ টাকা অবধি বেশি দাম চাওয়া হয়। অর্ডার অনুযায়ী তা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এমনকি শহরজুড়ে এইসব ডেলিভারি পার্সনদেরও মোবাইল নম্বর আদানপ্রদানও চলছে। এর মাঝে কোনওভাবে একই ব্র্যান্ডের নকল মদ বিক্রি করতে পারলেই মুনাফার পরিমাণ একলাফে দ্বিগুণ হয়ে যায়। হোলির আগে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে আবগারি দপ্তর সচেতন হয়। আবগারি বিভাগের ময়নাগুড়ি রেঞ্জের অফিসার ইনচার্জ প্রবীর সান্যাল বলেন, 'ব্যাপক কর্মীসংকট নিয়েই আমাদের ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির দুই বিশাল থানা এলাকায় নজরদারি চালাতে হয়। নির্দিষ্ট ঠেক খোঁজা সহজ। তবে যারা ঘুরে ঘুরে নকল মদের ব্যবসা করছেন তাদের খোঁজ পাওয়া কঠিন। যদিও আমাদের অভিযান লাগাতার চলছে। এবিষয়ে আমরা মানুষেরও সহযোগিতা চাইছি।'

শুক্রবার ধূপগুড়ি থানায় দোল ও হোলি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ বৈঠকে এবিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। দু'দিন হেঁটে টহলদারির পাশাপাশি বাড়তি বাহিনী নামিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা শহরজুড়ে নজরদারি চালাবেন। ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'নির্বিঘ্নে হোলি উদযাপন নিশ্চিত করতে সমস্ত রকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

সেই বুড়ির ঘর এবং নস্টালজিয়া

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : এই জেনারেশনের অনেকেই জানে না বুড়ির ঘর কী। কী বা তার নস্টালজিয়া! কিন্তু নব্বইয়ের দশকের ছেলেমেয়েদের কাছে হোলির আগের দিন বুড়ির ঘর পোড়ানোর সেই প্রাসঙ্গিকতা কখনোই ভোলার নয়। সেসময় সকলের মুখে মুখে ফিরত একটি ছড়া, 'আজ আমাদের ন্যাড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল।'

শুকনো ডালপালা দিয়ে বানানো হত বুড়ির ঘর। পূর্ণিমার আগের রাতে ছড়া কেটে সেই ঘরে আগুন দেওয়া হত। ঘরের ভেতর রাখা থাকত আলু। আগুন নেভার আগেই পোড়া আলু খুঁজতে অস্থির হয়ে উঠত কচিকাঁচারা। এখন সব ইতিহাস। ৫জি'র যুগে ছেলেমেয়েরা বুঁদ মোবাইল ফোনে। মাঠে গিয়ে খেলার থেকে বেশি স্বচ্ছন্দ মোবাইল ফোনের গেমসে। অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের আধুনিক করতে গিয়ে পুরোনো সংস্কৃতির প্রসঙ্গ সেভাবে তোলেন না। এর ফলে শহরে তো বটেই, মফসসলেও কমে যাচ্ছে বুড়ির ঘর পোড়ানোর উদ্দীপনা।

বুড়ির ঘর পোড়ানোর মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার তিস্তা স্পারে। -শুভঙ্কর চক্রবর্তী

তবে এর মাঝেও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দু'এক জায়গায় সেইসব পুরোনো দিনের ছবি উঠে এল। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তা স্পারের সারদাপল্লি, মাষকালাইবাড়ি সহ বেশ কিছু এলাকায় বুড়ির ঘর পোড়ানো হয়। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমেও বুড়ির ঘর পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এদিন সকাল থেকেই তিস্তা স্পারের কচিকাঁচারা শুকনো ডালপালা জোগাড়ে ব্যস্ত ছিল। কেউ কেউ আবার একসঙ্গে বসে পিকনিকের প্ল্যানিং করেছে। ওদের মধ্যে হঠাৎ সুবীরের মনে পড়ে, বুড়ির ঘরের জন্য এখনও আলুই আনা হয়নি। মাঠ ছেড়ে আলুর খোঁজে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে সে। সঞ্জয় চিৎকার করে বলে, 'তোকে কতবার বললাম বুড়ির ঘরের জন্য আলু লাগে। আলু না পেলে এবার তোকেই বুড়ির ঘরে ঢুকিয়ে দেব।' এই ছবিটা দেখতে দেখতে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন অনেকেই।

দশ-বারো বছর আগে এভাবেই ছোটাছুটি করতে দেখা যেত ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে। এখন তা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। শহরজুড়ে খুঁজলে হাতেগোনা দু'এক জায়গা ছাড়া বুড়ির ঘর খুঁজে পাওয়া ভার। নস্টালজিক হয়ে ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে বুড়ির ঘর পোড়ানো দেখছিলেন অভিজিৎ মাহাতো। হঠাৎ মেয়েকে বলেন, 'জানিস আমরাও এরকম বানাতাম। কী যে মজা হত সেসময়।' একথা শুনে বছর সাতেকের স্নেহাংশু বায়না ধরে বলল, 'বাবা আমরাও বুড়ির ঘর বানাব।'

রংদার

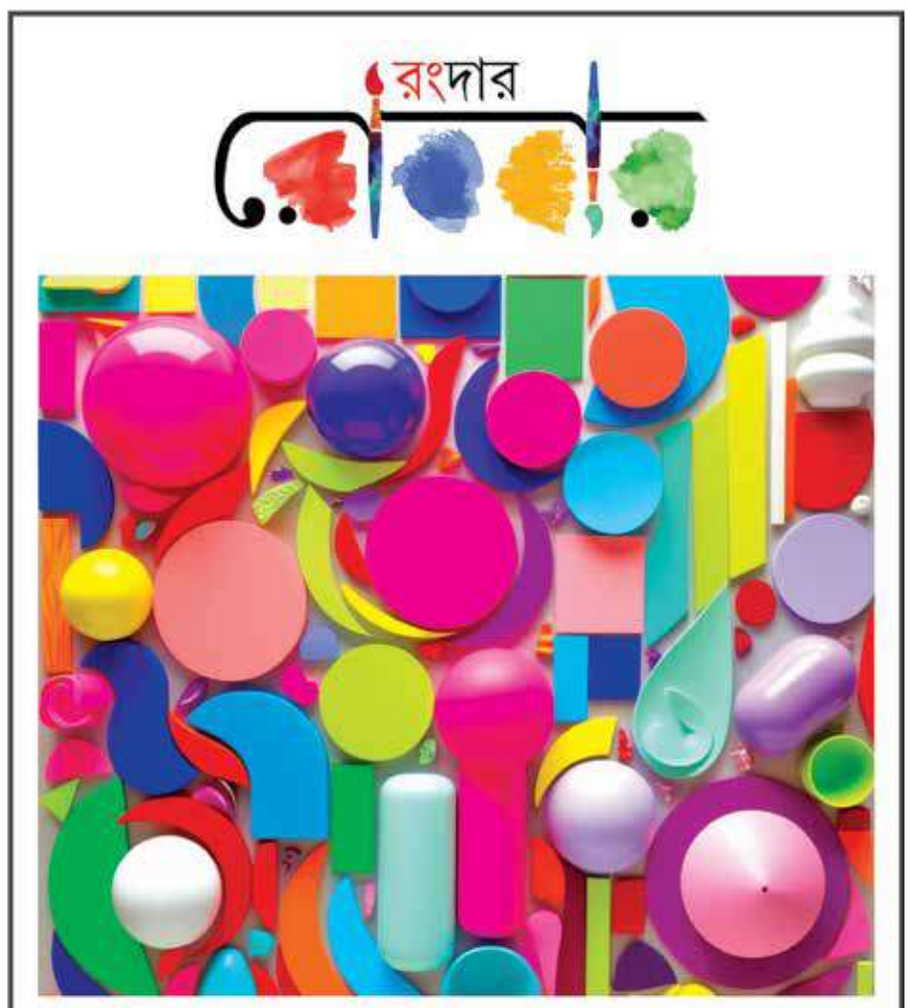

রং বেরং

দোল চলে গেলে তার চিহ্ন থেকে যায় সর্বত্র। পথে, ঘাটে, হাটেবাজারে। এই দু'দিন বাদে রং হয়ে ওঠে কোনও রাজনৈতিক পার্টি বা খেলার দলের প্রতীক। সবুজ মানে এক দলের, গেরুয়া মানে এক দলের, লাল মানে অন্য দলের। রংই হয়ে ওঠে বিভাজনের উৎস। প্রচ্ছদে সেই নিয়ে চর্চা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : সৈয়দ তানভীর নাসরীন, শ্যামলী সেনগুপ্ত ও সন্দীপন নন্দী
ছোটগল্প : মাধবী দাস
ট্রাভেল ব্লগ : শৌভিক রায়ের কলমে- বারাণসীতে লুকিয়ে কোচবিহারের ইতিহাস
কবিতা : অরণি বসু, অজন্তা রায় আচার্য, সুবীর সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস, মৌসুমী মজুমদার, আশিস চক্রবর্তী, হৃষীকেশ ঘোষ ও স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

টেলিস্কোপে চোখ রেখে বিস্ময়

আকাশ ভরা, সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ/ তাহারই মাঝখানে... একটা টেলিস্কোপ। অনেকগুলো খুদে চোখ আর, বিস্ময়!

প্রথমবার টেলিস্কোপে চোখ রেখে গ্রহনক্ষত্র দেখার অনুভূতিটা ঠিক কেমন, তা যারা দেখেছে তারাই জানে। এই যেমন গত মঙ্গলবার। অনু, নন্দিতা, রৌনকরা প্রথমবার টেলিস্কোপে চোখ রাখল। 'ওই তো চাঁদ!' উৎফুল্ল কণ্ঠে এসবই বলতে শোনা গেল খুদেদের। যেন স্বপ্নপূরণের স্বাদ পেয়েছে ওরা। পাবে না-ই বা কেন, বইয়ের পাতায় মহাকাশ পড়া, আর চাক্ষুষ করার মধ্যে পৃথিবী আর ইউরেনাসের ফারাক।

যারা সেদিন চাঁদ দেখল, তারা সকলেই নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। বিজ্ঞানে উৎসাহ দিতে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ বেঙ্গল (সোয়ান) স্কুলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তার ফল এই কর্মসূচি। 'এত কাছ থেকে চাঁদ দেখব!' বিস্ময়মাখা ছোট ছোট মুখ সন্ধ্যায় হাজির হয় স্কুল প্রাঙ্গণে। শুধু স্কুল নয়, এলাকার কচিকাঁচারাও কোলাহল করে টেলিস্কোপের কাছে। সামনে রাখা ইয়া বড় টেলিস্কোপ। প্রথমবার যন্ত্রটা দেখেই পড়ুয়াদের মধ্যে উত্তেজনা দ্বিগুণ। 'কখন দেখানো হবে?' যেন আর তর সইছে না। এবার এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। একে একে গ্রহ-তারা দেখে ফেরার পর চোখেমুখে যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। তবে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া রৌনক পাল টেলিস্কোপ দেখে কিছুটা ভয় পায়। সে বলে, 'পরে দাদা-দিদিদের দেখাদেখি লেন্সে চোখ রাখি। চাঁদকে অনেক কাছে মনে হল।' চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী নন্দিতা দত্ত বইয়ে টেলিস্কোপের ছবি দেখেছিল। এদিন প্রথমবার সামনে থেকে দেখে আনন্দে টইটুম্বুর এই খুদে।

পড়ুয়াদের আনন্দ দিতে পেরে খুশি স্কুলের শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা। বললেন, 'সেদিন শুধুমাত্র চাঁদ দেখানো হল। মহাকাশ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।' এরপরে এমন উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। বেশিরভাগ পড়ুয়ার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে উঠে আসা। তারা কোনওদিন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রেও যায়নি। তাই তাদের কাছে টেলিস্কোপ দেখতে পাওয়া বাড়তি পাওনা। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা।

(তথ্য : তমালিকা দে)

'কড়া পাহারায়' শিশু সংসদের ভোট

ঘরের বাইরে ভোটারদের লম্বা লাইন। দরজায় হাতে 'আগ্নেয়াস্ত্র' নিয়ে দাঁড়িয়ে 'জওয়ান'রা। 'ভোটকেন্দ্র'-র ভেতরে বসে অবজার্ভার এবং রিটার্নিং অফিসাররা। এক এক করে 'ভোটার'রা কেন্দ্রে ঢুকছে, ব্যালট পেপার সংগ্রহ করে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে সেটা বাক্সে ফেলে বেরিয়ে আসছে। কোথাও কোনও অশান্তির আঁচ নেই।

এই ভোট সংসদ, বিধানসভা বা স্থানীয় প্রশাসনের জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার নয়, বিদ্যালয়ের শিশু সংসদ গঠনের। ভোটার থেকে প্রার্থী- সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক। শিশু। এখানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীরা সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করতে শিক্ষকদের সাহায্য করবে।

বুধবার শিশু সংসদের ভোট হয়েছে ইসলামপুর ব্লকের স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আসল নির্বাচনের মতো পরিবেশ তৈরি করতে আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৫ জন প্রার্থী অর্থাৎ পড়ুয়া নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়। সেসব যাচাই করে ১০ জনকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এতদিন তারা প্রচার চালিয়েছে নিজেদের মতো করে। পঠনপাঠনের সরঞ্জাম, যেমন- চক, ব্ল্যাকবোর্ড, বই এবং ডাস্টার ইত্যাদি প্রার্থীদের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এদিন নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অবজার্ভার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভঙ্কর নন্দী। কেন্দ্রের পাহারায় থাকা পড়ুয়াদের পরনে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মতো পোশাক আর হাতে খেলনা বন্দুক। পড়ুয়াদের ভোটে বেছে নেওয়া হয়েছে পাঁচজনকে। ঝুমঝুমি দাস ৬৩ ভোট পেয়ে তার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী দীপ দাসকে ১১ ভোটে পরাজিত করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা, খাদ্য ও পরিবেশ সহ অন্য মন্ত্রক ভাগ করে দেওয়া হবে তাদের মধ্যে।

স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দাস জানালেন, যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের নির্বাচন পরিচালনা করতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা তৈরি করা এবং নেতৃত্ব দানে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

(তথ্য : শুভজিৎ চৌধুরী)

উচ্চমাধ্যমিকের পর?

ঠান্ডা মাথায় প্রশ্ন করো মনকে

মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল
শিক্ষক, কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল

'এটাই তো পড়ার সময়। আর মাত্র কয়েকটি পরীক্ষা, ব্যাস তারপর মুক্তি।'- ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে এমন মিথ্যে আশ্বাস মনে হয় কমবেশি সবাই শুনেছে। সেই ক্লাস ওয়ান, থুড়ি এখন তো এলকেজি থেকে যে লড়াই শুরু হয়, আদতে সেটা থামে না কখনও। জীবনে কি শেখার শেষ আছে! উচ্চমাধ্যমিককে পড়ুয়াদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে পারে। এরপর যে পথ তারা বেছে নেবে, সেটাই ঠিক করে দেবে তাদের পেশা তথা ভবিষ্যৎ জীবন। সুতরাং এটাকে টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারি আমরা।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে বহু ছেলেমেয়ে আর তাদের অভিভাবক বিভ্রান্তির শিকার হন। সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে ভবিষ্যতে আফসোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কোন পথে গেলে নিশ্চিত গন্তব্যের খোঁজ মিলবে, সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুম উড়ে যায় অনেকের। আগে যে নিয়োগের ওপর বাঙালি সবথেকে বেশি ভরসা করত, সেই এসএসসি'র পরীক্ষা বা প্রাথমিকের টেট এখন অনিয়মিত। নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে নানা জটে। এখনও পর্যন্ত 'দাগহীন' নিয়োগ অর্থাৎ ব্যাংক ও বিমাক্ষেত্রে পদসংখ্যা কমছে ক্রমশ। আশার আলো দেখাচ্ছে কম্পিউটার এবং ভোগ্যপণ্য ক্ষেত্র। সেখানে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

তবে হতাশ হওয়ার মতো পরিস্থিতি নয় একেবারে। বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য- যা নিয়েই তুমি পড়াশোনা করো, অর্থকরী পেশা অর্জনের দিশা মিলবে সবখানে। হয়তো কিছু জীবিকা গতানুগতিক নয়। সেজন্য এগুলো অনেকের কাছে অজানা, অচেনা এবং স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি তো যুগের দাবি। তরুণ প্রজন্মের অধিকাংশ অবশ্য এর জন্য তৈরি। গতে বাঁধা কাজের প্রত্যাশায় সময় ও শ্রম নষ্ট না করে তারা নতুন পথে পা রাখছে সাহস করে। দিন শেষে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই সফল।

প্রথমেই যেটা বলার, উচ্চমাধ্যমিকের পর অনার্স বা সাধারণ গ্র্যাজুয়েশন করলে পিএসসি'র ডব্লিউবিসিএস বা ইউপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাই যারা প্রশাসনিক, পুলিশ বা আয়কর বিভাগের উচ্চপদে চাকরি করতে চাও, তাদের সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্সের ভাগ নিয়ে ভাবার দরকার নেই। প্রয়োজন শুধু স্নাতক ডিগ্রি। একই কথা খাটে পিএসসি'র মিসলেনিয়াস পরীক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারি অধীনস্থ সংস্থার ক্ষেত্রে। এসব পেশায় যারা যেতে চাও, তারা কলেজে পড়ার পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষার জন্যও তৈরি হতে শুরু করো।

স্কুলে চাকরির সুযোগ চাহিদার তুলনায় কম। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে আসন সংখ্যা কম হলেও পরীক্ষা ততটা অনিয়মিত নয়। তাই যারা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে যেতে চাইছ, তারা পছন্দের বিষয়ে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। ওই বিষয়ে গভীর জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য রাখতে হবে। কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় সফল হওয়া মোটে সহজ নয়। এছাড়া আইন নিয়ে পড়লে নিয়োগের ভরসায় বসে থাকতে হয় না। দক্ষতা থাকলে চেম্বার খুলে চাকরির থেকে বেশি আয় করা যেতে পারে। সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আর মনোবিদ্যার মতো ভিন্নধারার বিষয় নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করলে নিশ্চিত কাজের সুযোগ রয়েছে পড়ুয়াদের সামনে।

সাধারণ বিষয় নিয়ে এগোতে যারা অনিচ্ছুক এবং সৃজনশীলতায় আগ্রহী, তারা গান, নাচ, আঁকা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, ফিল্ম মেকিং অ্যান্ড এডিটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে ভাবতে পারো। আজকাল অনেকেই নার্সিংকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি নিয়োগের ভরসায় থাকতে হয় না। নার্সিংহোম বা ক্লিনিকে চাকরি মিলতে পারে সহজে। অর্থনীতি নিয়ে পড়ার আগ্রহ এখনও খুব বেশি দেখি না। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছাড়াও কর্পোরেট সেক্টর, ব্যাংক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বড় পদে চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বিষয়টির ওপর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে। তাছাড়া আগে থেকে এই সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট থাকলে রাজ্য বা সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বাড়তি সুবিধা মেলে।

অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়লে আধুনিক জীবনে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। তবে এই বিষয়টির গুরুত্ব খুব কম সংখ্যক পড়ুয়া ও অভিভাবক জানেন। তাই কমার্স নিয়ে পড়তে কিংবা পড়াতে তাদের মধ্যে অনীহা কাজ করে। অথচ জীবিকার সুযোগ আর ব্যাপ্তি জানা থাকলে বা প্রচার হলে ছবিটা অন্যরকম হতে পারত। একজন সিএ বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের আয় শুনলে চোখ কপালে উঠবে। এছাড়া ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, ট্যাক্স কনসালট্যান্ট, কস্ট অ্যাকাউন্ট, মার্কেট রিসার্চ অ্যানালিস্ট, বিজনেস কনসালট্যান্ট, ডিজিটাল মার্কেটারের মতো একাধিক পেশার বিকল্প রয়েছে। হয়তো নিজের শহর বা গ্রাম ছাড়তে হবে পড়া বা কাজের স্বার্থে। তবে ঝাঁ চকচকে জীবন থাকবে তোমার অপেক্ষায়।

মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সবাধিক চর্চিত বিজ্ঞান বিভাগের জন্য। সেটা বাদ দিয়েও বহু নিয়োগে অগ্রাধিকার পাওয়া যায় সাবজেক্ট কম্বিনেশনে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি বা অঙ্ক থাকলে। বরাবরই অধিকাংশ মেধাবী পড়ুয়ার লক্ষ্য থাকে এই বিভাগ। অন্যদিকে, কৃষি নিয়ে পড়লে উঁচু পদে নিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়।

ডিজিটাল যুগে আরেকটি বিষয়ের দাপট ক্রমে বাড়ছে। সাড়া ফেলছে পড়ুয়াদের মধ্যে। কথা হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে। এটা নিয়ে আগ্রহীরা এগোতে পারে। ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সবশেষে ছাত্রছাত্রীদের এটুকুই বলার, মাথা ঠান্ডা রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি তোমরা নাও। কোন বিষয়ে আগ্রহ সবচাইতে বেশি বা ভবিষ্যতে কোন পেশায় নিজেকে দেখতে চাও, সেই সিদ্ধান্ত আগে নিতে হবে। অবশ্যই বাবা-মা, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়লে খরচ কম। তোমার পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতিও দেখা দরকার। উচ্চমাধ্যমিকের পর তুমি যে রাস্তায় পা রাখবে, সেটা ধরেই হয়তো এগোতে হবে গোটা জীবন। তাই ওই পথ যেন আতঙ্কের বা অপছন্দের না হয়।

জীবনযাপন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা

ন্যায়সংগত ব্যবসা এবং টেকসই জীবনধারার গুরুত্ব কতটা? ব্যবসা ন্যায়সংগত আর জীবনধারা টেকসই করতে করণীয় কী? এসব নিয়েই আলোচনা হল বিবেকানন্দ কলেজের উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে। উপস্থিত ছিলেন কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাকটিসেস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডঃ পবিত্র বসাক।

তিনি পড়ুয়াদের সামনে ব্যাখ্যা করেন, 'ন্যায়সংগত ব্যবসা মানে নৈতিকভাবে সঠিক উপায়ে বাণিজ্য করা। সেখানে কর্মীদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত থাকে।'

অন্যদিকে তাঁর মতে টেকসই জীবনধারা মানে, এমনভাবে জীবনযাপন করা, যা পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব কমায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য ন্যায়সংগত ব্যবসা এবং টেকসই জীবনধারা, দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। সঠিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারাকে প্রাধান্য দিলে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

পবিত্র জানালেন, তরুণদের উচিত সমাজে সচেতনতা বাড়ানো। প্লাস্টিক ব্যবহারে সংযম রাখা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস ব্যবহার করা। নীতি মেনে চলা, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয় তাঁদের।

কলেজের সেমিনারে অংশ নেন দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী রূপঙ্কিতা রায় ও রিমঝিম সরকার। রূপঙ্কিতা জানালেন, এই সেমিনারে অংশ নিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। জিএসটি কী, এর কার্যকারিতা, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কীভাবে অতিরিক্ত জিএসটি ধার্য করে গ্রাহকদের প্রতারণা করছে ইত্যাদি। এধরনের প্রতারণার শিকার হলে ক্রেতাদের অভিযোগ জানানোর অধিকার রয়েছে, সেই কথা পরিবার-পরিজনদের বোঝাবেন রূপঙ্কিতা।

রিমঝিম মনে করেন, এধরনের সচেতনতামূলক সেমিনার ক্রেতাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য অধিকার আদায় সম্পর্কে অবগত করে। অনলাইনে কেনাকাটা করতে গিয়ে সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারানোর উদাহরণ কম নয়। তাই গ্রাহকদের জাগতে হবে।

(তথ্য : দামিনী সাহা)

নতুন ছবি

পলাশেরও নেশা মাখি চলেছি দুজনে... বালুরঘাট চকভৃগু মধুসূদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবির খেলায় মেতেছে দুই শিশু। ছবি : মাজিদুর সরদার

রাঙা হাসি রাশি রাশি...

কবিতায় স্বাগত বসন্ত

চারপাশ গাছ দিয়ে ঘেরা, বিদ্যালয়ের বাগানে ফুটে হরেকরকমের ফুল, বইছে হালকা বাতাস- এমন পরিবেশে রং ছড়াচ্ছে কচিকাঁচার দল।

রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বসন্ত উৎসব খুদেদের কাছে হয়ে উঠল প্রতিভা মেলে ধরার মুক্তমঞ্চ। উদ্বোধনী সংগীতের পর অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল নাচ, আবৃত্তি, বার্ষিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, সমাজসচেতনতামূলক নাটক ও বিদায় সংবর্ধনা। মূল অনুষ্ঠানের শেষে একে অপরকে আবিরে রাঙিয়ে দেয় রাজদীপ, রাশিয়ারা।

প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভেলাপেটা হাইস্কুলের শিক্ষক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্যামগঞ্জ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশিস সাহা। তারপর উদ্বোধনী সংগীত 'মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে'তে গলা মেলায় রাজদীপ বর্মন, রাশি চক্রবর্তী, সুজয় শীল, মনোজিৎ বর্মন ও কোয়েল কার্জি।

সেদিনই দেওয়াল পত্রিকা 'ধানসিঁড়ি' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে খুদেদের লেখা কবিতা, কালার পেপার কেটে বানানো প্রাণীদের মিনিয়েচার। অনামিকা দেবনাথ নামে এক ছাত্রীর 'আমার কবিতা'য় ফুটে উঠেছে মুকুল ভরা আম গাছে বসে কোকিলের প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া গানের কথা। নিজের লেখা 'বসন্ত কাল' কবিতায় শীতের শেষে বসন্তকালের আবির্ভাবের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে শ্রীজিতা বর্মন। এছাড়া শিক্ষক সৌরভ কুন্ডার 'নীরব' কবিতা, তুফানগঞ্জ ২ নম্বর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রিয়ংবদা মুখোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা রয়েছে পত্রিকায়। দায়িত্বে থাকা শিক্ষক সৌরভ চক্রবর্তী ও প্রণয় বর্মন বললেন, 'খুদেরাই দেওয়াল পত্রিকাটির নকশা করেছে। আমরা কবিতা বাছাই করে দিয়েছি মাত্র।'

এরপর একে একে নৃত্য পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। 'বসন্ত বহিল সখী' গানে চতুর্থ শ্রেণির রিয়া মোদক, 'খেলব হোলি রং দেব না'য় দ্বিতীয় শ্রেণির মেঘা বর্মনের নৃত্য প্রশংসিত হয়েছে। 'ওরে গৃহবাসী' গানে নৃত্য পরিবেশন করে পঞ্চমের আরফিনা পারভিন। রাকেশ মোদকের 'সৎপাত্র', জুয়েল দাসের 'সারাদিন' কবিতা পাঠ মন জয় করে নেয় সকলের।

স্কুলের সহ শিক্ষক অভিজিৎ সরকারের রাজবংশী ভাষায় লেখা সমাজসচেতনমূলক নাটক 'বসন্তের ফুল'

ছিল আকর্ষণীয়। নারীশিক্ষা, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করা, মশারি টাঙিয়ে ঘুমোনো, সাপে কামড়ালে ওঝার বদলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া, চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয় নাটকে।

সবশেষে ২০২৪ সালে পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এগারোজন পড়ুয়াকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের রাখি পরিয়ে ও চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে মানপত্র ও বকুলের চারা দেওয়া হয় উপহার হিসেবে। প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন রায় জানালেন, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুল। বর্তমানে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮১।

(তথ্য : গৌতম দাস)

দুই স্কুলের মিলিত উৎসব

ভাগ করে নিলে বেড়ে যায় আনন্দ, এই প্রবাদ মেনে চলে চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল ও চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মাঠটাই ভাগ করে নেয়নি, যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান তারা পালন করে একসঙ্গে। যেমন হল বুধবার। বসন্ত উৎসবে মেতে উঠল দুই স্কুলের পড়ুয়া-শিক্ষকরা। নাটক, নাচে, রঙিন আবিরে বসন্ত বরণে খামতি ছিল না।

সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পড়ুয়ারা শামিল হয় উৎসবে। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোল শিক্ষিকা লাবণি পাল অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'কচিকাঁচারাই পৃথিবীর রং। তাদের ছাড়া বসন্ত উৎসব বেমানান। গত এক মাস ধরে দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে ওদের তালিম দিয়েছি অনুষ্ঠানের জন্য।'

সেদিন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' নাটকটি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। বসন্তকে স্বাগত জানাতে নৃত্য পরিবেশন করেছে একদল খুদে। 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে...' গানে নাচের তালে পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্রী অনামিকা রায় তার বন্ধু অণিমা রায়ের গাল রাঙিয়ে দেয় আবিরে। অনুষ্ঠান শেষে দুজনে বলছিল, 'বন্ধু, শিক্ষকদের সঙ্গে আবির খেলা এক্কেবারে অন্যরকম অনুভূতি আমাদের কাছে। অনেকদিন ধরে উৎসবের অপেক্ষায় ছিলাম।'

নাটকে অন্ধ বাউলের চরিত্রে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পেয়ে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়া ধনেশ্বর রায়। কবিশেখরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টুম্পা রায়কে। সে জানাল, এটাই প্রথম নাটকে অভিনয় তার।

পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের কথায়, 'বসন্তকাল মানেই বদলের দিন। তাই বসন্ত উৎসবে মেনুতে বদল।' ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস আর চাটনি দিয়ে জমিয়ে

পেটপুজো সেরেছে খুদেরা। দুই বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন পড়ুয়াও এসেছিল উৎসবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব রায় সম্প্রতি অন্য স্কুলে বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন, সেদিন বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয় তাঁকে।

(তথ্য : শতাব্দী সাহা)

নাটক, নাচে রঙিন ক্যাম্পাস

বসন্তকালকে স্বাগত জানাতে ডালিমপুর এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছিল প্রাক বসন্ত উৎসবের। পড়ুয়াদের নাচ, গান এবং নাটকে রঙিন রইল স্কুলের পরিবেশ।

মঞ্চস্থ হল 'জুতো আবিষ্কার' নাটক। ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনায় মুগ্ধ হলেন দর্শক। কলকাকলি, হইহুল্লোড় আর আনন্দ-উদ্দীপনায় মেতে উঠল নিকিতা-মানিকরা। আনন্দে শামিল হলেন তাদের অভিভাবকরাও।

'আজ ফাগুনে আগুন লাগে', 'বসন্ত এসে গেছে'-র মতো গানে নৃত্য পরিবেশন করেছে স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির একদল পড়ুয়া। তাদের তালিম দিয়েছিলেন শিক্ষিকা শিউলি সরকার। তিনি বললেন, 'প্রায় দশদিন ধরে পড়ুয়াদের নাচ শেখানো হয়েছিল। সবাই খুব সুন্দরভাবে মঞ্চে পরিবেশন করল। আমি ওদের জন্য গর্বিত। ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভীষণ মজা করেছি।'

নৃত্যে অংশগ্রহণ নেয় তৃতীয় শ্রেণির নিকিতা রায়, অঙ্কিতা বর্মন ও অনুষ্কা বর্মনরা। অনুষ্কার কথায়, 'আমাদের স্কুলে প্রথম বসন্ত উৎসব হল। বেশ ভালো লাগছে। স্যর-ম্যাডামদের বলেছি, প্রতিবছর যেন এমন অনুষ্ঠান হয়।'

'জুতো আবিষ্কার' নাটকটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহকারী শিক্ষক রাজা গোপ। চতুর্থ শ্রেণির মানিক বর্মন তাতে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। মানিকের অভিজ্ঞতা, 'সবাই খুব প্রশংসা করছে। স্যররা সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হয়নি।' সেনাপতির ভূমিকা ছিল তৃতীয় শ্রেণির হিমাদ্রিশেখর রায়। দর্শকদের হাততালি পেয়ে সে যারপরনাই খুশি।

প্রধান শিক্ষক নীহারবিন্দু বর্মন হিমাদ্রির উচ্ছ্বাস দেখে একগাল হেসে বললেন, 'পড়ুয়াদের জন্যই তো এই আয়োজন। পঠনপাঠনের পাশাপাশি ওরা যাতে নিজেদের প্রতিভা চিনতে পারে এবং সেটা সকলের সামনে মেলে ধরার সুযোগ পায়, সেই চেষ্টা সবসময় করা হচ্ছে।'

(তথ্য : শান্ত বর্মন)

মোহালিতে পড়শির ঘুসিতে মৃত্যু বাঙালি বিজ্ঞানীর

চণ্ডীগড়, ১৩ মার্চ : বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার জায়গায় বচসায় জড়িয়ে পড়ে শোচনীয় মৃত্যু হল মোহালির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)-এর বাঙালি বিজ্ঞানী অভিষেক স্বর্ণকারের (৩৯)। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে। নিহত অভিষেক বাঙালি হলেও আদতে ছিলেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। সম্প্রতি কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল তাঁর। সঙ্গে চলছিল ডায়ালিসিসও।

মঙ্গলবার মোহালিতে ভাড়াবাড়ির সামনে পার্কিং নিয়ে মন্টি নামে এক পড়শির সঙ্গে অভিষেকের বচসা বাধে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই পড়শি তরুণ তাঁকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেন এবং মারধর করেন। ঘটনার পর থেকেই অভিষেকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং পরে তিনি মারা যান।

সিসিটিভি ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তার আলো-আঁধারিতে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা একটি মোটরসাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এরপর অভিষেক সেখানে গিয়ে দু'চাকার গাড়িটি সরিয়ে দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক পড়শি তরুণের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেই ব্যক্তি অভিষেককে জোরে ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। ওই অবস্থায় ফেলে মারধর করা হয় অভিষেককে। পরিবারের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করলেও বিজ্ঞানী আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি এবং সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। পরে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেন এলাকাবাসীরা।

এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। দোষী তরুণের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে অভিষেকের পরিবার ও পড়শিরা। সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিক গগনদীপ সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ১০৫ নম্বর ধারায় (অনিচ্ছাকৃত খুন) মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত ঘটনার পর থেকে পলাতক এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পুত্রের সঙ্গে পার্কিং নিয়ে কী ঘটেছিল, সে কথা জানিয়েছেন অভিষেকের মা মালতী দেবী। তাঁর অভিযোগ, বাইক পার্কিং নিয়ে প্রতিদিন অভিষেক এবং তাঁদের নানাভাবে হেনস্তা করতেন মন্টি এবং তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার রাতে কর্মস্থল থেকে ফিরে বাড়ির সামনে বাইক রাখেন অভিষেক। একটু পরেই সেখানে মন্টি আসেন। চিৎকার করে অভিষেককে ডাকতে থাকেন। মালতী দেবী বলেন, 'আমার ছেলেকে হুমকি দিয়ে মন্টি বলে, এখনই বাইক সরান এখান থেকে, না হলে আগুন জ্বালিয়ে দেব। এ কথা শুনে আমিও পালটা বলেছিলাম, তোমাদের সামনেই রয়েছে বাইক, দাও জ্বালিয়ে।'

মালতী দেবীর দাবি, মন্টি যখন হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটা শুনে অভিষেকের বাবা নীচে নেমে মন্টিদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। অভিষেকও রেগে গিয়ে বাবার পিছনে পিছনে যান। তারপর অভিষেক বাইকটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান এবং মন্টিদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যেখানে বাইকটি পার্ক করতে বলছেন তাঁরা,

নিহত অভিষেক আইআইএসইআর-এর প্রোজেক্ট সায়েন্টিস্ট। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা বাঙালি তরুণ মোহালিতে আসার আগে কর্মরত ছিলেন সুইৎজারল্যান্ডে। বহু আন্তর্জাতিক জার্নালে নিবন্ধ প্রকাশিত হত তাঁর। সম্প্রতি আইআইএসইআর-এ যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক।

সেখানে পার্ক করার কত সমস্যা। এরপরই মন্টিকে সতর্ক করে দিয়ে অভিষেক বলেন, এভাবে লাগাতার হয়রানি করা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে। এ কথা শুনেই মন্টি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে ওঠেন, 'আমাদের নামে অভিযোগ জানাবি? দেখাচ্ছি, দাঁড়া।' এ কথা বলতে বলতে অভিষেককে ধাক্কা মারতে থাকেন মন্টি। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলে রাস্তায় পড়ে যায়। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন মৃত্যু হয়েছে অভিষেকের।'

তাঁদের হেনস্তা করা হচ্ছে, এই অভিযোগ আগেই কেন পুলিশের কাছে করেননি? মালতী দেবী বলেন, 'আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি। অশান্তি হোক, এটা চাইনি। তাছাড়া যতই রাগারাগি হোক, পড়শির বিরুদ্ধে থানায় যাওয়া যায় না। সেটা কেমন দেখায়। প্রতিদিন বাইক সরাতে বাধ্য করা হত অভিষেককে। যেখানে বাইক রাখত আমার ছেলে, সেটা মন্টিদেরও জায়গা নয়। তারপরেও ওরা আপত্তি জানাত।'

লাগল যে দোল... রাত পোহালেই রং খেলা। তার আগে অকাল হোলিতে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার সিমলায়।

ইসলামাবাদকে সতর্কবার্তা দোভালের

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার সরব হয়েছে ভারত। ইদানীং সেই পাকিস্তানেই একের পর এক নাশকতার ঘটনা ঘটছে। তালিকায় নবতম সংযোজন বালুচিস্তানে বিদ্রোহীদের ট্রেন ছিনতাই। বৃহস্পতিবার পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তাঁর হুঁশিয়ারি, পাকিস্তান যদি মুম্বই হামলার মতো ঘটনা ফের ঘটানোর চেষ্টা করে, তাহলে ভারত আক্রমণাত্মক রণকৌশল নেবে। তখন গোটা বালুচিস্তান পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ বালুচিস্তান

দোভাল বলেন, 'পাকিস্তানের দুর্বলতা ভারতের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। যখন তারা জানতে পারবে যে ভারত রক্ষণাত্মক কৌশল ছেড়ে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের দিকে ঝুঁকছে, তখন ওদের পক্ষে অবস্থা সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।' তিনি আরও বলেন, 'আপনারা একটি মুম্বই ঘটনা ঘটাতে পারেন, কিন্তু সেজন্য আপনাদের বালুচিস্তান হারাতে হবে। এর জন্য কোনও পরমাণু যুদ্ধ হবে না। সেনার ব্যবহার হবে না। আপনারা যে কৌশল নেবেন, সেই কৌশল আমাদেরও জানা আছে।'

১৬ সুড়ঙ্গের দখল নিয়ে সফল পাক সেনা

কোয়েটা, ১৩ মার্চ : শেষপর্যন্ত বালুচ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে জাফর এক্সপ্রেসের দখল নিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার সারা রাত ধরে চলা অভিযানে কমপক্ষে ৩০ জন বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছে বলে সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৩৪৬ জন পণবন্দিকে। তবে উদ্ধারকাজের 'সাফল্য' নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলি। উদ্ধার হওয়া যাত্রী এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মির বয়ানের সঙ্গে পাক সেনার বক্তব্যের ফারাক লক্ষ্যণীয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সামরিক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি এবং নিহত ট্রেনযাত্রীদের সংখ্যা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পাক সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিদ্রোহীদের গুলিতে আধাসামরিক বাহিনীর ৪ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সেনাবাহিনীর অভিযানে ৩০ জন হামলাকারী প্রাণ হারিয়েছে। ৩৪৬ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও সেনার অন্য একটি সূত্র দাবি করেছে, সেনা ও আধাসেনা মিলে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অনেকেই জাফর এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে তাদের মেরেছে বিদ্রোহীরা। এছাড়া ট্রেনটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৬ সেনাকর্মীকেও বিদ্রোহীরা খুন করেছে। পাক সংবাদমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে শতাধিক যাত্রীর প্রাণহানির কথা জানানো হয়েছে।

বুধবার সকালে বালুচ লিবারেশন আর্মি জানিয়েছিল, সেই সময় পর্যন্ত তাদের হাতে ৫০ জন ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ওই বিবৃতির পর ট্রেনকে বিদ্রোহী-মুক্ত করতে আরও প্রায় ২০ ঘণ্টা লেগেছে পাক সেনার। অভিযান যখন চূড়ান্ত পর্বে, তখনও শতাধিক যাত্রী বিদ্রোহীদের আত্মঘাতী বাহিনীর ঘেরাটোপে বন্দি ছিলেন। ওই যাত্রীদের অধিকাংশ নিহত হয়েছেন বলে

বালুচ বিদ্রোহ দমন

আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার বা সেদেশের রেল দপ্তর থেকে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

জাফর এক্সপ্রেস ছিনতাইয়ের জন্য লিবারেশন আর্মির ৪টি আলাদা দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনের ভিতরে যাত্রীদের পণবন্দি করে রেখেছিল বিদ্রোহীদের আত্মঘাতী বাহিনী মজিদ ব্রিগেড। এছাড়া পাক সেনার সরাসরি হামলা ঠেকাতে ট্রেনের আশপাশের সুড়ঙ্গ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের অবস্থানগুলিতে ঘাঁটি গেড়েছিল ফতে স্কোয়াড, জারাব ইউনিট এবং স্পেশাল ট্যাকটিকাল অপারেশনস স্কোয়াড নামে আরও ৩টি দল। বুধবার গভীর রাতে বিদ্রোহীদের এই ৩টি দলকে প্রথমে নিশানা করেছিল পাক সেনা। অ্যাটাক হেলিকপ্টারের সাহায্যে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় তারা। ভোরের দিকে শুরু হয় মূল অভিযান। যে ৮ নম্বর সুড়ঙ্গে জাফর এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি বাদে বাকি ১৬টি সুড়ঙ্গের দখল নেয় সেনার স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ। শেষ ধাপে ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ে কমান্ডোরা। পণবন্দিদের উপস্থিতিতেই আত্মঘাতী বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। ওই সময় বিদ্রোহীদের সঙ্গে বহু পণবন্দি প্রাণ হারিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে যেসব উদ্ধার হওয়া ট্রেনযাত্রীর বয়ান প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের সবাই জানিয়েছেন, হয় তাঁরা বিদ্রোহীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছেন, নয়তো বিদ্রোহীরাই তাঁদের ছেড়ে দিয়েছে। যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকে বালুচ সম্প্রদায়ের। সেনাবাহিনী উদ্ধার করেছে এমন কথা কেউই বলেননি। প্রাণে বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের দাবি, বিদ্রোহীরা বেছে বেছে পাক পঞ্জাবের বাসিন্দাদের পণবন্দি করেছিল। তাঁদের অনেককে গুলি করে মেরে ফেলা হয় বলে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৭

ভোপাল, ১৩ মার্চ : গ্যাস ট্যাংকারের সঙ্গে দু'টি চার চাকার ধাক্কায় ৭ জনের মৃত্যু হল। আহত হয়েছেন ৩ জন। বুধবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের বদনাওয়ার-উজ্জয়িনী হাইওয়েতে। ঘটনাস্থলের কাছে বমনসুতা গ্রাম। ধরের পুলিশসুপার মনোজকুমার জানিয়েছেন, গ্যাস ট্যাংকারটি ভুল দিক দিয়ে যাচ্ছিল। সেটি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি ও জিপকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান। হাসপাতালে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে সাহায্য করেছেন। গাড়ির মধ্যে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারে ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। মৃতরা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বাসিন্দা।

বিদেশিনী গণধর্ষণ, ধৃত ২

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব হওয়া এক ভারতীয় ও তাঁর শাগরেদের হাতে ধর্ষিতা হলেন একজন ব্রিটিশ মহিলা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর মহিপালপুরের একটি হোটেলে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। নয়াদিলির ব্রিটিশ হাইকমিশনে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাজধানীর এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, মহিলা লন্ডননিবাসী। বন্ধু থাকেন দিল্লিতে। তিনি বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লিতে এসেছিলেন। কৈলাস মহিলাকে দিল্লিতে আসার আমন্ত্রণ জানান। ঘটনার দিন কৈলাস তাঁর বন্ধু ওয়াসিম প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন। তিনজনে নৈশভোজ করেন। ঘটনাটি ঘটে তারপর। অপর একটি ঘটনায় ওই একইদিনে দিল্লির সদরবাজারে আট বছরের কন্যাকে তার বাবা ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ।

আরও দেরি সুনীতাদের

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ : আশা পূরণ হল না। ফের বাতিল হল দুই নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরের মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফেরার মিশন। বুধবার নাসার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেষ মুহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটি হওয়ায় স্পেস এক্স-এর ফ্যালকন-৯ মহাকাশ যানকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য উৎক্ষেপণ করা গেল না। ১২ মার্চ সন্ধ্যায় কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশ যানটির ওড়ার কথা ছিল। উৎক্ষেপণের ঠিক চার ঘণ্টা আগে মহাকাশ যানের হাইড্রলিক সিস্টেমে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ফলে উৎক্ষেপণ বাতিল হয়ে যায়। এই বিষয়ে পরবর্তী কোনও তারিখ নাসার তরফে জানানো হয়নি।

মুদ্রার চিহ্নে হিন্দি মুছে তামিল প্রতীক

চেন্নাই, ১৩ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রিভাষা নীতির প্রতিবাদে এবার নতুন বিতর্কে জড়ালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। শুক্রবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে তামিলনাড়ু বিধানসভায়। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটের লোগোতে ভারতীয় মুদ্রার 'র' প্রতীক মুছে তাতে তামিল 'রু' প্রতীক লেখা হয়েছে। তামিল ভাষায় রুপিকে 'রুবাই' বলা হয়। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে আন্নামালাই ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক বদলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্খ বলে আক্রমণ করেছেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ত্রিভাষা ফর্মুলা নিয়ে কেন্দ্র বনাম তামিলনাড়ু বিরোধ চলছে। সম্প্রতি লোকসভায় দাঁড়িয়ে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সাংসদদের অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক বলে আক্রমণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ভাষা বিতর্কে দ্রাবিড় রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপকে আরও চড়িয়ে এদিন স্ট্যালিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য বাজেটের একটি টিজার শেয়ার করেছেন। তাতে তিনি হ্যাশট্যাগ 'দ্রাবিড়িয়ান মডেল' এবং

র বনাম রু

'টিএনবাজেট ২০২৫' লোগোটি প্রকাশ করেন। ওই লোগোতে ভারতীয় মুদ্রার প্রতীকের বদলে তামিল 'রু' প্রতীক ছিল। এর আগে ২০২৪-২৫, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটের লোগোতেও ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এবার উলটো পথে হাঁটার নেপথ্যে যে কেন্দ্রের সঙ্গে ভাষা-বিতর্ক ইন্ধন জুগিয়েছে, তাতে কোনও সংশয় নেই রাজনৈতিক মহলের। ২০১০ সালে ভারতীয় মুদ্রার স্বতন্ত্র প্রতীকটি তৈরি করেছিলেন গুয়াহাটি আইআইটি-র অধ্যাপক উদয় কুমার ধর্মালিঙ্গম। তাঁর বাবা এন ধর্মালিঙ্গম ছিলেন ডিএমকের বিধায়ক। এই প্রথমবার কোনও রাজ্য ভারতীয় মুদ্রার প্রতীককে খারিজ করে নিজেদের পৃথক প্রতীক হাজির করল।

যদিও ডিএমকের মুখপাত্র এ সরাবনান বলেছেন, তাঁরা মোটেও ভারতীয় মুদ্রার সরকারি প্রতীককে খারিজ করেননি। বরং 'রু'-র ব্যবহারের মাধ্যমে তামিল ভাষার প্রসারের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ডিএমকের এই সাফাই মানতে পারেনি বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি আন্নামালাই বলেন, 'ডিএমকে সরকারের ২০২৫-২৬-এর রাজ্য বাজেটে একজন তামিলনাড়ুর ভূমিপুত্রের তৈরি করা ভারতীয় মুদ্রার প্রতীক বদলে দেওয়া হয়েছে।' উদয় কুমারের পিতৃপরিচয় উল্লেখ করে আন্নামালাই লিখেছেন, 'এমকে স্ট্যালিন আপনি এতটা মূর্খ কীভাবে হলেন? উনি তামিলনাড়ুর বাসিন্দাদের গোটা দেশের কাছে হাস্যাস্পদে পরিণত করেছেন।' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের খোঁচা, '২০২৫-২৬ তামিলনাড়ু বাজেটের দলিল থেকে মুদ্রার প্রতীক সরিয়ে তামিলদের অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একজন এতটা অদ্ভুত কীভাবে হতে পারেন?' প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজন বলেন, 'ডিএমকে যা করেছে তা সংবিধানবিরোধী। তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে।'

মৃত্যু মাগুরার শিশুর

ঢাকা, ১৩ মার্চ : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফলেই গেল। টানা পাঁচ দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানির পর বৃহস্পতিবার মৃত্যুর কাছে পরাজিত হল মাগুরার ৮ বছরের নির্যাতিতা শিশু 'আছিয়া'। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া যেমন নেমে এসেছে তেমনই ধর্ষক, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন প্রতিবাদীরা। এদিন দুপুরে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মৃত্যু হয় আছিয়ার। ৫ মার্চ মাগুরায় বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল আছিয়া। মাগুরা, ফরিদপুর এবং ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে ৮ মার্চ সংকটাপন্ন অবস্থায় সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাকে।

নির্যাতিতার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এই মামলার আসামিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। শিশুটির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও। যে কোনও প্রয়োজনে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে সেনা। ধর্ষণের অভিযোগে ইতিমধ্যে শিশুটির ভগ্নীপতি, বোনের শ্বশুর,

ইউনূসের শোক

শাশুড়ি এবং ভাসুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাগুরার ঘটনায় দেশজুড়ে নিন্দা এবং প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। পরে সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর কপ্টারে মাগুরায় নিয়ে যাওয়া হয় আছিয়ার নিথর দেহ। সেখানে ততক্ষণে ভিড় জমিয়েছিল স্থানীয় মানুষজন। আছিয়ার মরদেহের সঙ্গে হেলিকপ্টারে মাগুরায় যান তার মা এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

মসজিদে মাইকে না

লখনউ, ১৩ মার্চ : শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর রাজ্যে মন্দির, মসজিদ চত্বরে স্থায়ীভাবে শব্দদূষণ প্রতিরোধে লাউডস্পিকারের ব্যবহার বন্ধ করতে উদ্যোগী হলেন।

বুধবার লখনউয়ের সার্কিট হাউসে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন তিনি। সেই সময়ই ধর্মীয় স্থানগুলিতে লাউডস্পিকারের ব্যবহার ও তা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ ওঠে। আগামীকালের হোলি উৎসবেও উচ্চস্বরে ডিজে বাজানো চলবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিষয়টির মোকাবিলা কড়া হাতে করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালে বলেছিল, ধর্মীয় কাজে লাউডস্পিকারের ব্যবহার অপরিহার্য নয়। শব্দদূষণের কারণে উপাসনালয়গুলিও শান্তি এড়াতে পারবে না। এবার বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

এদিকে, রমজান মাসের জুম্মাবারে পড়েছে হোলি উৎসব। হিন্দুদের উৎসব হোলির দিনেই জুম্মার নমাজ পড়বেন মুসলিমরা। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের সমস্ত মসজিদ প্লাস্টিকের চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সম্ভালের ঐতিহাসিক জামা মসজিদেও পড়েছে চাদরের আচ্ছাদন। শুধু জামা মসজিদই নয়, সম্ভালের আরও ৯টি মসজিদকেও টারপোলিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। জামা মসজিদের সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে গত নভেম্বরে হিংসায় সম্ভালে পাঁচজন মারা গিয়েছিলেন। আহত হন ২০জন পুলিশকর্মী।

ইসরোর সাফল্য

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ : স্পেডেক্স মিশনের অন্তর্গত 'আনডকিং' পরীক্ষাতেও সফলভাবে উতরে গেল ইসরো। বৃহস্পতিবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, স্পেডেক্সের 'ডকিং' অর্থাৎ দুটি মহাকাশযানের সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সাফল্যের পর এবার 'আনডকিং' অর্থাৎ দুটি মহাকাশযানের বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়াটিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

ইসরো জানিয়েছে, স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট (স্পেডেক্স) মিশনের অংশ হিসেবে দুটি উপগ্রহ, এসডিএক্স-০১ ও এসডিএক্স-০২-কে সফলভাবে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এটি ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, স্পেডেক্সের প্রযুক্তিগত পরীক্ষার এহেন সাফল্য আগামীদিনে চন্দ্রযান-৪ মিশনের পথ আরও প্রশস্ত করে দিল বলেও জানিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। এছাড়া চাঁদে ও মহাকাশে মানুষ পাঠানো, নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরির মতো যে-সব স্বপ্ন রয়েছে ইসরোর, তা পূরণের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল ভারত। কীভাবে দুই মহাকাশযানের 'আনডকিং' প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, তার একটি ভিডিও এদিন ইসরো প্রকাশ করেছে।

ইসরোর সফল আনডকিংয়ের কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে

স্পেডেক্স আনডকিং

বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেন, 'অভিনন্দন টিম ইসরো। প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক খবর। আগামীদিনে ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন, চন্দ্রযান-৪, গগনযান সহ সমস্ত মিশনের সাফল্যের অপেক্ষায় থাকব।'

লীলাবতীতে তছরুপে ব্ল্যাক ম্যাজিকের জল্পনা

মুম্বই, ১৩ মার্চ : মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনায় নতুন মোড়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শুধু অর্থ তছরুপই নয়, প্রতিষ্ঠানের অন্দরে 'কালা জাদু' চর্চারও প্রমাণ মিলেছে।

প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা অর্থ আত্মসাতের পাশাপাশি ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চার অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতালের ট্রাস্টি বোর্ডের (পরিচালন সমিতি) বর্তমান সদস্যরা। পরিচালন সমিতির পুরোনো সদস্যরাই ১২০০ থেকে ১৫০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগের আঙুল মূলত হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কিশোর মেহতার ভাই বিজয় মেহতা এবং তাঁর আত্মীয়দের দিকে।

মঙ্গলবার রাতেই তহবিল তছরুপ এবং কালা জাদুর চর্চা সংক্রান্ত জোড়া অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। পরিচালন সমিতির বর্তমান সদস্যদের দাবি, হাসপাতালে পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সদস্যদের দপ্তরের নীচে চিতাভস্ম রাখার আটটি পাত্র পাওয়া গিয়েছে। সেগুলিতে হাড় এবং মানুষের চুল মিলেছে। যা কালা জাদু চর্চার ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমান ট্রাস্টিরা আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে তিনটি এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে এবং চতুর্থ মামলাটি বিচারাধীন। ট্রাস্টের স্থায়ী ট্রাস্টি প্রশান্ত মেহতা জানান, 'আমরা লীলাবতী ট্রাস্টের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। হাসপাতালের রোগীদের কল্যাণে বরাদ্দ অর্থ যাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, তাঁরা কেবল আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি, একইসঙ্গে ধ্বংস করতে চেয়েছেন হাসপাতালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেও।'

একটি ফরেন্সিক অডিট তদন্তে ১,৫০০ কোটিরও বেশি টাকার

দুর্নীতি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ করেন মেহতা। তাঁর কথায়, 'অবৈধভাবে নিযুক্ত এই প্রাক্তন ট্রাস্টিরা বিদেশে, বিশেষ করে দুবাই ও বেলজিয়ামে বসবাস করেন। তাঁরা হাসপাতালের কেনাবেচা সংক্রান্ত চুক্তিতে দুর্নীতি করেছেন এবং ট্রাস্টের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে উড়িয়েছেন।'

লীলাবতী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ও মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার পরমবীর সিং বলেন, বর্তমান ট্রাস্টিরা যখন হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন কিছু কর্মচারী জানান, তাঁদের অফিসের মেঝের নীচে কিছু কালা জাদুর সামগ্রী রাখা হয়েছে। পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের উপস্থিতিতে এবং ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে মেঝে খোঁড়া হলে মানবদেহের হাড়, চুল, চাল সহ কালা জাদুর নানাবিধ উপকরণ পাওয়া যায়।

কালা জাদুর অভিযোগ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রথমে পুলিশ সেটি নিতে অস্বীকার করেছিল। পরে আদালতে মামলা হলে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি লীলাবতী হাসপাতালের আর্থিক নথিপত্রের অডিট করা হয়। সেইসময়ই হাসপাতালের তহবিলে নয়ছয়ের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনায় হাসপাতালের প্রশাসনিক কাঠামো ও আর্থিক পরিচালনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, তহবিল তছরুপ এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং শাস্তি পাবেন দোষীরা।

পথ আটকে গজরাজ।। *চিলাপাতার রাস্তায় বৃহস্পতিবার।*

স্টাইপেন্ডের আবেদনের সময়সীমা বাড়ল

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ : বন্ধ ও খোলা সমস্ত বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ডের আবেদন করার সময়সীমা আরও ৭ দিন বাড়িয়ে দিল টি বোর্ড। এজন্য সার্ভিস প্লাস নামে আনলাইনের পোর্টালটি ফের খোলা হয়েছে। এর আগে আবেদনের শেষ দিন ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গত বৃহস্পতিবার টি বোর্ডের তরফে তাঁদের শিলিগুড়ির আঞ্চলিক কার্যালয়কে চিঠি দিয়ে ওই পোর্টাল মারফত এখন আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে আরও বেশি চা বাগানের দুঃস্থ শ্রমিক পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত। টি বোর্ডের আমন্ত্রিত সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘সম্প্রতি কলকাতায় টি বোর্ডের সাধারণ সভায় আবেদনের সময় বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিছু টেকনিকাল কারণে অনেকে আবেদন করতে গিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়ছিল বলে জানা যাচ্ছিল।’

স্টাইপেন্ডকে ৩টি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক পরিবারের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়াদের পুরস্কার প্রদান, বন্ধ চা বাগান সহ প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যয়ের শিকার চা বাগানগুলির শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বইপত্র ও ইউনিফর্ম বাবদ অনুদান এবং বড়, ক্ষুদ্র দুই ধরনের বাগানেরই শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত সহযোগিতা।

তুষারে বন্ধ ছাঙ্গুর রাস্তা

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : আবহাওয়ার পট পরিবর্তন ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। বৃষ্টির সৌজন্যে স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে পারদ পতন। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতীক্ষাই সার, ঘটছে না তুষারপাত। উলটো দিকে দফাওয়ারি তুষারপাত হয়ে চলেছে পাশের সিকিম পাহাড়ে। বুধবার রাত থেকে এতটাই ভারী তুষারপাত হয়েছে পূর্ব সিকিমে যে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে ছাঙ্গুর মতো পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তা। এমন পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাঙ্গুর পারমিট দেওয়া বন্ধ রেখেছে সিকিম প্রশাসন। হোলির ছুটিতে অনেকেই এখন সিকিমে বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটা অংশ বেছে নিয়েছিল ছাঙ্গু, নাথু লা বা সিল্ক রুট। তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে। যান চলাচল বন্ধ থাকা বা পারমিট ইস্যু না হওয়ায় তাঁদের হোটেলে থাকতে হচ্ছে বা অন্য জায়গা বেছে নিতে হয়েছে।

এদিকে তুষারপাত শুরু হয়েছে উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। তবে এখানকার পরিস্থিতি নাথু লা বা ছাঙ্গুর মতো হয়নি। ইতিমধ্যে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে আগামী ১৫ মার্চ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধবিরতিতে রাজি পুতিন

নিউজ ব্যুরো, ১৩ মার্চ : আমেরিকার প্রস্তাব মেনে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তবে তার আগে দু’দেশের যুদ্ধের মূল কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে, শর্ত পুতিনের। এব্যাপারে বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। সেই ২০২২ সাল থেকে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। তাঁর ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে দুই দেশই রাজি হবে বলে বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে আশা প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

সমালোচনায় অধীর

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, ‘রাজ্যের ভবিষ্যৎ, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও আলোচনা নেই বিধানসভায়। তার বদলে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে তর্জা চলছে। আর মুখ্যমন্ত্রী সেটা উপভোগ করছেন।’

আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে জিএনএলএফ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিজেপিকে ৫ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল শরিকদল জিএনএলএফ। এই দাবিকে সামনে রেখে নিজের মাথায় কালো কাপড় বেঁধে গোটা পাহাড়ে কালো পতাকা ঝোলানোর ঘোষণা করেছিলেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং। কিন্তু মনের দেওয়া সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখনও পাহাড় সমস্যা মেটাতে কোনও উচ্চবাচ্য করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বারবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে দাবি করলেও সেই বৈঠক এখনও অধরা। এই সময়ের মধ্যে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একাধিকবার চিঠি দিয়ে দ্রুত পাহাড় নিয়ে পদক্ষেপ দাবি করেছেন। কিন্তু তাতেও সাড়া দেয়নি কেন্দ্র। সেকারণে মুখরক্ষায় ফের আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে জিএনএলএফ। তবে, সেই আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। সূত্রের খবর, শীঘ্রই জেলা কমিটির বৈঠক ডেকে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন মন ঘিসিং। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেছেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।’

পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বহুবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছে মোর্চা, জিএনএলএফ। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটেও জিএনএলএফ শুধুমাত্র স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফের বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিল বলে মন জানিয়েছেন। কিন্তু ভোট পেরোতেই এনিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ কেন্দ্রের।

গত বছর ২৭ জুলাই গোর্খা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রকে চরম বার্তা দেন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং। কার্সিয়াংয়ের লংভিউ চা বাগানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, ‘কোনও দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বুঝি না, ৫ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে কেন্দ্রকে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।’ এরপর দার্জিলিংয়ের বিধায়ক তথা জিএনএলএফের মহাসচিব নীরজ জিম্বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে দ্রুত পাহাড় নিয়ে পদক্ষেপ দাবি করেন। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানান। আর আগে সাংসদ জানিয়েছিলেন, ‘দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।’ কিন্তু সেটাও এখনও হয়নি। ফলে জিএনএলএফের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সাংসদ অবশ্য বলেছেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ত্রিপাক্ষিকের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শীঘ্রই বৈঠক ডাকা হবে।’

দাবি মেটেনি

- পাহাড় সমস্যার সমাধানের দাবিতে বহুবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছে মোর্চা, জিএনএলএফ
- ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে জিএনএলএফ শুধুমাত্র স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিল
- কিন্তু ভোট পেরোতেই এনিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ কেন্দ্রের
- সাংসদ বারবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে দাবি করলেও বৈঠক এখনও অধরা
- ফের আন্দোলনের পথে হাঁটতে চলেছে জিএনএলএফ

সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে ব্যবসায়ী

তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ

কলকাতা, ১৩ মার্চ : সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে নাজেহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গের এক ব্যবসায়ীর। এই অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির ওই ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। কসবা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে জেনারেল ডায়েরি হয়েছে। কিন্তু এফআইআর দায়ের করা হয়নি। এই মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যখন এফআইআর দায়ের হয়নি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে নোটিশ দিয়ে ডাকছে। তবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মতো ঘটনায় ওই ব্যক্তির নাম জড়ানোয় প্রাথমিক অনুসন্ধানে তাঁকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।

তাঁর আইনজীবী সায়ন দে আদালতে জানান, ১৭ ডিসেম্বর ওই ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে বলে বুঝতে পারেন। তাঁর অ্যাকাউন্টে ৮৮ লক্ষ টাকা দফায় দফায় তিন দিনের মধ্যে ভূতুড়ে অ্যাকাউন্ট থেকে জমা পড়ে। আবার সম পরিমাণ টাকা বেরিয়েও যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। কিন্তু এর মধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার থানার তরফে তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপ ও ই-মেলে মেসেজ পাঠিয়ে তলব করা হয়। পুলিশের তরফে ওই ব্যক্তির কাছে দাবি করা হয়, ওই ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে এক বৃদ্ধের টাকা ঢুকেছে। সেই টাকা তাঁকে মেটাতে হবে। তাহলে বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার তোপ দেওয়া হয়। তবে রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয়, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র সাইবার থানায় একটি অভিযোগের ভিত্তিতে তারা ময়নাগুড়ি থানায় যোগাযোগ করে। ময়নাগুড়ি থানার সহায়তায় কুরুক্ষেত্র সাইবার থানা ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তাঁকে নোটিশ দিয়ে কুরুক্ষেত্র থানায় যেতে বলা হয়। ওই ব্যক্তি এই ধরনের সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। তিনি তাঁর অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেন। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এর সঙ্গে কসবা থানার যোগসূত্র কোথায়? রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে ডাকা হয়। ওই বৃদ্ধ ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগ করেছেন। তবে আবেদনকারী অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। তা নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগও করেছেন। কসবা থানায় অভিযোগকারী ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশের যোগসূত্র রয়েছে। তাঁকে টাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে। তিনি চাপের কাছে নতি স্বীকার না করতে চাইলে তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে পুলিশ। তাই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তারপরই বিচারপতি এই ঘটনায় পুলিশকে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়ে ওই ব্যক্তিকে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেন।

দেড় শতাব্দীতে সর্বনিম্ন উৎপাদন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ‘উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড’ আওয়াজ এখন আর ধাক্কা খায় না পাহাড়ের গায়ে। বনধ ভুলেছে শৈলরানি। কিন্তু দার্জিলিংয়ের ‘দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে’ এখন ঘনঘটা। দিনকয়েকের বৃষ্টিতে ফার্স্ট ফ্লাশ নিয়ে যখন আশার আলো ডুয়ার্সে, তখনই চরম ধাক্কা লাগল পাহাড়ি চায়ে। টি বোর্ডের তথ্যে স্পষ্ট, বনধের ২০১৭-কে বাইরে রাখলে গত বছরই ১৬৯ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে কম উৎপাদন হয়েছে দার্জিলিং চায়ের। এমন হতাশাজনক পরিস্থিতির জন্য কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনিচ্ছা, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, একের পর এক বাগান নতুন গোষ্ঠীর হাতে চলে যাওয়া, ১২টি চা বাগান বন্ধকে বড় করে দেখানো হলেও মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে আগামীর সঙ্গে যুঝবে দার্জিলিং চা?

দার্জিলিংয়ে উৎপাদিত ‘সিলভার নিডেল হোয়াইট টি’ কিছুদিন আগে এক কেজি পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হওয়ায় কম হইচই হয়নি। বিশ্বের বিরলতম এমন চা উৎপাদন করে চিনের ফুজিয়ানকে টেক্কা দিয়েছে ভারতের শৈলরানি, সে সময় বক্তব্য ছিল অনেকের। কিন্তু বাস্তব ছবিটা যে ভিন্ন, স্পষ্ট হয়ে গেল টি বোর্ডের প্রকাশিত তথ্যে।

ওই তথ্য অনুসারে, ’২৪-এ দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদিত হয়েছে ৫.৬ মিলিয়ন কেজি। যা ’২৩-এ ছিল ৬ মিলিয়ন কেজির কিছুটা বেশি। ’১৭ সালকে বাইরে রাখলে এত কম উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ড। রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিমল গুরুংদের বিবাদে ’১৭-তে পাহাড় সাক্ষী থেকেছে নজিরবিহীন টানা ১০৪ দিন বনধের। ফলে ওই বছর দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.২১ মিলিয়ন কেজি। যা পাহাড়ের চা বাগানে অশনিসংকেত ডেকে এনেছিল।

গত শতাব্দীর সাতের দশকেও দার্জিলিংয়ে চা উৎপাদন হত ১০ মিলিয়ন কেজির বেশি। অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ দশকে প্রায় ৫০ শতাংশ উৎপাদন কমেছে।

এখন পাহাড়ের শাসকদলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মধুর সম্পর্ক। নেই পৃথক রাজ্যের দাবিতে কোনও আন্দোলন বা টানা বনধ। তাহলে কেন উৎপাদনে মার খাচ্ছে দার্জিলিংয়ে? চা শিল্পপতিদের একাংশের বক্তব্য, আন্দোলন না থাকলেও শ্রমিকদের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। এখন বাগানের কাজে অনিয়মিত শ্রমিকরা। ইচ্ছে হলে তাঁরা বাগানে আসেন, অন্যথায় ঘরে বসে থাকেন। এ কারণে আগে যেখানে বছরে ২৫-৩০ বার চা পাতা তোলা হত, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬-১৮’তে। এছাড়াও রয়েছে পরিচর্যার খরচ বৃদ্ধি। এক সময় পুরোনো চা গাছ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি খরচ হত ৩ লাখ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা। এমন সমস্যার সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন বিপদ ডেকে এনেছে বলে মনে করছেন চা শিল্পপতিদের বড় অংশ। সিসিপিএ’র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলছেন, ‘অন্য সমস্যা রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।’ তবে এমন পরিস্থিতির জন্য শ্রমিকদের একাংশ মনে করছেন, মোট উৎপাদনে ঘাটতির মূলে রয়েছে বন্ধ ১২টি চা বাগানও। তাছাড়া একাধিক চা বাগান এখন পরিচালিত হচ্ছে নতুন মালিকের হাতে। ফলে পরিচর্যার দিকে তাঁরা সেভাবে নজর দিচ্ছেন না। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন যে পরিস্থিতির বদল ঘটিয়েছে, তা অস্বীকার করছেন না তাঁরা।

অন্য সমস্যা রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।

অরিজিৎ রাহা
সেক্রেটারি জেনারেল, সিসিপিএ

সভার কলেবর

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সমস্ত সদস্য, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুরনিগমগুলির কাউন্সিলারদের বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। বেশ কিছুদিন শুধু ডায়মন্ড হারবারে নিজের কেন্দ্রে নিজেকে আটকে রাখার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আবার রাজ্য স্তরে সক্রিয় হলেন।

এতে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, শুধু কি ভোটার তালিকার ভূত ধরার অভিযানের তদারকিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে ওই বৈঠক? নাকি সাংগঠনিক বিষয়ে মতামত বা নির্দেশ দেবেন তৃণমূলের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা? মমতা এই বৈঠক সম্পর্কে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নীরবতা বজায় রেখেছেন। অন্য সিনিয়ার নেতারাও কিছু বলেননি। ফলে দলের মধ্যে আলোচনায় নানা বিষয় উঠে আসছে।

কারও কারও মতে দোলের পর এই বৈঠক তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যদি মমতার বৈঠকের বিকল্প হিসাবে অভিষেকের সভা উঠে আসে, তাতে মমতার সভার গুরুত্ব লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা থাকতে পারে। যদিও দলের অন্য কারও কারও মতে তৃণমূল নেত্রীর সম্মতি না নিয়ে এই সভা হচ্ছে না। তাঁর অনুমতি না থাকলে এই বৈঠক তিনি স্থগিত করে দিতেন। যেমন তাঁর সঙ্গে কথা বলে গঠন করা হয়নি বলে জেলা স্তরে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া তিনি আটকে দিয়েছিলেন।

কোনও জল্পনার সমর্থন বা বিরোধিতায় দলীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া অবশ্য মেলেনি। তবে ভূতুড়ে ভোটার যাচাইয়ের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা সম্ভবত খতিয়ে দেখবেন অভিষেক। এই বৈঠক থেকে জেলা স্তরে কমিটি গঠন হবে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে দলে। তৃণমূলের সমস্ত সিদ্ধান্ত তিনি একা নেবেন বলে তৃণমূল নেত্রীর ঘোষণার পর অভিষেকের বৈঠকে তাই চোখ আছে গোটা দলের। অভিষেকও আবার কতটা সক্রিয় হন, নজর থাকবে সেদিকে।

রুল জারি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মার্চ মাসের ৬ তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করায় স্বপন সাহার বিরুদ্ধে এদিন রুল জারি করে হাইকোর্ট।

স্বপন ভৌমিকের আইনজীবী সুমন সাহা বলেন, ‘আদালত স্বপন সাহার বিরুদ্ধে রুল জারি করে নির্দেশ দিয়েছে আগামী ৩ এপ্রিলের মধ্যে স্বপন ভৌমিকের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার পাশাপাশি সশরীরে তাঁকে হাইকোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতে পারে।’ মাল পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, ‘এখনও আদালতের কোনও লিখিত নির্দেশ হাতে পাইনি। কোনও নির্দেশ এলে সেটা আলোচনা করে দেখা হবে।’ প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজের উত্তরও দেননি।

হিন্দু সুরক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : আগামী সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের বার্ষিক সম্মেলন। সেখানে বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষা নিয়ে রেজোলিউশন পাশ করা হবে বলে সংগঠন সূত্রের খবর। মার্চ মাসের ২১ থেকে ২৩ তারিখ বেঙ্গালুরুতে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা (এবিপিএস)-র বার্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা হবে কানাডায় খালিস্তানিদের সক্রিয়তা নিয়েও। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও।

পরীক্ষা শেষে ফের আন্দোলন মেডিকেলে

টিএমসিপি’র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ২৪ ঘণ্টা পরেও চাপা উত্তেজনায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। নতুন করে বুধবারের মতো হাতাহাতির ঘটনা না ঘটলেও বৃহস্পতিবারও পড়ুয়াদের দুই পক্ষ নিজেদের অবস্থানে অনড়। একপক্ষ ডিনের পাশে দাঁড়িয়ে হাসপাতাল সুপারকে স্মারকলিপি দেয়। অন্যপক্ষ আবার পালটা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ডিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি ডিনের পক্ষ নেওয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের মারধর করার অভিযোগ তুলেছে। সবমিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের দুই পক্ষের বিবাদ চরমে।

ডিন ডাঃ অনুপম নাথ গুপ্তা বৃহস্পতিবার মেডিকেলে আসেননি বটে, কিন্তু ইন্টার্ন সানি মান্নাকে তাঁর শোকজ করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবারও নিজেদের শক্তি জাহির করার চেষ্টা করল দুই পক্ষ। ৯ মার্চ লেকচার থিয়েটার ৪০০-তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল খেলা দেখানোর ঘটনায় ইন্টার্ন সানিকে শোকজ করেন ডিন। যাকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় মেডিকেলে। হাতাহাতিতে জড়ায় দুই পক্ষ। ডিনকে ঘেরাওমুক্ত করে মাটিগাড়ার থানার পুলিশ। এদিনও রয়েছে তার রেশ। যথারীতি এদিন মেডিকেলে পা রাখেননি ডিন। না আসার কারণ নিয়ে টেলিফোনে ডিন বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে অফিসে যাইনি। আর কোনও কথা বলতে পারছি না।’ একটি সূত্রে খবর, দুপুরে মাটিগাড়া থানায় যান ডিন। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ডিনের ঘরের বাইরে থাকা নেমপ্লেট উধাও হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তা অস্পষ্ট।

এদিন সকালে মেডিকেল স্বাভাবিক থাকলেও পরীক্ষা শেষে আসরে নামে দুই পক্ষ। ডিনের পাশে দাঁড়ানো পড়ুয়াদের পক্ষে সার্জারি বিভাগের হাউস স্টাফ শাহাদত ইসলাম বলেন, ‘ডিনকে যারা হেনস্তা করেছে বা মেডিকেলের শান্তি বিঘ্নিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যাতে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয়, তার জন্য সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছি। শোকজ কোনও শাস্তি নয়। ডিনের সঙ্গে কথা বললেই হত।’

অন্যদিকে, ডিনের বিপক্ষে থাকা পড়ুয়ারা অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায়। ডাঃ রনিত সাঁই বলেন, ‘সানি যুক্ত নয়, তবে কেন জবাব দিতে যাবে? কালকে মেয়েদের মারধর করা হলেও ডিন ম্যাডাম পাশে দাঁড়াননি।’ তাঁর অভিযোগ, ‘ডিনের মেয়ে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী তিনি পরীক্ষা ব্যবস্থায় থাকতে পারেন না। কিন্তু বুধবার আন্দোলনের মাঝে ডিন বারবার পরীক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন।’ অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে ডিনকে বিকালে ফোন করা হলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নাম শুনে ফোন কেটে দেন তিনি। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, ‘পরীক্ষার জন্য আলাদা একটি টিম থাকে। পরীক্ষা পরিচালনা হল ইনচার্জের কাজ।’ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি ছাত্রদের একাংশের। ছবি : সূত্রধর

থমথমে পরিবেশ

- ইন্টার্ন শোকজের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পরেও থমথমে মেডিকেল
- পরীক্ষা শেষে ফের আন্দোলনে দুই পক্ষের পড়ুয়ারা
- তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের দুই পক্ষের বিরোধ বাড়ছে

সভাপতি পদে নাম

প্রথম পাতার পর

সভাপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নিতে হল? মনোনয়নপত্র পেশ করা নিয়ে দলের কার্যালয়ের সামনে এদিন জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। আমরাও দলের কর্মী। আমারও দলের সদস্যপদ রয়েছে। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কিছুই জানতে পারলাম না। এখানে জেলা নেতৃত্বের কিছু কাছের লোকজনের নাম পাঠানো হয়েছে।’ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ওই তালিকা থেকে কাউকে সভাপতি করা হলে বিধানসভা নির্বাচনে এর ফল ভুগতে হবে দলকে।’ এই ব্যাপারে জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী গোটা বিষয়টি এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, ‘এটা আমার বিষয় নয়। যে কারণে আমি এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেবলমাত্র অলোক চক্রবর্তী নন। দলের অন্দরেও নামের তালিকা নিয়ে দ্বিমত তৈরি হয়েছে। দলের কর্মীদের অভিযোগ, যাঁদের নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব আকারে গিয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই বাপি এবং সাংসদ জয়ন্তর ঘনিষ্ঠ। যে চারজনের নাম এদিন জমা পড়েছে তাঁদের মধ্যে সভাপতির দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন শ্যামল। যদিও শ্যামলকে নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভবিক্ষোভ রয়েছে। কর্মীদের দাবি, শ্যামল খুব অল্প সময়ে দলে এসেছেন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ন্ত রায় জয়ী হওয়ার পর শ্যামল তাঁর আপ্তসহায়ক হয়েছিলেন। তার আগে তিনি দলের মণ্ডল বা জেলার কোনও পদে ছিলেন না। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্যামলকে কনভেনার করার সময়ই দলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই শ্যামলকে যদি সভাপতি করা হয় তাহলে দলের অন্দরে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে কর্মীদের আশঙ্কা। দধিরামও বাপির ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত। তিনিও কর্মীদের অপছন্দের তালিকায় রয়েছেন। চন্দন এবং মনোজ সভাপতির দৌড়ে এই দুজনের সঙ্গে কতটা পেরে উঠবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। দলের অতিরিক্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার বলেন, ‘চারজন সভাপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের সেই মনোনয়নপত্র আমরা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।’

হিমন্তই রোল মডেল

প্রথম পাতার পর

বঙ্গ বিজেপির যে মুখগুলো আসলে দল পালটে গেরুয়াধারী, অতীতে আরএসএসের মধ্যে কেউটে সাপ দেখতেন, তাঁদের অধুনা আদর্শ অসমের মুখ্যমন্ত্রী দলবদলিয়া হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আগে বলা হত, আরএসএসের আশীর্বাদ মাথায় না থাকলে কোনও রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায় না। বিশ্বশর্মা প্রাণপণ চেষ্টায় ছিলেন নিজেকে ঘোরতর মুসলিমবিদ্বেষী প্রমাণ করার। এবং তাতে ফল পেয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে কেন্দ্রে কার্যত ‘দেশান্তরী’ করে অসম মুঠোয় নিয়েছেন হিমন্ত। যা খুশি বলছেন মুসলিমদের নিয়ে। সেই পথেই বাংলার নব্য বিজেপিরা।

শুভেন্দু পদ্মপ্রেমে ডুবেছেন তৃণমূল ছেড়ে। চে গেভারার উল্কি হাতে আঁকা শংকর গিয়েছেন সিপিএম থেকে বিজেপিতে। তাঁরা যে এখন কত হিন্দুত্ববাদী, দলে তাঁদের প্রমাণ করার দায় অনেক। তাই লাল টিপ, আর মুসলিম বিদ্বেষে দুই ‘শ’ পাল্লা দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন কথাবার্তায়। তাঁদের তুলনায় দিলীপ ঘোষ, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত ম্লান। তমলুক আর শিলিগুড়ির বহু লোক ভাবেন, আচ্ছা, এঁদের সঙ্গে আমরা এককালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে একসঙ্গে হেঁটেছিলাম না? যন্ত্রণায় দগ্ধ দ্বিধার জন্ম দেন, ওই দৃশ্যগুলো কি সব স্বপ্ন ছিল?

ঘরের পাশে সোনার বাংলা জাতিগত দ্বন্দ্বে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হত্যা, হত্যা, লুট, লুট... প্রাণভয়ে বহু বাংলাদেশি দেশছাড়া। চলছে জঙ্গলরাজ। শুভেন্দু-শংকররা কি এসব দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না? হুমায়ুন-সিদ্দিকুল্লাহ? তাঁরাও তো উসকানিমূলক কথাবার্তায় ওস্তাদ।

এই ২০২৫-এ যে কোনও ভদ্রলোক হিন্দু-মুসলিম তুলে কথা বলতে পারেন, বিশ্বাস হয় না। তবে এটাই বাস্তব। শুভেন্দু উবাচ, ‘ওদের দলের যে ক’টা মুসলমান বিধায়ক জিতে আসবে, চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলব। এই রাস্তায় ফেলব।’ হুমায়ুনের পালটা হুংকার, ‘এই কথা প্রত্যাহার না করলে ৪২ জন বিধায়ক বিধানসভার ভিতরে আপনার যে ঘর আছে, তার বাইরে আপনাকে আমরা বুঝে নেব। আপনি পারলে ৬৬ জন নিয়ে আমার মোকাবিলা করবেন।’ ইনি বলছেন, রাস্তায় তুলে ফেলার কথা। উনি বলছেন, ঠুসে দেওয়ার কথা। চমৎকার! পাড়ার মস্তানরাও এভাবে কথা বলে না আজকাল।

বিধায়কদের মুখে মস্তানদের বুলি শুনে একদল আনন্দ পেতে পারে, তবে সমাজের ক্ষতিই। গ্রামে, মফসসলে আধা-সিকি নেতাদের আরও দাদাগিরি বাড়বে এসব দেখেশুনে। প্রভাব পড়বে সাধারণের ওপর।

এই তো পঞ্জাবের মোহালিতে সামান্য পার্কিং নিয়ে তর্কাতর্কিতে প্রাণ চলে গেল এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর। কলকাতার বিজয়গড়ও এমন দৃশ্য দেখেছে সপ্তাহ আগে। শিক্ষিতরাও এত উগ্র হচ্ছেন কেন?

বাজে কথা বলার জন্য রাজ্যের কিছু নেতা অবশ্য মুখিয়ে থাকেন এখন। সৌগত রায়ের বড় সাধ হয় রোহিত শর্মাকে নিয়ে ক্রিকেটীয় জ্ঞান বিলোনোর। নবদ্বীপের তৃণমূল পুরপ্রধান বিমানকৃষ্ণ সাহার নাম কেউ শুনেছেন? শোনেননি। তাঁরও তো সাধ হয় খবরে থাকতে। তাই অনায়াসে বলে দেন, দোলের সময় তিনদিন নবদ্বীপে সবারই নিরামিষ খাওয়া উচিত।

একবার বলেন, এটা অনুরোধ। একবার বলে দেন, ওটা আইন। বাংলার বিভিন্ন শহরেই এমন অনেক লোককে পাবেন। উত্তরবঙ্গে যেমন উদয়ন গুহ, সুকান্ত মজুমদার, নগেন রায়, রহিম বক্সী...। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, নিশীথ প্রামাণিক কোথায় হারিয়ে গেলেন?

আসলে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন। অনেকটা বিভ্রান্তও। বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের স্টেনগানের মোকাবিলা কী পথে করবেন। তাঁরাও কি প্রমাণ করতে যাবেন, আমরাও হিন্দু, হাম কিসিসে কম নেহি?

এসব দেখেশুনে আবার সেই হিমন্ত—শুভেন্দুর নিজেদের আপ্রাণ প্রমাণের অঙ্ক ও কপালের সিঁদুরের টিপ মনে পড়ে যায়।

লখনউ সুপার জায়েন্টস

» ২০২২ সালে আবির্ভাবেই তৃতীয়। দ্বিতীয় আসরেও থার্ডবয়। গতবার যদিও মাঠের সাফল্য নয়, মালিক-অধিনায়ক কাজিয়াতে প্রচারে ছিল টিম লখনউ। নতুন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। বদলেছে দলের খোলনলচেও। অপেক্ষা এবার ট্রফির ভাগ্য বদলের।

ঋষভ ম্যাজিকের অপেক্ষা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। চোখ এবার আইপিএলে। বিরাট কোহলির প্রতিপক্ষ যেখানে রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী রাচিন রবীন্দ্র। চিরকালীন যে বৈচিত্র্য নিয়ে ২২ মার্চ ইডেনে কেকেআর-আরসিবির ওপেনিং ম্যাচ। অষ্টাদশতম আইপিএলের পর্দা ওঠার আগে আজ লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

২০২৪-এ পঞ্চম স্থান

অধিনায়ক : ঋষভ পন্থ

হেড কোচ : জাস্টিন ল্যাঙ্গার। **সহকারী কোচ :** ল্যান্স ক্লুজনার, অ্যাডাম ভোগস
মেন্টর : জাহির খান। **ফিল্ডিং কোচ :** জন্টি রোডস
ঘরের মাঠ : একানা স্টেডিয়াম, লখনউ
প্রথম ম্যাচ : ২৪ মার্চ, দিল্লি ক্যাপিটালস
দামি ক্রিকেটার : ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি)
সেরা পারফরমেন্স : ২০২২ (তৃতীয়)

স্কোয়াড

রিটেইন
নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণোই (১১), মায়াঙ্ক যাদব (১১), মহসিন খান (৪), আয়ুশ বাদোনি (৪)।

নিলাম থেকে
ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি), ডেভিড মিলার (৭.৫ কোটি), আইডেন মার্করাম (২), মিচেল মার্শ (৩.৪), আবেশ খান (৯.৭৫), আব্দুল সামাদ (৪.২), আকাশ দীপ (৮), শাহবাজ আহমেদ (২.৪ কোটি)।

শক্তি

ব্যাটিং : নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, ঋষভ পন্থ, আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ— ব্যাটিং সম্পদ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের। যে কোনও বোলিংকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।

ভারতীয় পেস ব্রিগেড : মায়াঙ্ক যাদব, আবেশ খান, আকাশ দীপ, মহসিন খান— গতি এবং বৈচিত্র্যময় পেস ব্রিগেড। আবেশ-আকাশরা জাতীয় দলেও সাফল্য পেয়েছে।

দুর্বলতা

স্পিন ব্রিগেড : রবি বিষ্ণোই ছাড়া সেই মানের স্পিনার নেই। নবাগত এম সিদ্ধার্থ, দীগবেশ সিংরা ছাপ ফেলতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

চোট-আঘাত : প্রথম কয়েকটা ম্যাচে অনিশ্চিত ১৫০ কিলোমিটার গতির মায়াঙ্ক যাদব। ফুল ফিট নয় মিচেল মার্শ। আইপিএলে খেললেও শুধু ব্যাটিংয়ের অনুমতি দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এক্স ফ্যাক্টর

ঋষভ পন্থ : বাইশ গজে গেম চেঞ্জার। ইদানীং সময় ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। আইপিএলে বাড়তি তাগিদ থাকবে।

বর্তমান দলের

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৫৭/৫, পাঞ্জাব কিংস
সর্বনিম্ন স্কোর : ৯২, রাজস্থান রয়্যালস, ২০২২
বড় জয় : ১১১, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, ২০১১

সর্বাধিক উইকেট : ৩৯, রবি বিষ্ণোই
সেরা বোলিং : ৪/১৬, মহসিন খান
সর্বাধিক রান : ৯৫২, মার্কাস স্টোয়িনিস

থিম সং : আব আপনি বারি হ্যায়...

সম্ভাব্য একাদশ :নিকোলাস পুরান, ঋষভ পন্থ, আয়ুশ বাদোনি, ডেভিড মিলার, আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ, আব্দুল সামাদ, শাহবাজ আহমেদ, আবেশ খান, আকাশ দীপ, রবি বিষ্ণোই।

ক্রাচ নিয়ে রয়্যালস শিবিরে দ্রাবিড়

সুস্থ মার্শকে আইপিএলের ছাড়পত্র

জয়পুর, ১৩ মার্চ : দল প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে। অথচ ঠিক তার আগে পায়ে চোট হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল দল। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের আশ্বস্ত করে ক্রাচে ভর দিয়েই রাজস্থান রয়্যালসের প্রস্তুতি শিবিরে হাজির 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'!

ভারতীয় দলের জার্সিতে বরাবর প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোচিং কেরিয়ারেও দায়বদ্ধতায় এতটুকু খামতি ছিল না। রাজস্থানের হেডকোচের ভূমিকাতেও তার প্রতিফলন। পায়ে প্লাস্টার, ক্রাচে ভর করে জয়পুরে দলের শিবিরে দ্রাবিড়ের যোগ দেওয়ার যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল, প্রশংসিতও।

গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ে চোট পান। এখনও পায়ে প্লাস্টার। স্পেশাল মেডিকেল বুট পরে চলতে হচ্ছে। কবে শিবিরে যোগ দেবেন, তা নিয়ে দোলাচল তৈরি হয়। যদিও দ্রাবিড় যে ব্যতিক্রম, ফের বোঝালেন।

খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রথমে আলাপচারিতা সারেন, কথা বলেন। তারপর তরুণ তুর্কি রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে স্পেশাল ক্লাস। দ্রাবিড়ের পরামর্শমাফিক শট শ্যাডো করে দেখান যশস্বী। ক্রাচ হাতে ধরেই বুধবারের পুরো প্র্যাকটিস সেশনে উপস্থিত থাকেন। ২০১১-২০১৫, পাঁচ বছর রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্রাবিড়। ২০১৫-য় প্লেয়ার কাম কোচিংয়ের জোড়া দায়িত্ব। এবার প্রত্যাবর্তন হেডকোচের ভূমিকায়।

এদিকে, লখনউ সুপার জায়েন্টসে স্বস্তির খবর। আসন্ন মেগা লিগে মিচেল মার্শকে শুরুতেই পাচ্ছে তারা। পিঠের সমস্যায় জানুয়ারির শুরু থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন মার্শ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারেননি। আইপিএল দিয়েই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে অজি অলরাউন্ডারের। আগামী সপ্তাহে ১৮ মার্চ দলের শিবিরে যোগ দেবেন মার্শ।

মার্শের বোলিং নিয়ে অবশ্য 'যদি', 'কিন্তু' থাকছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ব্যাটিং করতে কোনও অসুবিধা হবে না। তবে বোলিংয়ে এখনও ছাড়পত্র দেননি। আইপিএলের প্রথম ভাগে হয়তো বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের ভূমিকায় দেখা যাবে অজি তারকাকে। বোলার মার্শকে পেতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে লখনউকে।

বেঙ্গালুরুতে ক্লাব ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ে চোট পান রাহুল দ্রাবিড়। এখনও পায়ে রয়েছে প্লাস্টার। স্পেশাল মেডিকেল বুট পরে তাঁকে চলতে হচ্ছে।

গত তিন মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিলেন মিচেল মার্শ। চোটপ্রবণ মার্শকে এবার দলে রাখেননি পার্থ জিন্দালরা। নিলামে ৪ কোটির বিনিময়ে অজি অলরাউন্ডারকে লখনউ নিলেও পথের কাঁটা ফের চোট ইস্যু। মার্শের পাশাপাশি চোট সারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), মিচেল স্টার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস), জোশ হ্যাজেলউড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) আইপিএলে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন বলে খবর।

কোকেন পাচারে অভিযুক্ত ম্যাকগিল

সিডনি, ১৩ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে কোকেন পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত। দোষী সাব্যস্ত হলেও সরাসরি যুক্ত না থাকায় তাঁর অপরাধকে লঘু করেই দেখছে আদালত।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালে। নিষিদ্ধ কোকেন কেনাবেচার অভিযোগ ওঠে ম্যাকগিলের বিরুদ্ধে। তার চার বছর পর টানা আটদিন শুনানির শেষে নিউ সাউথ ওয়েলসের আদালত প্রাক্তন অজি স্পিনারকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সিডনিতে ম্যাকগিলের রেস্তোরাঁতেই মাদক কেনাবেচা সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা হত। সরাসরি যুক্ত না থাকলেও দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের মাধ্যমেই। সেজন্যই তাঁকে লঘু অপরাধে দোষী বলে ঘোষণা করেছে আদালত। এদিকে সাক্ষাতের কথা মেনে নিলেও কোকেনের ব্যাপারে কিছু জানতেন না বলে দাবি করেছেন ম্যাকগিল। তবে সেই যুক্তি আদালতে অবশ্য টেকেনি।

আইপিএলে দুই বছর নিবাসিত ব্রুক

মুম্বই, ১৩ মার্চ : ৬.২৫ কোটি টাকা দিয়ে হ্যারি ব্রুককে নিলাম থেকে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তারপরও আইপিএল শুরুর কয়েকদিন আগে তিনি জানিয়ে দেন, এবারের আইপিএলে তিনি খেলবেন না। কারণ জাতীয় দলের হয়ে খেলাকেই প্রাধান্য দিতে চান। গতবছরও ব্রুক পারিবারিক কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিলামে দল পাওয়ার পরও ক্রিকেটারদের শেষ মুহূর্তে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানো আটকাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগেই নিয়ম চালু করেছিল কোনও ক্রিকেটার সরে দাঁড়ালে পরবর্তী দুইটি অকশন থেকে নিবাসিত হবেন। খেলতে পারবেন না পরবর্তী দুই আইপিএলে। সেই মতো ব্রুককে ২ বছর নিবাসিত করা হয়েছে। শাস্তির কথা বিসিসিআই থেকে ইংরেজ ব্যাটারকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অজিদের হারিয়ে ফাইনালে শচীনরা

রায়পুর, ১৩ মার্চ : ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগের ফাইনালে উঠল শচীন তেন্ডুলকারের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া মাস্টার্স। সেমিফাইনালে তারা ৯৪ রানে অস্ট্রেলিয়া মাস্টার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে ইন্ডিয়া ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২০ রান করে। ওপেন করতে নেমে শচীন ৩০ বলে রেখে এসেছেন ৪২ রান। যুবরাজ সিং ৫৯ রান করতে ৩০ বল নিয়েছেন। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১৮.১ ওভারে ১২৬ রানে অল আউট হয়। তাদের সবাধিক ৩৯ রান বেন কাটিংয়ের। শাহবাজ নাদিম ১৫ রানে ৪ উইকেট ফেলে দেন।

বিশ্বের ২ নম্বরকে হারালেন লক্ষ্য

বার্মিংহাম, ১৩ মার্চ : গতবারের চ্যাম্পিয়ন জোনাথন ক্রিস্টিকে ২১-১৩, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়ে অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার মাত্র ৩৬ মিনিটে লক্ষ্য বিশ্বের দুই নম্বর ইন্দোনেশিয়ার ক্রিস্টিকে হারিয়ে দেন। মহিলাদের সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মালবিকা বানসোদ ১৬-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে হেরে যান জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির কাছে।

মহমেডান মাঠে ফিরছে ২ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচী ও ক্লাবের প্রতিনিধিরা। ছিলেন ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস ও দলের সাপোর্ট স্টাফরাও। আইএসএলের পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়ার পাশাপাশি আলোচনার মূল বিষয় ছিল সুপার কাপ। ঠিক হয়েছে ২ এপ্রিল থেকে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান।

কাল থেকে প্রস্তুতি শুরু সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : শনিবার থেকে জাতীয় শিবির শুরু করছেন ভারতীয় দলের কোচ মানালো মার্কুয়েজ। শুক্রবার সব ফুটবলার শিলং পৌঁছাবেন। ওখানেই জাতীয় শিবির হবে। ভারতের প্রথম খেলা ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে।

'এ' দলের সঙ্গে সফরে যেতে চান গম্ভীর!

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মাঝে আর কয়েকটা দিন। ২২ মার্চ আইপিএলের উদ্বোধন। প্রায় মাস দুয়েকব্যাপী যে আইপিএল উৎসবে চোখ থাকবে ক্রিকেট বিশ্বের। চোট কাটিয়ে একঝাঁক তারকার প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি নতুন প্রতিভার উঠে আসার মঞ্চ। গৌতম গম্ভীরের চোখ যদিও জুনের ইংল্যান্ড সফরে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে।

যে লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিতে চান ভারতীয় দলের হেডকোচ। ২০ জুন হেডিংলিতে ভারতীয় সিনিয়ার দল টেস্ট সিরিজে নামবে। তার আগে 'এ' দল নিয়ে ইংল্যান্ডে যেতে ইচ্ছুক গম্ভীর। অতীতে কখনও সিনিয়ার টিমের হেডকোচ 'এ' দলের সফরসঙ্গী হননি। আগামীর ভাবনায় গম্ভীর সেই প্রথা ভাঙতে চান।

মাথায় একঝাঁক অঙ্ক । সিনিয়ার দলের ব্যাকআপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চাইছেন। লক্ষ্য ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ও ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ। ভরাডুবির অজি সফর থেকে ফিরেই নাকি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তাদের নিজের ইচ্ছের কথা জানান। গম্ভীর চাইছেন দুই মেগা ইভেন্টের জন্য রিজার্ভ বেঞ্চকে এখন থেকেই প্রস্তুত করার কাজ শুরু করতে। পাশাপাশি জুনের ইংল্যান্ড সফরে নীল নকশা তৈরি তো রয়েইছে।

সাম্প্রতিককালে 'এ' দলের স্থায়ী কোচ রাখার পথে হাঁটেনি ভারতীয় বোর্ড। এনসিএ প্রধানই দায়িত্ব সামলান। রবি শাস্ত্রীর কোচ থাকাকালীন এনসিএ-র পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড় 'এ' সফরে যেতেন। আবার দ্রাবিড় যখন হেডকোচ, তখন 'এ' দলের দায়িত্বে ভিভিএস লক্ষ্মণ। এনসিএ-র দায়িত্বে এখনও রয়েছেন ভিভিএস। ফলে 'এ' সফরে তাঁরই যাওয়ার কথা।

সেক্ষেত্রে গম্ভীরের ভূমিকা ঠিক কী হবে তা পরিষ্কার নয়। তবে বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, মেন্টর অথবা পর্যবেক্ষক হিসেবে 'এ' দলের সফরসঙ্গী হতে পারেন। জুনের ইংল্যান্ড সফরের আগে মাঝে প্রায় মাস তিনেক ভারতীয় সিনিয়ার দলের কোনও সূচি নেই। গম্ভীর চাইছেন এই সময়টাকে কাজে লাগাতে।

এদিকে, জুনের ইংল্যান্ড সিরিজের লক্ষ্যে নির্বাচকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন চেতেশ্বর পূজারা। ২০২৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর মাঠের বাইরে। ঘরোয়া ক্রিকেটে রান পেলেও অস্ট্রেলিয়া সফরে জায়গা হয়নি। যা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়। এবার ইংল্যান্ড সফরে জাতীয় দলের দরজা খুলতে নিজের হয়ে ব্যাট ধরলেন পূজারাই।

ভারতীয় দলের একদা 'ক্রাইসিসম্যান' পূজারা বলেছেন, 'দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা বরাবরই মূল লক্ষ্য। যদি আবার ডাক পাই, আমি প্রস্তুত। গত কয়েক বছরে ঘরোয়া এবং কাউন্টি ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছি। ফলে সম্ভাবনা থাকছে।' সঙ্গে পূজারার চাঞ্চল্যকর দাবি, গত অজি সফরে তিনি থাকলে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ফিরত ভারত! বলেছেন, 'অজি সফরে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। যদি আমি থাকতাম, জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যপূরণ করে ফিরতাম আমরা। এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা-সংকোচ নেই। ইংল্যান্ড সফরেও ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। জেমস অ্যান্ডারসনের পর ওদের বোলিং কিছুটা দুর্বল। এখন স্টুয়ার্ট ব্রডও নেই।'

এদিনই আবার ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন মার্ক উড। বুধবার লন্ডনে তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ইংল্যান্ডের ছিটকে যাওয়ার পর স্ক্যানে উডের হাঁটুর লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এরপরই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত। যার ফলে আগামী চার মাস ক্রিকেট থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হবে। খেলতে পারবেন না ভারত সিরিজে।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে নেই উডও

> অজি সফরে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। যদি আমি থাকতাম, জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যপূরণ করে ফিরতাম আমরা। এটা বলতে আমার কোনও দ্বিধা-সংকোচ নেই। ইংল্যান্ড সফরেও ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। জেমস অ্যান্ডারসনের পর ওদের বোলিং কিছুটা দুর্বল। এখন স্টুয়ার্ট ব্রডও নেই।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

মার্চের শেষেই প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ : রইল বাকি এক। আইএসএল, এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ অতীত। এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সবটুকু আশা এবার শুধুই সুপার কাপ ঘিরে।

তুর্কমেনিস্তান থেকে লাল-হলুদের অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলারই সরাসরি যে যাঁর দেশে ফিরেছেন। ভারতীয় ফুটবলাররাও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি হয়ে নিজেদের মতো বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। জিকসন সিং ও নাওরেম মহেশ সিং চলে গিয়েছেন শিলংয়ে জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে। কোচ অস্কার ব্রুজোঁও আপাতত ছুটিতে। যদিও তিনি সুপার কাপ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন বলে খবর। বাকি মরশুমের হতাশা ঝেড়ে ফেলতে সুপার কাপই যে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ভরসা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে খেলার বাড়তি চাপও রয়েছে লাল-হলুদের ওপর। কোচ অস্কারের কাছেও চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুতি শুরু করবে মার্চের শেষ সপ্তাহে। যদিও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। জাতীয় শিবিরে থাকা দুই ফুটবলার হয়তো কয়েকদিন পর, এপ্রিলের শুরুতে অনুশীলনে যোগ দেবেন।

রি-ইউনিয়ন। চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ১০ বছর পর অশ্বীন ফিরেছেন সিএসকে শিবিরে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর দুবাইয়ে ছুটির মেজাজে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করে তিনি লিখলেন, 'মাঠের বাইরে অবসর সময়।'

কেরিয়ার লম্বা করতে রোহিতের ভরসা অভিষেক

কেন অবসর নেবে, হিটম্যানের পাশে এবি

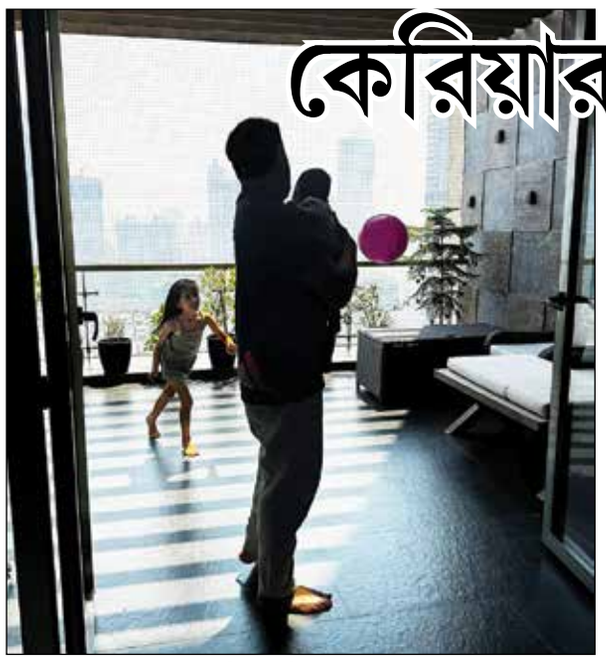

ছেলে আহানকে কোলে নিয়ে বাড়িতে মেয়ে সামাইরার খেলা দেখছেন রোহিত শর্মা। ছেলের মুখ অবশ্য অন্ধকারেই রাখলেন তিনি।

মুম্বই, ১৩ মার্চ : ক্যাবিনেটে চার-চারটি আইসিসি ট্রফি। এবার চোখ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে। ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি রোহিত এমনই ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছেপূরণে 'বন্ধু' অভিষেক নায়ারের শরণাপন্ন রোহিত। প্রাক্তন মুম্বই সতীর্থ অভিষেকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাকি রোহিত আগামীর রোডম্যাপ তৈরি করছেন।

ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত 'অবসরের' সম্ভাবনাকে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেন। জানান, বিরাট (কোহলি) এবং তিনি এখনই ক্রিকেটকে গুডবাই বলছেন না। উড়িয়ে দেননি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা। রোহিতের যে বক্তব্যের পর নয়া জল্পনা। রোহিত-ঘনিষ্ঠের দাবি, টেস্ট নয়, ভারত অধিনায়ক গুরুত্ব দিচ্ছেন ওডিআই-কে।

গত জুনে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটকে গুডবাই জানান। খবর, ওডিআই কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে টেস্ট থেকেও দ্রুত সরে দাঁড়াতে পারেন। খারাপ ফর্মের জন্য গত অস্ট্রেলিয়া সফরে শেষ টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আইপিএলের পরই সম্ভবত টেস্ট নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবেন রোহিত।

আগামীর যে রোডম্যাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকছে অভিষেক নায়ারের। জাতীয় দলের একঝাঁক তারকা অভিষেকের সঙ্গে কাজ করেছেন, করছেনও। সাম্প্রতিককালে বড় উদাহরণ লোকেশ রাহুল। এখনও যে গাঁটছড়া জারি। এবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে প্রাক্তন মুম্বই সতীর্থর শরণাপন্ন রোহিত।

> অবসরের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। সমালোচনারও। রেকর্ড রোহিতের হয়ে কথা বলবে। ফাইনালেও ৭৬ করেছে। শুধু তাই নয়, ও নিজের ব্যাটিং স্টাইলও বদলেছে ও যা কার্যকর দলের জন্য।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

অবসর বিতর্কে আবার রোহিতের পাশে দাঁড়ালেন এবি ডিভিলিয়ার্স। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার দাবি, সামনে থেকে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারত। তারপরও রোহিতকে নিয়ে প্রশ্ন অযৌক্তিক। দাবি, 'অবসরের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। সমালোচনারও। রেকর্ড ওর হয়ে কথা বলবে। ফাইনালেও ৭৬ করেছে। শুধু তাই নয়, ও নিজের ব্যাটিং স্টাইলও বদলে ফেলেছে এবং যা অত্যন্ত কার্যকর দলের জন্য।'

অধিনায়ক রোহিতকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তুলে ধরেন ৭৪ শতাংশ জয়ের হারের প্রসঙ্গ। এবির মতে, অতীতে যে কোনও অধিনায়কের থেকে জয়ের হারে এগিয়ে রোহিত। দায়িত্ব যদি চালিয়ে যায়, তাহলে সর্বকালের সেরা ওডিআই অধিনায়ক হয়ে উঠবেন। রোহিতকে নিয়ে অযথা সমালোচনা বন্ধ হওয়া উচিত।

আইসিসি এদিন রোহিতের ছবি পোস্ট করে হিন্দিতে ক্যাপশন লিখেছে, 'ভারত কা সিকান্দার।' সলমন খানের আগামী সিনেমা সিকান্দারের দিকে ইঙ্গিত করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় অধিনায়ককে সম্মানিত করেছে তারা। এজন্য আইসিসি রোহিতের একটি অ্যানিমেটেড ছবি ব্যবহার করেছে।

বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য ভেঙ্কি

বলছেন রাহানে

সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে অনুশীলনের পথে আজিঙ্কা রাহানে (উপরে)। ফিটনেস ট্রেনিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : নাইটদের সংসারে তিনি নতুন নন। শেষ কয়েক বছর ধরেই ভেঙ্কটেশ আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম ভরসা। শেষ মরশুমে দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে তাঁরও অবদান রয়েছে।

এহেন ভেঙ্কটেশকে রিটেইন করেনি কেকেআর। নিলামে ভেঙ্কিকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল নাইট টিম ম্যানেজমেন্ট। সফলও হয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। কিন্তু তার জন্য দিতে হয়েছে ২৩.৭৫ কোটির বিশাল অর্থ। নিলামের আসরে ভেঙ্কটেশের এমন দর চমকে দিয়েছে দুনিয়াকে। সঙ্গে উঠেছে প্রশ্নও, ভেঙ্কি কি এমন বিশাল মাপের অর্থ পাওয়ার যোগ্য?

আজ বিকেলে ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর ডেপুটি ভেঙ্কটেশকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাইটদের নয়া অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য তাঁর ডেপুটি। কেন তিনি এমন মনে করছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট অধিনায়ক। রাহানের কথায়, 'স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভেঙ্কি এমন বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য। কেকেআরের হয়ে শেষ কয়েক মরশুম দারুণ পারফর্ম করেছে ও। জিতিয়েছে অনেক ম্যাচ। ভেঙ্কিকে নিয়ে এমন প্রশ্ন আমি আর শুনতেই চাই না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য দল হিসেবে পারফর্ম করা।'

নাইটদের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ভেঙ্কটেশ। শেষ পর্যন্ত সহ অধিনায়ক হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে ২৩.৭৫ কোটির বিশাল চাপ। অর্থের পাশে প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাবেন? প্রশ্ন শেষ হতেই প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভেঙ্কটেশ বলে দিলেন, 'অর্থ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু মাঠে নেমে পড়লে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে অর্থ পিছনের সারিতে চলে যাবে। মাঠে কোন ক্রিকেটারের কত দাম, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় থাকে না। সবাইকে দল হিসেবে পারফর্ম করতে হয়। তাছাড়া চাপ সামলে পারফর্ম করতে জানি আমি।'

দল হিসেবে আসন্ন অষ্টাদশ আইপিএলে কেকেআরের ভবিষ্যৎ কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অধিনায়ক রাহানে গতকালের পর আজও ডুবে ছিলেন দীর্ঘ অনুশীলনে। রাহানের নানান শট খেলার মহড়াও দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার কেকেআর অনুশীলনে। অধিনায়ক রাহানের সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? অতীতে আইপিএলে ইনিংস ওপেন করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই রাহানে বলে দিলেন, 'বরাবরই দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে মাঠে নামি আমি। দল যেখানে

> স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভেঙ্কি এমন বিশাল অর্থ পাওয়ার যোগ্য। কেকেআরের হয়ে শেষ কয়েক মরশুম দারুণ পারফর্ম করেছে ও। জিতিয়েছে অনেক ম্যাচ। ভেঙ্কিকে নিয়ে এমন প্রশ্ন আমি আর শুনতেই চাই না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য দল হিসেবে পারফর্ম করা।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

চেয়েছে, সেখানেই ব্যাটিং করতে আমি তৈরি। ২২ মার্চ আইপিএল শুরুর আগে এখনও সময় রয়েছে। কোচ চান্দু স্যর, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করা হবে।' শেষ মরশুমে নাইটদের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি এবার নেই। তাই নাইটদের নেতা কে হবেন, সিদ্ধান্ত হয়েছে অনেক পরে। নাইটদের নেতৃত্ব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহানে বলছেন, 'দুর্দান্ত একটা দলের নেতৃত্ব দিতে পারার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের। আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা। কেকেআর ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞও। নিজের সেরাটা দিয়ে দলের সাফল্য আনতে চাই। ইডেনে গার্ডেন্সে খেলতেও পছন্দ করি আমি।'

গম্ভীরের নাম উঠতেই পাশ কাটালেন

কোচ চান্দু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : বসন্তেই গ্রীষ্মের দাবদাহ। চড়চড় করে বাড়ছে কলকাতার তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনে তা আরও বাড়বে।

বসন্তোৎসবের আগেই কলকাতার খামখেয়ালি আবহাওয়ার প্রভাব কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে নেই। আবার আছেও!

যার নেপথ্যে নাইটদের শেষ মরশুমের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। সময় বদলেছে। দিনও বদলেছে। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। অথচ তাঁর প্রভাব এখনও রয়েছে নাইটদের অন্দরমহলে। দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে গম্ভীরের বেশ কয়েকবার মেসেজ আদানপ্রদান হয়েছে। তেমনই প্রাক্তন মেন্টর গম্ভীরের প্রসঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনে উঠতেই পাশ কাটিয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। যা রীতিমতো বিস্ময় তৈরি করেছে নাইটদের অন্দরমহলের পাশে ক্রিকেট দুনিয়াতেও।

আজ বিকেলে কেকেআরের কোচ, মেন্টর, অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক—চারজন একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। আর সেখানেই দলের মেন্টর ব্রাভোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, প্রাক্তন মেন্টর গম্ভীরের প্রভাব নিয়ে। প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র কোচ চান্দু স্যর সক্রিয় হয়ে উঠে মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে বলে দিলেন, 'আমাদের অতীত নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। অতীতে কী হয়েছে, সেটার সঙ্গে বর্তমানের কোনও সম্পর্ক নেই। আর ব্রাভো তো ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে, ওর সঙ্গে প্রাক্তন মেন্টরের কথা হয়েছে।' নাইটদের অভিজ্ঞ কোচ পণ্ডিত গম্ভীরের নাম উঠতেই পাশ কাটাতে চাওয়ার পর তা নিয়ে সমাজমাধ্যম থেকে শুরু করে ক্রিকেটমহল—সর্বত্রই আলোচনা শুরু হয়েছে। চান্দু স্যরের এমন প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ।

দলের নয়া মেন্টর ব্রাভো অবশ্য এই সব বিষয় নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হল না। বরং তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'শাহরুখ খানের মতো বস পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স নামে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দলটার সঙ্গে অনেকদিন রয়েছি আমি। বস হিসেবে শাহরুখ সবসময় আমাদের উৎসাহ দেয়। টি২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ইতিহাসে মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পর সবচেয়ে সফল দল টিকেআর। ওই দলের প্রাণশক্তি কেকেআরের সংসারে নিয়ে আসতে চাই আমি। সময়ের সঙ্গে সব হবে। শুধু আমাদের উপর ভরসা রাখুন।'

২২ মার্চ ইডেনে হয়তো শাহরুখ

২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএলের যাত্রা। উদ্বোধনের ম্যাচে নাইটদের কর্ণধার শাহরুখ কলকাতায় হাজির হতে চলেছেন বলে খবর। বাদশার সামনে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে নাইটদের শুরুটা কেমন হবে, সময় বলবে। তার আগে দলের কোচ চান্দু স্যর বলছেন, 'দল হিসেবে আমরা আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ। মাঝের সময়ে কিছু রদবদল হলেও দলের মূল নিউক্লিয়াস একই রয়েছে। আমরা সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তাছাড়া হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তীরাও মাঝের সময়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছে। ফলে ওদের উপস্থিতি এবার আমাদের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।' এদিনই বায়োমেকানিক স্পেশালিস্ট ও কেকেআরের বোলিং কোচ চার্লস ক্রোকে নিয়ে ৪৫ মিনিট বিশেষ অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে সুনীল নারায়ণকে।

৭৭ রান করে ফিরছেন হেইলি।

ফাইনালে মুম্বই

মুম্বই, ১৩ মার্চ : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বৃহস্পতিবার এলিমিনেটরে তারা ৪৭ রানে হারিয়ে দেয় গুজরাট জায়েন্টসকে। ফাইনালে ওঠার প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করে মুম্বই এদিন শুরুটা সতর্কতার মোড়কে করেছিল। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা করে ৩৭ রান। অষ্টম ওভারে প্রিয়া মিশ্রর বোলিংয়ে ১৫ রান নেওয়ার পর থেকে অবশ্য ফুল স্পিডে ইনিংস ছোটালেন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪১ বলে ৭৭) ও হেইলি ম্যাথিউজ (৫০ বলে ৭৭)। মাঝের ওভারে প্রিয়া (৪০/০), তনুজা কানওয়ার (৪৯/০), ড্যানিয়েলে গিবসনদের (৪০/২) বোলিং মুম্বই ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেয়। যা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১৩৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েন নাতালি-হেইলি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরও (১২ বলে ৩৬) চার ছক্কায় গুজরাট ব্যাটারদের কাজ কঠিন করে দেন। টসে হেরে মুম্বই থামে ২১৩/৪ স্কোরে। জবাবে গুজরাট ১৯.২ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়। ড্যানিয়েলে ৩৪, ফোয়েবে লিচফিল্ড ৩১ ও ভারতী ফুলমালি ৩০ রানে আউট হন।

মাদ্রিদ ডার্বি জিতে শেষ আটে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১৩ মার্চ : ম্যাচ জুড়ে উত্তেজনা। ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পেনাল্টি মিস। হুলিয়ান আলভারেজের বিতর্কিত পেনাল্টি শট। সব মিলিয়ে টানটান রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব।

এমনিতেই মাদ্রিদ ডার্বি মানেই চরম উত্তেজনা। আবার ম্যাচটা যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বের হয় তাহলে উত্তেজনার পারদ সবসময় ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল সবসময়ই ভয়ংকর। তার ওপর প্রথম লেগে ২-১ জিতে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিলেন ভিনিরা।

ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

নাটকীয়তা শুরু। ২৭ সেকেন্ডে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে বাড়তি অক্সিজেন এনে দেন কোনর গ্যালাঘার। অ্যাটলেটিকোকে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে গেলে আরও একটি গোল করতে হত। সেইজন্য আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে তারা। তবে রিয়াল বেঁচে যায় স্রেফ গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়ার সৌজন্যে। এই বেলজিয়াম গোলরক্ষক বার চারেক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন।

ম্যাচের ৬৮ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপেকে ফাউল করে রিয়ালকে পেনাল্টি উপহার দেন অ্যাটলেটিকোর ডিফেন্ডার ক্লেমেন্ট ল্যাংলেট। তবে পেনাল্টির ফায়দা তুলতে পারেননি লস ব্ল্যাঙ্কোস। ভিনিসিয়াসের নেওয়া শট বারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নির্ধারিত সময়ে আর কোনও গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেও একদফা নাটকের সাক্ষী ফুটবলপ্রেমীরা।

আলভারেজের পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের আন্তোনিও রুডিগার ও কিলিয়ান এমবাপের। টাইব্রেকারে কিক নেওয়ার সময় বলে দুইবার পা লাগানোর অভিযোগে বাতিল হয় হুলিয়ান আলভারেজের গোল। মাদ্রিদে।

পেনাল্টি শট নিতে গিয়ে ভারসাম্য হারান অ্যাটলেটিকোর আর্জেন্টাইন তারকা আলভারেজ। তবে রেফারি 'ভার প্রযুক্তি'-র সাহায্য নিয়ে জানিয়ে দেন, আলভারেজ ডান পায়ে শট নেওয়ার পর বল তাঁর বাঁ পা স্পর্শ করেছে। তাই রেফারি পুনরায় আলভারেজকে শট নিতে বলেন। সেই শট থেকে গোল করতে ব্যর্থ আর্জেন্টাইন তারকা। এই পেনাল্টি নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। অ্যাটলেটিকো কোচ দাবি করেছেন, আলভারেজ বল দুইবার স্পর্শ করেনি। যদিও পেনাল্টি বিতর্ককে সঙ্গী করে শেষপর্যন্ত রিয়াল টাইব্রেকারে জয় পায় ৪-২ ব্যবধানে।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করেছে পিএসভি আইন্দহোভেনের বিপক্ষে। যদিও প্রথম লেগে ৭-১ গোলে জিতে শেষ আটে পা একপ্রকার বাড়িয়ে রেখেছে গানার্স। এদিন আর্সেনালের হয়ে গোল করেন ওলেকজান্ডার জিনচেঙ্কো ও ডেকলান রাইস। ডাচ ক্লাবটির হয়ে গোল করেছেন ইভান পেরিসিচ ও কৌহেব ড্রিউএচ। আপাতত শেষ আটে 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগ'-এর রাজা রিয়ালের মুখোমুখি হবেন তাঁরা।

পাশাপাশি পিছিয়ে থেকেও লিলের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় তুলে নিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। এমনিতেই প্রথম পর্বে ১-১ গোলে ড্র করে চাপে ছিল তারা। জোনাথন ডেভিডের গোলে এগিয়েছিল লিলে। পরে বরুসিয়ার হয়ে গোল করেন এমরে ক্যান ও ম্যাক্সমিলিয়ান বেইয়ের। অন্যদিকে অ্যাস্টন ভিলা ৩-০ গোলে হায়িয়েছে ক্লাব ব্রাগাকে। মার্কো অ্যাসেন্সিও দুইটি ও ইয়ান মাতসেন একটি গোল করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম আর্সেনাল

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম অ্যাস্টন ভিলা

বার্সেলোনা বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

ইন্টার মিলান বনাম বায়ার্ন মিউনিখ

স্মরণে

মীরা সাহা রায়, শিক্ষিকা, উঃমাঃ, ৮ম প্রয়াণ বর্ষ, আজ ফিরে এসেছে সেই বেদনার দিন, অনন্তে তুমি হয়েছ বিলীন। **শোকার্ত- স্বামী, পুত্রদ্বয়, পুত্রবধূদ্বয়, কন্যা, নাতি-নাতনিরা ও "Mira Optics" এর কর্মীবৃন্দ।**

চ্যাম্পিয়ন এসি কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ার কলেজকে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আলিপুরদুয়ার কলেজ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১০ রান করে। দিবাকর শা-র অবদান ২৯ রান। জিৎ সূত্রধর ২৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে এসি কলেজ ১১.৪ ওভারে ১ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফাইনালের সেরা ভাস্কর রায় ৬৩ রানে অপরাজিত থাকেন। পুরস্কার তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নূপুর দাস, ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন সিংহ প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। বৃহস্পতিবার।

২০২৮ ক্যাম্পে জলপাইগুড়ির ২

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : ভিশন-২০২৮ ক্যাম্পে অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা মেয়েদের দলে সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির দুই ক্রিকেটার-পাপিয়া দাস এবং সঙ্গীতা বাসফোর। দুইজনেই মিডিয়াম পেস বোলার হিসেবে সুযোগ পেয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেছেন, 'সঙ্গীতা এবং পাপিয়া দুইজনেই প্রতিভাবান। আশা রাখছি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ওরা আরও এগিয়ে যাবে। ওদের দেখে জেলার খুদেরা অনুপ্রাণিত হবে।'

ফাইনালে লায়ন্স

চালসা, ১৩ মার্চ : বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল রোরিং লায়ন্স। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১৬ রানে এইচএমজেড ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। মিলন সংঘ ময়দানে লায়ন্স প্রথমে ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে এইচএমজেড ১২ ওভারে ৫ উইকেটে আটকে যায় ১৪২ রানে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন আদিত্য মাহালি। ফাইনালে লায়ন্সের প্রতিপক্ষ স্যাটিসফাইড রাইডার্স।